

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র

অধ্যায়-৪: উমাইয়া খিলাফত

প্রশ্ন ১ রাজা আলমগীর তার সাম্রাজ্যে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। কেন্দ্রীয় টাকশাল স্থাপন করে নির্দিষ্ট মানের মুদ্রা চালু করেন। ফলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে উপকৃত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে। তিনি প্রচলিত ডাক ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করেন। সাম্রাজ্যের সৌন্দর্যবৃন্দির জন্য সুরক্ষ্য প্রাসাদ, নান্দনিক সৃতিফলক প্রভৃতি নির্মাণ করেন, যা সকলের দৃষ্টি কাঢ়ে। এভাবে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশে তিনি অনবদ্য ভূমিকা রাখেন।

(চ. লে. ১৭)

- ক. 'কুরোতুস-সাখরা' কী? ১
- খ. খিলিফা আবদুল মালিক কর্তৃক আরবি ভাষা জাতীয়করণ বিষয়ে ধারণা দাও। ২
- গ. উমাইয়া খিলিফের রাজা আলমগীরের মুদ্রা সংস্কার খিলিফা আবদুল মালিকের মুদ্রা সংস্কারের অনুরূপ— ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. স্থাপত্য শিল্পের উমাইয়া খিলিফের রাজা আবদুল মালিকের কৃতিত্ব ছিল অনেক বেশি— উক্তিটির যথার্থতা যাচাই করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'কুরোতুস-সাখরা' হলো উমাইয়া খিলিফা আবদুল মালিকের ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমে নির্মিত অষ্টাকোণাকৃতির একটি স্মৃতিস্তম্ভ, যেটি 'Dome of the Rock' নামে পরিচিত।

খ খিলিফা আবদুল মালিক রাস্তাকে জাতীয়করণ এবং রাস্তে সুস্থ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আরবিকে রাস্তা ভাষার মর্যাদা দান করেন অর্থাৎ আরবি ভাষা জাতীয়করণ করেন।

উমাইয়া খিলিফা আবদুল মালিকের রাজত্বকাল উমাইয়া বংশের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। তার শাসননীতি মূলত আরব জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের জন্য বিখ্যাত ছিল। তিনি শাসনক্ষমতায় বসে দেখলেন যে আরব মুসলিমরা রাজ্যশাসন করলেও মূলত অন্যান্য জনগোষ্ঠীই উমাইয়া খিলাফতের প্রশাসন ব্যবস্থাকে পরিচালিত করছে। ফলে আরব মুসলিম শাসননীতি কার্যকর হচ্ছে না। এ কারণেই খিলিফা আবদুল মালিক আরবি ভাষাকে জাতীয়করণ করেন।

গ উমাইয়া খিলিফের রাজা আলমগীরের মুদ্রা সংস্কার খিলিফা আবদুল মালিকের মুদ্রা সংস্কারের অনুরূপ।

মুদ্রা হলো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। কিন্তু আবদুল মালিকের পূর্বে আরবদের কোনো নিজস্ব মুদ্রা ছিল না। ফলে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে খিলিফা আবদুল মালিক সর্বপ্রথম মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। এই সংস্কারেরই প্রতিফলন ঘটেছে রাজা আলমগীরের মুদ্রা সংস্কারের ক্ষেত্রে।

রাজা আলমগীর তার সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় টাকশাল স্থাপন করে নির্দিষ্ট মানের মুদ্রা চালু করেন। ফলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে উপকৃত হয়। উমাইয়া খিলিফা আবদুল মালিকের সংস্কারের ক্ষেত্রেও এমনটি দৃষ্টিগোচর হয়। তার সময়ে সাম্রাজ্যে তিনি ধরনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। যেমন-বাইজাটাইনে Dinarious, পারস্যে Darkmah এবং দক্ষিণ ইয়েমেনে Athene নামক মুদ্রা চালু ছিল। এতে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পতিশীল ছিল না। মুদ্রা বিনিময়ের সমস্যার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে অসুবিধা দেখা দিত। এছাড়া মুদ্রার ছাপ ও মূল্য নির্ণয় একেবারে অনিদ্বারিত থাকায় বাজারে অন্যায়ে জাল মুদ্রা প্রচলিত হতো। এসব কারণে খিলিফা আবদুল মালিক সর্বপ্রথম খাঁটি আরবি মুদ্রা প্রচলনের জন্য ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে জাতীয় টাকশাল গঠন করেন। তিনি দিনার, দিনহাম ও ফালুস নামের ছৰ্ণ, রোপ্য ও তাস্ত মুদ্রার প্রচলন করেন। মুদ্রাগুলোকে জাতীয়করণ ও আরবীয়করণের জন্য মুদ্রায় তসের পরিবর্তে আরবি বর্ণমালা লেখা হয়। সুতরাং বোঝা যায়, রাজা আলমগীরের মুদ্রা সংস্কার খিলিফা আবদুল মালিকের মুদ্রা সংস্কারের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ঘ স্থাপত্য শিল্পের উমাইয়া খিলিফের রাজা আবদুল মালিকের কৃতিত্ব ছিল অনেক বেশি— উক্তিটি যথার্থ।

ইসলামের ইতিহাসে রাজেন্দ্র নামে পরিচিত আবদুল মালিক উমাইয়া বংশের প্রেক্ষ শাসকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি নিজ দক্ষতা ও যোগ্যতা বলে উমাইয়া সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। এ বলিষ্ঠ চরিত্রের মন ছিল শিল্পানুরাগী। তার মার্জিত বৃচিবোধের সামান্য প্রতিফলন লক্ষ করা যায় উমাইয়া খিলিফের রাজা আবদুল মালিকের মধ্যে।

উমাইয়া খিলিফের রাজা আলমগীর সাম্রাজ্যের সৌন্দর্য বৃন্দির জন্য সুরক্ষ্য প্রাসাদ, নান্দনিক সৃতিফলক প্রভৃতি নির্মাণ করেন। স্থাপত্য শিল্পে তার এ অবদান সকলের দৃষ্টি কাড়লেও এগুলো আবদুল মালিকের অবদানের তুলনায় শুবই অপ্রতুল। আবদুল মালিক শিল্প, স্থাপত্য ও সংস্কৃতির একজন উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নির্মাতা হিসেবে তার কৃতিত্ব অপরিসীম। দজলা নদীর পশ্চিম তীরে সামরিক শহর 'ওয়াসিত' ও আল আকসা মসজিদ তার স্থাপত্য কীর্তির উজ্জ্বল নির্দশন। তবে স্থাপত্য শিল্পে তার সবচেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে 'কুরোতুস সাখরা' বা Dome of the Rock· নামক একটি সৃতিস্তম্ভ নির্মাণ। প্রতিষ্ঠানী খিলিফা ইবনে জুবায়েরের শাসনাধীন মজার কাবাগুহের প্রতিবন্ধনী হিসেবে আবদুল মালিক ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমে একটি স্থাপত্য কীর্তি নির্মাণ করেন। এটি ছিল মহানবি (স)-এর মিরাজের সৃতি বিজড়িত পুরিত্ব পাথরের ওপর নির্মিত অষ্টাকোণাকৃতির স্থাপত্য শিল্প। এছাড়া তিনি দামেস্কে মহাক্ষেত্রখানা বা সরকারি দলিল-দস্তাবেজখানা স্থাপন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, উমাইয়া খিলিফের রাজা স্থাপত্য শিল্পে যে উন্নয়ন করেছেন তার চেয়ে খিলিফা আবদুল মালিকের অবদান অনেক বেশি।

প্রশ্ন ২ রাজা ধর্মপাল রাজস্ব ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধ করেছিলেন। তবে তার পুত্র দেবপাল ক্ষমতায় আরোহণ করে রাজ্য বিত্তারে মনোযোগী হন। তিনি পূর্ব ও দক্ষিণে অনেকগুলো সফল অভিযানের মাধ্যমে বিশাল পাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। দেবপালের প্রতিটি অভিযানে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছিলেন তার দুইজন বিশ্বস্ত মনী ও কিছুসংখ্যক দক্ষ সেনাপতি।

(চ. লে. ১৭: কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ)

- ক. কাকে আরব বিশ্বের প্রথম রাজা বলা হয়? ১
- খ. খিলিফা আবদুল মালিককে 'রাজেন্দ্র' বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উমাইয়া খিলিফের রাজা ধর্মপালের সাথে খিলিফা আবদুল মালিকের কোন কর্মকাণ্ডের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উমাইয়া খিলিফের রাজা দেবপালের মতোই খিলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক প্রেক্ষ বিজড়া ছিলেন— উক্তিটির যথার্থতা বিশ্বেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমির মুয়াবিয়াকে আরব বিশ্বের প্রথম রাজা বলা হয়।

খ উমাইয়া খিলিফা আবদুল মালিকের চারজন পুত্র প্রবর্তীতে খিলিফা হওয়ায় তাকে রাজেন্দ্র বা Father of kings বলা হয়। আবদুল মালিকের চার পুত্র আল ওয়ালিদ (৭০৫-৭১৫ খ্রি.), সুলাইমান (৭১৫-৭১৭ খ্রি.), ছিতীয় ইয়াজিদ (৭২০-৭২৪ খ্রি.) এবং হিশাম (৭২৪-৭৪৩ খ্রি.) প্রবর্তীকালে খিলিফা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তারা সুযোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা উমাইয়া বংশকে সমৃদ্ধির পুর্ণপূর্ণিমারে পৌছে দেন। প্রতিহাসিক পি. কে. হিটি বলেন, "আবদুল মালিক এবং তার উত্তরাধিকারী চার পুত্রের শাসনকালে দামেস্কের এ রাজবংশ শৈর্যবীর্য ও গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করে।" এ কারণে আবদুল মালিককে 'রাজেন্দ্র' বলা হয়।

ঘ উমাইয়া খিলিফের রাজা ধর্মপালের কর্মকাণ্ডের সাথে খিলিফা আবদুল মালিকের রাজস্ব সংস্কারের সামঞ্জস্য রয়েছে।

খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে আবদুল মালিক এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হন। তার শাসনামলে নওমুসলিমরা শুধু যাকাত ব্যতীত অন্য কোনো কর দিত না। তাছাড়া অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য অন্যান্য অন্যান্য মুসলমানগণ গ্রাম ছেড়ে শহরে আশ্রয় নেয়। তারা সেনাবাহিনীতে যোগদান করে নিয়মিত ভাতাও পেতে থাকে। এতে চরম অর্থসংকট দেখা দেয়। এর প্রেক্ষিতে আবদুল মালিক রাজ্য সংস্কার করেন, যার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে উদ্দীপকে।

উদ্দীপকের রাজা ধর্মপাল রাজ্য ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধ করেছিলেন। খলিফা আবদুল মালিকও নিজ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক দূরবস্থা দূর করার জন্য ব্যাপকভাবে কর ব্যবস্থা সুসংহত করেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তা হাজার বিন-ইউসুফের পরামর্শ ও সহযোগিতায় কিছু নীতি গ্রহণ করেন। এগুলো হলো— প্রথমত, ইসলাম প্রাণ করলেও নবদীক্ষিত অন্যান্য মুসলমানদের ভূমি রাজ্য বা খারাজ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, যেসব নবদীক্ষিত মুসলমান প্রাপ্ত ছেড়ে শহরে এসেছে তাদের শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে বাধ্য করা হয়। তৃতীয়ত, ভূমিকর যাতে হ্রাস না পায় সে জন্য আরবীয় মুসলমানগণ কর্তৃক মাওয়ালিদের ভূমি ক্রয় নিষিদ্ধ করেন। চতুর্থত, অনুর্বর ও পতিত জামি তিনি বছরের জন্য বিনা রাজস্বে ক্ষমতাদের মধ্যে বল্টন করার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি বছর পর ঐ জামির ফসলের $\frac{1}{2}$ অংশ রাজ্য ধার্য হয়। এ আলোচনা থেকে বোঝা যায়, রাজা ধর্মপালের কাজের সাথে খলিফা আবদুল মালিকের কর ব্যবস্থা সংস্কারেরই মিল বিদ্যমান।

৩ ‘উদ্দীপকের রাজা দেবপালের মতোই খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক শ্রেষ্ঠ বিজেতা ছিলেন’।— উক্তিটি যথার্থ।

খলিফা আবদুল মালিকের পুত্র আল ওয়ালিদ পিতার মতো একজন সুযোগ্য শাসক ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে বিজেতা হিসেবে তার নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে পিতার বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেন। ফলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বহু স্থানে খলিফা ওয়ালিদের ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়। তার এই সম্প্রসারণ নীতির প্রভাব লক্ষ করা যায় রাজা দেবপালের মধ্যে।

রাজা দেবপাল অসমাধান আরোহণ করে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। তিনি পূর্ব ও দক্ষিণে অনেকগুলো সফল অভিযানের মাধ্যমে বিশাল পাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এক্ষেত্রে তিনি দুইজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও কিছু সংখ্যক দক্ষ সেনাপতির সহায়তা পেয়েছিলেন। খলিফা ওয়ালিদের ক্ষেত্রেও এমনটি দেখা যায়। তিনি হাজার, কোতায়ৰা, ইবনে কাসিম, তারিক ও মুসার মতো রণনিপুণ সেনাপতির সাহায্য লাভ করেছিলেন। তাদের অসাধারণ শৌর্য-বীর্য এবং অক্ষণ্ট চেষ্টার ফলে বহুস্থানে আরব কর্তৃত প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা ওয়ালিদের ভাই মাসলামা ও পুত্র আব্রাহামের সহায়তায় কোতায়ৰা মধ্য এশিয়ার বৌখারা, সমরখন্দ দখল করেন। ৭১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাশগঢ় জয় করে সমগ্র মধ্য এশিয়া দখল করতে সক্ষম হন। এদিকে সিন্ধুর রাজা দাহিরের অবঙ্গসৃষ্টক মনোভাবের কারণে ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজার বিন ইউসুফের আদেশে সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাপিয় ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু দখল করেন। অন্যদিকে, সেনাপতি মুসার সাহায্যে নৌপথে আক্রমণ চালিয়ে মেজর্কা, মিন্কা, ইতিকা প্রভৃতি জীপ রোমানদের নিকট হতে জয় করে মুসলিম শাসনভূক্ত করেন। তাছাড়া খলিফা ওয়ালিদ স্পেন জয় করার জন্য মুসাকে প্রেরণ করেন। তার সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ ৭১২ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের রাজা রাফারিককে পরাজিত করে স্পেন জয় করেন। এভাবে ওয়ালিদের সাম্রাজ্য একদিকে আটলান্টিক হতে পিরেনিজ এবং ভারতের সিন্ধু থেকে আরম্ভ করে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায়, খলিফা ওয়ালিদের সময়ই ইসলামি সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারিত হয়। এ কারণেই তিনি শ্রেষ্ঠ বিজেতা হিসেবে অধিক পরিচিত।

প্রশ্ন ৩ “জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো”— কথাটি শাহরিয়ার তৃষ্ণার হোট বেলা থেকেই গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি ছাত্রজীবনে ছিলেন তৃখোড় ছাত্রনেতা। দেশের প্রধানমন্ত্রী মেধাবী তৃষ্ণারের গুণে মুগ্ধ হয়ে তার সাথে নিজ মেয়ের বিষয়ে দেন। অনেক দামি দামি স্বর্ণলংকার

দেন মেয়েকে। জনগণের ব্যাপক সমর্থনে তৃষ্ণার এবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি তার স্ত্রীকে আদেশ দিলেন, তার পিতার দেয়া দামি দামি স্বর্ণলংকার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিতে কেননা ওগুলো জনগণের টাকায় কেনা হিল। তবে তার গৃহীত নীতি, তার বংশের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

১. স্টি. এ. সি. ব. ক. চ. র. ১৭. আলস হোসন কলেজ, মচল্লাসিংহ/ক. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
২. কারবালার কাহিনিকে মর্মান্তিক বলা হয় কেন? ২
৩. উদ্দীপকে শাহরিয়ার তৃষ্ণারের সাথে উমাইয়া যুগের কোন খলিফার চরিত্রের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
৪. তিনি কি উমাইয়া খিলাফত পতনের জন্য দায়ী ছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

১ উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা খলিফা আমির মুয়াবিয়া।
২ কারবালার যুদ্ধে অত্যন্ত করুণভাবে মুসলমানদের হত্যা করা হয় এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নবি করিম (স)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসেনের শিরশেন্দ করা হয়। তাই এ হত্যাকাণ্ডকে মর্মান্তিক বলা হয়।

৬০ ছিজরির ১০ই মহররম কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসেনের বাহিনী ও ইয়াজিদের সেনাবাহিনীর মধ্যে রক্তকরী সংগ্রাম শুরু হয়। ইয়াজিদ বাহিনী ফোরাত নদীর পাড় দখল করে ইমাম হোসেনের বাহিনীকে পানি থেকে বাঞ্ছিত করে। ফলে পানির অভাবে ইমাম হোসেনের ভাতুপ্লুত কাসেম মৃত্যুবরণ করেন। পরে ইমাম হোসেন নিজপুত্র শিশু আসগরকে নিয়ে ফোরাত নদীতে পানির জন্য গেলে আসগর শরবিন্দ হয়ে নিহত হয়। পরে ইয়াজিদের নির্দেশে পাপিষ্ঠ সীমার তরবারি দ্বারা ইমাম হোসেনের শিরশেন্দ করে। নবি করিম (স)-এর দৌহিত্রের এ বেদনাদায়ক হত্যাকাণ্ডকে তাই মর্মান্তিক ঘটনা বলা হয়।

৩ উদ্দীপকের শাহরিয়ার তৃষ্ণারের সাথে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের চরিত্রের মিল পাওয়া যায়।
খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ উমাইয়া বংশের মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী এক শ্রেষ্ঠ ও মহান শাসক ছিলেন। তিনি তার শাসনামলে কুরআন-সুন্নাহ আলোকে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন। তিনি অনাড়ম্বর ও সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন। উদ্দীপকে তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো- এ কথাটি শাহরিয়ার তৃষ্ণার গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। তাই তিনি তার স্ত্রীকে পিতার দেওয়া সকল স্বর্ণলংকার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ফেরত দেওয়ার কথা বলেছেন। অনুরূপভাবে উমর বিন আবদুল আজিজ উমাইয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুরতার যুগে জন্মগ্রহণ করলেও এসব কিছু তার ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। তিনি তার শাসনামলে উমাইয়াদের সকল অনিয়ম পরিহার করে খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসন ব্যবস্থাকে অনুসরণ করেন। তাছাড়া তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করতেন। তিনি প্রথম ওমরের (রা) মতো তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করতেন। তিনি তার স্ত্রী ফাতিমা রৌতুক হিসেবে প্রাপ্ত সব অলংকার বিক্রি করে সে অর্থ রাজ কোষাগারে জমা দেন। আর এ বিষয়গুলোই শাহরিয়ার তৃষ্ণারের সাথে ওমর বিন আবদুল আজিজের সাদৃশ্য রচনা করেছে।

৪ উত্তর খলিফার অর্থাৎ খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের শাসন সংস্কার উমাইয়া বংশের পতনের জন্য দায়ী বলে আমি মনে করি না।
খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের শাসন সংস্কার উমাইয়া খিলাফতের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিলেও এ বংশের পতনে তার গৃহীত নীতি সম্পূর্ণরূপে দায়ী হিল না। কেননা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গ নিয়ে তার শাসনকালের প্রতিটি দিক বিবেচনা করলে উমাইয়া বংশের পতনের জন্য তাকে দায়ী করা যায় না। তাছাড়া তার উদার ও সাম্যনীতির ফলে উমাইয়া বংশের প্রতি কেউ শত্রুভাবাপন হিল না।

তিনীর ওমর (ওমর বিন আবদুল আজিজ) তার শাসনামলে উমাইয়া, হাশেমি, আরব-অন্যান্য, হিমারীয়-মুদারীয় স্বন্ধ নিরসন করার চেষ্টা করেন এবং অনেকাংশে সফল হন। রক্তপাত, ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার

বিভীষিকার মধ্যে তার শাসনকাল উপর্যুক্ত ভূমিকা পালন করেছে। উমাইয়া খলিফার পতনের দায় তার ওপর আরোপিত হওয়া ঠিক নয়। কেননা তার তিরোধানের পর যদি তার নীতি অনুসৃত হতো তাহলে আলী ও আবুসি বংশীয়ারা সহজে ক্ষুণ্ণ হতো না। তাদের আলেক্সান্দ্রিনের জন্য দায়ী পরবর্তী দুর্বল শাসকেরা, খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ নন। তার মৃত্যুর পর পূর্বের অসাম্য ও ভেদাভেদ নীতি আরব সমাজে নতুন করে আবির্ত্ত হওয়ায় উমাইয়াবিরোধী আলেক্সান্দ্রিন জোরদার হয়ে ওঠে এবং উমাইয়াদের পতন হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, উমাইয়া বংশের পতনের পেছনে ওমর বিন আবদুল আজিজের শাসন সংস্কার দায়ী ছিল না। তবে তার শাসন সংস্কার উমাইয়াদের ভিত্তিকে কিছুটা দুর্বল করে দিয়েছিল। কিন্তু চূড়ান্ত পতন দ্রুতভাবে করেছিল তার পরবর্তী অযোগ্য শাসকগণ।

প্রমাণ ৪ জনাব আলী আজম দয়ালু, সদাশয় ও প্রজাবৎসল খলিফা। তিনি চারিত্রিক দিক দিয়ে ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরোধী ও কর্তব্যপরায়ণ। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। কর ব্যবস্থার সংস্কার করে তিনি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেন। তিনি তিনি মতাবলম্বীদের শাসনকার্যে নিয়োগ করে এক অপূর্ব দৃষ্টিতে রেখে গেছেন। তার বৈদেশিক নীতি ছিল শাস্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি বিধান। /সকল বোর্ড ২০১৫: কুমিল্লা সরকারি সিটি কলেজ, কালকাতা সরকারি কলেজ, মেহেরপুর পৌর জিল্লা কলেজ/

- | | |
|----|--|
| ক. | উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১ |
| খ. | খলিফা সুলাইমানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কেন? ২ |
| গ. | উদ্দীপকে কোন উমাইয়া খলিফার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩ |
| ঘ. | উদ্দীপকের আলোকে উক্ত খলিফার বৈদেশিক নীতি পর্যালোচনা করো। ৪ |

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন আমির মুয়াবিয়া।

খ ইরাকের বন্দিদের মুক্তিদানের জন্য খলিফা সুলাইমানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয়।

উমাইয়া শাসনামলে হাজার বিন ইউসুফ কুফা ও বসরায় ইসলামের চতুর্থ খলিফা হয়েছিল আলী (রা)-এর অনুসারীদের বিদ্রোহ দমন করে ইরাকের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি ইরাকের হাজার হাজার মানুষকে বন্দি করে কারাগারে নিফেপ করেন। খলিফা সুলাইমান ক্ষমতায় আরোহণের পর হাজারের বন্দিদের মুক্ত করে দেন। এ কারণে তাকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উমাইয়া খলিফাদের রাজত্বকালে দেশজুড়ে ক্ষমতা নিয়ে সংঘর্ষ, বিশ্বাসঘাতকতা, মড়যন্ত ও নিষ্ঠুরতায় নিমজ্জিত ছিল। তবে এসব অপকর্ম সৃষ্টিকারী খলিফাদের মধ্যে ব্যতিক্রমধর্মী একজন প্রের্ণ ও মহান শাসক ছিলেন। তিনি হলেন খলিফা আবদুল আজিজ বা হিতীয় ওমর। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কর্মের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে জনাব আলী আজমের চরিত্রের মধ্যে।

জনাব আলী আজম একজন দয়ালু, সদাশয় ও প্রজাবৎসল খলিফা। চারিত্রিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরোধী ও কর্তব্যপরায়ণ। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। কর ব্যবস্থার সংস্কার করে তিনি শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেন। এছাড়া তিনি তিনি মতাবলম্বীদের শাসনকার্যে নিয়োগ করে এক অপূর্ব দৃষ্টিতে স্থাপন করেন। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। তিনি ছিলেন অনাড়ম্বর, ধর্মানুরোধী, কর্তব্যপরায়ণ ও প্রজাবৎসল খলিফা। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজস্বব্যবস্থা সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি মাওয়ালিদের (অমুসলিম ক্রীতদাস, যারা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছে) জিজিয়া কর (অমুসলিমদের ওপর ধার্যকৃত কর) থেকে রেহাই দেন। প্রশাসনিক

কাজের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে যোগ্য লোকদের নিয়োগ দেন। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

উদ্দীপকে জনাব আলীর বৈদেশিক নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি সরবিকুর ওপরে শাস্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি বিধানের ওপর প্রাধান্য দেন। খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজের ক্ষেত্রেও এমনটি লক্ষণীয়।

উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ শাস্তি-শৃঙ্খলামে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি যুদ্ধাভিযান বা রাজ্য বিজয়ে আকৃষ্ট হননি। তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের প্রেরিত সকল যুদ্ধাভিযান বন্ধ করে দেন। মুসলিম সেনাপতি মাসলামার নেতৃত্বে যে আরব বাহিনী কনস্টান্টিনোপলিসের প্রাচীরের পাদদেশে খাদ্য ও রসদের অভাবে আটকা পড়েছিল, তিনি তাদেরকে বদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উমাইয়া শাসনকর্তা আল হুরের শাসনাধীনে স্পেনে গোলমোগ দেখা দিলে তার পরিবর্তে তিনি আল সামাহকে সেখানকার শাসনকর্তা নিয়োগ করে শাস্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। সামরিক বাহিনীর দুর্বলতার জন্য তিনি বিদেশে অভিযান বন্ধ করেননি, বরং রাজ্যে স্থিতিশীলতা সৃষ্টি এবং ইসলাম প্রচারের প্রতি অধিক মনোযোগী ছিলেন বলেই রাজ্য জয়ের প্রতি তার অনীয়া ছিল।

ওমর বিন আবদুল আজিজের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে সমালোচকরা বলে থাকেন যে, রাজ্য জয়ের সংকল্প ত্যাগ করে তিনি সামরিক শক্তি শ্রান্স করেন। তাই সেনাবাহিনী পরবর্তীকালে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। তবে ওমর বিন আবদুল আজিজের বৈদেশিক নীতি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হয়ে আছে হয়নি। কারণ ইসলামের হিতীয় খলিফা হয়রত ওমর (রা) এবং উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদ ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যবস্থা প্রতি সাধন করেন। এরপর রাজ্য বিস্তার নয় বরং রাষ্ট্রের সংহতি রক্তা ও শাসন ব্যবস্থার সুসংহতকরণ অধিক প্রয়োজন ছিল। তাই বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে ওমর বিন আবদুল আজিজ যথার্থ কাজ করেছেন বলেই প্রমাণিত হয়।

প্রমাণ ৫ উসমানের প্রতিষ্ঠিত এশিয়া মাইনরের হেট উসমানীয় রাজ্যকে সুলতান হিতীয় মুরাদ এক বিশাল সাম্রাজ্য পরিষ্ঠিত করেন। তার সৌভাগ্য যে, বেশ কিছু রণনির্মূল সেনাপতির কর্মক্ষমতা তিনি কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তার সাম্রাজ্যকে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় বিস্তৃত করে সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে তার এই রাজ্য বিজয়ে দেশের যে স্থিতিশীলতা এবং অর্থের প্রয়োজন ছিল, তার ব্যবস্থা পূর্ববর্তী সম্ভাট তার পিতা করে রেখে গিয়েছিলেন।

- | | |
|----|--|
| ক. | সিন্ধু বিজয়ী নেতার নাম কী? ১ |
| খ. | সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণটি ব্যাখ্যা করো। ২ |
| গ. | উদ্দীপকের সুলতান হিতীয় মুরাদের পিতার সাথে কোন উমাইয়া খলিফার কাজের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩ |
| ঘ. | তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের হিতীয় মুরাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সেনাপতিদের অবদানের মতোই খলিফা আল-ওয়ালিদও সুযোগ্য সেনাপতিদের সহায়তা পেয়েছিলেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে ব্যাখ্যা দাও। ৪ |

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিন্ধু বিজয়ী নেতার নাম মুহম্মদ বিন কাসিম।

খ আরবদের কিছু বাণিজ্য তরী সিন্ধুর জলদস্য কর্তৃক লুণ্ঠিত হলে হাজারের নাবি অনুসারে রাজা দাহির কর্তৃক ক্ষতিপূরণ দানে অঙ্গীকৃতি হইল সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ।

অষ্টম শতকের শুরুতে আরবদের ৮টি বাণিজ্য তরী সিন্ধুর দেবল বন্দরে জলদস্য কর্তৃক লুণ্ঠিত হলে খলিফা আল-ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজার সিন্ধুর রাজা দাহিরের নিকট ক্ষতিপূরণ দানি করেন। কিছু রাজা দাহির এ ক্ষতিপূরণ দিতে অঙ্গীকার করেন। ফলে সিন্ধু আক্রমণ অবশ্যান্তীয় হয়ে পড়ে, যা ছিল সিন্ধু বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ।

৪ উদ্দীপকের সুলতান ছিতীয় মুরাদের পিতার সাথে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের কাজের সামঞ্জস্য রয়েছে।

খলিফা আবদুল মালিক রাজুর সংস্কারে মাধ্যমে রাজ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক স্থিতিভাব কাটাতে সক্ষম হন। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি কিছু নীতি গ্রহণ করেন। যেমন— ইসলাম গ্রহণ করলেও মাওয়ালিদের জিজিয়া ও খারাজ দিতে হবে, সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেও তাদের গ্রামে ছবি পেশায় নিযুক্ত হতে হবে, মুসলমানরা যে জমি ক্রয় করেছে তাদেরকে আগের মতো কর দিতে হবে। এছাড়া কৃষকদের কৃষিশাল প্রদান করা হয়, তিনি বছর পর্যন্ত যার কোনো ট্যাক্স দিতে হয়নি। এভাবে তিনি একটি সুস্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন যার সুস্ফল তার পরবর্তী শাসকগণও ভোগ করে। আর উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, ছিতীয় মুরাদ এশিয়া মাইনের ওসমানের প্রতিষ্ঠিত ছেট উসমানীয় রাজ্যকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তবে তার এই রাজ্য বিজয়ের দেশের যে স্থিতিশীলতা এবং অর্থের প্রয়োজন ছিল, তার ব্যবস্থা পূর্ববর্তী সম্রাট তার পিতা করে রেখে যান। অনুরূপভাবে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদও তার পিতা আবদুল মালিকের রেখে যাওয়া স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে বিশাল এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খলিফা প্রথম ওয়ালিদ দশ বছরের রাজত্বকালে মুসলিম সাম্রাজ্য পশ্চিমে স্পেন হতে পূর্বে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে মধ্য এশিয়ার ফারগানা হতে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এই বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল তা তার পিতা আবদুল মালিক উমাইয়া সাম্রাজ্যে রেখে পিয়েছিলেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সুলতান ছিতীয় মুরাদের পিতার ন্যায় উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকও রাজ্য বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা ও অর্থের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন।

৫ হ্যা, উদ্দীপকের ছিতীয় মুরাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সেনাপতিতের অবদানের মতোই খলিফা ওয়ালিদও সুযোগ্য সেনাপতিদের সহায়তা পেয়েছিলেন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, উসমানীয় সাম্রাজ্য প্রসারের ক্ষেত্রে ছিতীয় মুরাদ বেশ কিছু বৃণনিপুণ সেনাপতির কর্মকর্তাকে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঠিক একইভাবে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদও বিশাল উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ছিতীয় মুরাদের মতোই সুযোগ্য সেনাপতিদের সহায়তা পেয়েছিলেন। তিনি হাজার্জ, কোতায়ৰা, ইবনে কাসিম, তারিক ও মুসার মতো বিখ্যাত বৃণনিপুণ সেনাপতিদের সাহায্য লাভ করেছিলেন এবং তাদের অসাধারণ শৌর্য- বীর্য এবং অক্রান্ত চেষ্টার ফলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বহু স্থানে আরব অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসক হাজার্জ বিন ইউসুফ ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে কৃতায়ৰ্বা বিন মুসলিমকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলে মধ্য এশিয়ায় মুসলিম রাজ্য বিস্তারের নতুন ক্ষেত্র উৎপোচিত হয়। তিনি একে একে তুর্কিস্থান ও ফারগানা এবং বুখারা দখল করেন। ৭১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাশগড় জয় করে সমগ্র মধ্য এশিয়ায় উমাইয়াদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া আল ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসক হাজার্জ এর নির্দেশে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তা বিজয় করেন। তাছাড়া তার সুযোগ্য শাসক মুসা বিন নুসায়ের উত্তর আফ্রিকা থেকে রোমানদের তাড়িয়ে সেখানে মুসলিম শাসন দৃঢ় করেন। আল ওয়ালিদের রাজত্বকালে তারিক বিন জিয়াদ নামে একজন সেনানায়ক মাত্র ১২০০০ সৈন্য নিয়ে ৭১১ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের রাজা ব্রডারিককে পরাজিত করে স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়, আল ওয়ালিদের রাজ্য সম্প্রসারণে তার সেনাপতিদের অবদান ছিল অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ৬ ভারতবর্ষে একজন শাসক ছিলেন যিনি নিরপেক্ষ, ন্যায়বিচারক, ধর্মপ্রাণ ও প্রজাবৎসল। এই ত্যাগী শাসক সামান্য বেতন প্রাপ্ত করে অনাত্মক জীবন ধাপন করতেন, দুর্নীতিবাজ শাসকদের অপসারণ করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু স্বারাব প্রতি সুবিচার প্রদর্শন করেন। যুদ্ধে নয় প্রজা কল্যাণই ছিল তার উদ্দেশ্য। তার উদার শাসন তার বংশের পতন থেকে আনে বলে কেউ কেই মনে করেন।

/আইতিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, চাকা/

ক. উকবা-বিন-নাফি কে ছিলেন?

খ. দিওয়ানুল বারিদ কী?— ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শাসকের কর্মকাণ্ডের সাথে উমাইয়া যুগের

কোন শাসকের কর্মকাণ্ডের সামুদ্র্য রয়েছে?— ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উকবা বিন-নাফি কে বর্ণনা করেন কতটুকু

দায়ী ছিল বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উকবা বিন নাফি-ছিলেন উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার বিশ্বস্ত সেনাপতি, যিনি উকবা আফ্রিকা বিজয় করেন।

খ ‘দিওয়ানুল বারিদ’ এর শান্তিক অর্থ ডাক বিভাগ। খলিফা মুয়াবিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ডাক বিভাগই ‘দিওয়ানুল বারিদ’ হিসেবে পরিচিত।

দিওয়ানুল বারিদ রাষ্ট্রে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য কাজ করত। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য মুয়াবিয়া প্রতি ১২ মাহে অন্তর একটি করে ডাকঘর স্থাপন করেন। ঘোড়া ও উটের সাহায্যে এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাকঘরে সংবাদ আদান-প্রদান করা হতো। এ বিভাগকে বলা হতো ‘দিওয়ানুল বারিদ’ এবং এর প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হতো ‘সাহিব-উল-বারিদ’।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে উমাইয়া বংশের একমাত্র ধার্মিক শাসক ওমর বিন আব্দুল আজিজের মিল পাওয়া যায়।

খলিফতে অধিষ্ঠিত হয়ে ওমর বিন আব্দুল আজিজ খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ অনুসরণ করেন। তিনি উমাইয়াদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি, স্বার্থপরতা প্রভৃতি পরিহার করে জনকল্যাণমূলক নীতি গ্রহণ করেন। ইসলামি রাষ্ট্রের শাসক হিসেবে তিনি রাষ্ট্রের সর্বত্র ইসলামের নীতিমালা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন। তার এ আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে উদ্দীপকের শাসকের কর্মকাণ্ডে।

উদ্দীপকের শাসক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেন। জনকল্যাণ সাধনই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের মধ্যে। তিনি উমাইয়া বংশীয় পূর্ববর্তী এবং তার পরবর্তী শাসকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিলেন। ধার্মিক, দয়ালু, সুবিচারক হিসেবে সাম্রাজ্যের সর্বত্র শাস্তি প্রতিষ্ঠাই তার মূল উদ্দেশ্য ছিল। তাই মুসলমান-অমুসলমান স্বারাব প্রতি তিনি উদারনীতি গ্রহণ করেন। মাওয়ালি, খারেজি সম্প্রদায়কে তিনি জিজিয়া, খারাজ প্রভৃতি করভার থেকে মুক্ত করেন। তিনি দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়নির্ণয় শাসন প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে তিনি ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে খারাজ ও জিজিয়া কর থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে। সুতরাং দেখা যায়, ধার্মিকতা ও জনকল্যাণকামিতার দিক দিয়ে উদ্দীপকের শাসক ও খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের কর্মকাণ্ড ও আদর্শ একইস্পৃষ্টে গীণ।

ঘ সূজনশীল ৩ এর ‘ঘ’ প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৭ ‘X’ নামক একজন শাসক হিসেবে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। অত্যন্ত সুচতুরও ছিলেন। নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য গণতান্ত্রিক নিয়ম নীতির তোয়াক্তা না করে পূর্ববর্তী শাসকদের আদর্শিক নীতি বর্জন করে নিজের নিয়মে রাজ্য পরিচালনা করেন। এমনকি তিনি রাজক্ষমতাকে আকড়ে ধরার জন্য তার অযোগ্য ও অকর্মণ্য পুতু ‘Y’ কে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। ‘Y’ এর দৃঢ়শাসন ও অধার্মিক কার্যকলাপের জন্য রাজ্যে চরম সংকট দেখা দেয়। যার পরিণতিতে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

/আইতিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, চাকা/

ক. জিজিয়া কী?

খ. সুলায়মানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে ‘X’ নামক শাসকের কর্মকাণ্ড উমাইয়া যুগের কোন খলিফাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘Y’ কে উত্তরাধিকার নির্বাচনের ফলে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল ইতিহাসে তার কী প্রভাব পড়েছিল বলে তুমি মনে কর?— উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

১

২

৩

৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুসলিম রাষ্ট্রে অমসলিম নাগরিকদের কাছ থেকে আদায়কৃত নিরাপত্তা করই হলো জিজিয়া।

খ. সূজনশীল ৪ এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্বীপকে 'X' নামক খলিফার কর্মকাণ্ড উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া কে নির্দেশ করে।

আমির মুয়াবিয়া ছিলেন পরিবর্তনশীল যুগের খলিফা। তিনি ইসলামের প্রাথমিক খিলাফতের প্রচলিত পদ্ধতিতে কঠগুলো মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন। পূর্ববর্তী খুলাফায়ে রাশেদিনের কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক নীতিগুলোর পরিবর্তন করে তিনি রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। এছাড়া তিনি পূর্বের উত্তরাধিকারী প্রথা তুলে দিয়ে উমাইয়া রাজবংশকে সুসংহত করার জন্য অযোগ্য ও অকর্মণ্য পুত্র ইয়াজিদকে ক্ষমতায় বসান। উদ্বীপকে বর্ণিত 'X' এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়।

উদ্বীপকে দেখা যায় যে, 'X' নামক একজন খলিফা পূর্ববর্তী শাসকদের আদর্শিক নীতি বিসর্জন দিয়ে নিজস্ব নিয়মে রাজ্য পরিচালনা করেন। এমনকি রাজ ক্ষমতা আঁকড়ে ধাকার জন্য তিনি অকর্মণ্য ও অযোগ্য পুত্র 'Y' কে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। হ্যারত মুয়াবিয়া (রা) ও পূর্ববর্তী খলিফা হ্যারত আবু বকর (রা), হ্যারত ওমর (রা), হ্যারত ওসমান (রা) ও হ্যারত আলী (রা) দের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে নিজস্ব নিয়মে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বদলে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কার্যেম করেন। তিনি মজলিস-উস-শুরা বাতিল করেন। এমনকি খলিফা নির্বাচনের প্রথা বাতিল করে মনোনয়ন প্রথা চালু করে। যার ভিত্তিতে ৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে স্বীয় অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। তাই বলা যায়, উদ্বীপকের 'X' এর সাথে আমির মুয়াবিয়া-এর সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. 'Y' তথা ইয়াজিদকে উত্তরাধিকার নির্বাচনের ফলে কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনার সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীতে বিভিন্ন দলে সংঘাত সৃষ্টিতে প্রভাব ফেলে।

বিয়োগান্তক কারবালার হত্যাকাণ্ডের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এ হত্যাকাণ্ডের ফলে মুসলিম ঐক্য ও সংহতি চিরতরে বিনষ্ট হয়। এ অনৈক্য পরবর্তীতে বহু ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের জন্ম দেয়। এই কারবালার হত্যাকাণ্ডের ফলেই উমাইয়া-হাশেমিদের বিরোধ তৈরি আকার ধারণ করে। এ ঘটনার ফলেই শিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় এবং শিয়া-সুন্নি বিরোধের সূত্রপাত হয়।

উদ্বীপকে লক্ষ করা যায় যে, 'X' নামক একজন শাসক তার অযোগ্য ও অকর্মণ্য পুত্র 'Y' কে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। ফলে কারবালার হত্যাকাণ্ডের মতো বিষাদময় ঘটনা ঘটে। আর এ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড পরবর্তীতে বিভিন্ন দলে ও সংঘাতের জন্ম দেয়। কারবালার এ হত্যাকাণ্ড ইসলামি জগতের সর্বত্র জাসের শিহরণ জাগিয়ে তোলে। এ ঘটনার ফলে হাশেমি ও উমাইয়া বিরোধ তৃজ্ঞে ঘটে। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে শিয়ারা উমাইয়া বিরোধী মতবাদ গঠন করে। কারবালার হত্যাকাণ্ডের ফলে শিয়া-সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে মতান্বেক্য সৃষ্টি হয়। এ হত্যাকাণ্ড ইসলামি অপ্রতিরোধ্য একে ফাটল ধরায়। জাতীয় জীবনেও এটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং ভ্রাতৃঘাতী দলে দানা বাধতে থাকে। এ ঘটনার ফলেই ইয়াজিদ ও মদিনাবাসীর মধ্যে হারবার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে ইয়াজিদ মদিনাবাসীকে পরাজিত করেন। এছাড়া তিনি মজ্বা শহর অবরোধ করে কাবাঘর ও অন্যান্য স্থাপনার বিশেষ কর্তিসাধন করেন। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 'Y' কে উত্তরাধিকার নির্বাচনের ফলে কারবালার হত্যাকাণ্ড ঘটে। এর ফলে পরবর্তীতে বিভিন্ন দলে সংঘাতের সৃষ্টি হয় এবং মুসলিম ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। এর ফলে ইসলামের ঐক্য ও সংহতি চিরতরে ধ্রংস হয়।

গ্ৰন্থ ▶ ৮ সম্বাট অশোক একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি ভারতের কুন্দু রাজ্যগুলোকে জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করে। তার সৌভাগ্য যে বেশ কিছু রূপনিপুণ সেনাপতির কর্ম তিনি কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বিশাল ভারতকে একত্রিত করে এক

শক্তিশালী শাসক হন। এ কারণে আজও ভারতীয়গণ তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।

/বি এ এফ শাহিন কলেজ চট্টগ্রাম/

ক. জাবালুত তারিক কী?

খ. Dome of the Rock কেন নির্মাণ করা হয়?

গ. উদ্বীপকে কোন উমাইয়া খলিফাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্বীপকের সম্মাট অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তারে সেনাপতির অবদানের মতোই উমাইয়া খলিফাও সুযোগ্য সেনাপতির সহায়তা পেয়েছিলেন? তোমার উত্তরের সম্পর্কে মুক্তি দাও।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. স্পেন বিজয়ের প্রাক্কালে মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ ভূ-মধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে স্পেনের যে পাহাড়ের পাদদেশে পৌছেছিলেন সেটির নামকরণ তার নামানুসারে জাবালুত তারিক করা হয়।

ক. হজযাতীদের মকাব গমন থেকে বিরত রাখা এবং জেরুজালেমের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যই 'Dome of the Rock' নির্মাণ করা হয়। আবুলাহ ইবনে জুবায়ের মজ্বা ও মদিনায় আধিপত্য বিস্তার করে নিজেকে খলিফা হিসেবে ঘোষণা করে। তার বিদ্রোহ দমন, জেরুজালেমের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা এবং মজ্বা-মদিনার জনগণকে হতাশ করার জন্য উমাইয়া খলিফা আবুল মালিক ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমে 'Dome of the Rock' নির্মাণ করেন। মহানবি (স) যে পাথরের ওপর পদচিহ্ন রেখে মিরাজ গমন করেন সে পাথরকে কেন্দ্র করে 'Dome of the Rock' নির্মাণ করা হয়।

গ. উদ্বীপকে বর্ণিত সম্মাট অশোকের সাথে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের রাজ্য বিস্তারের মিল রয়েছে।

খলিফা আলিকের মৃত্যুর পর ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে আল ওয়ালিদ পিতার মনোনয়ন অনুসারে দামেস্কুর সিংহসনে আরোহণ করেন। একজন পরাক্রমশালী সুদৃঢ় শাসক হিসেবে তিনি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি তার রাজত্ব কালে কয়েকজন সুযোগ্য সেনানায়কের সহযোগিতায় বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তার করে। উদ্বীপকেও এ বিষয়ের প্রতিক্রিয়া ঘটেছে।

উদ্বীপকে বলা হয়েছে সম্মাট অশোক ভারতের কুন্দু কুন্দু রাজ্যগুলো জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেন। এ কাজে তিনি বেশ কিছু রূপনিপুণ সেনাপতির সহায়তা পেয়েছিলেন। ঠিক একইভাবে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদও হিসেবে উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ বিজেতা। এতিহাসিক হিটি বলেন, খলিফা ওমর ওমর ও ওসমানের আমলে সিরিয়া, ইরাক, পারস্য এবং মিসর বিজয়ের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। এখন আবুল মালিক এবং আল ওয়ালিদের অধীনে আবার মুসলিম সাম্রাজ্য পশ্চিমে স্পেন হতে পূর্বে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে মধ্য এশিয়ার ফরগানা হতে দক্ষিণে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। উদ্বীপকেও সম্মাট অশোকের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি লক্ষণীয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্বীপকের খলিফা আল ওয়ালিদকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ. সূজনশীল ৫ এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

গ্ৰন্থ ▶ ৯ আরিফা ও জোহরা উমাইয়া খিলাফতের এক বাসিন্দা নিয়ে কথা বলছিল। আরিফা জোহরাকে জানায় উমাইয়া খিলাফতের এক প্রখ্যাত খলিফার উর্বেখ্যোগ্য সংস্কার হলো সরকারি অফিসে আরবি ভাষার প্রবর্তন। আরবি বণ্ণলিপির উন্নতি সাধন ও আরবি মুদ্রার প্রচলন। জোহরা আরিফার সাথে একমত পোষণ করে এবং বলে উক্ত সংস্কার ছাড়াও খলিফার আরো সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড রয়েছে।

/বি এ এফ শাহিন কলেজ চট্টগ্রাম/

ক. জিম্বি কারা?

খ. কারবালার হত্যাকাণ্ডকে বিষাদময় ঘটনা বলা হয় কেন?

গ. উদ্বীপকে আরিফা কোন খলিফার কথা বলেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্বীপকে উর্বেখ্য জোহরা মতামতটির যথার্থতা নিরূপণ করো।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মুসলিম রাষ্ট্রে নিরাপত্তা প্রাপ্ত অমুসলিম নাগরিকদের জিম্মি বলা হয়।

খ. সৃজনশীল ও এর 'ধ' প্রশ্নেতর দেখো।

গ. উদ্দীপকের আরিফা উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের কথা বলেছে। আব্দুল মালিক ক্ষমতা লাভ করার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হলে সেগুলো মোকাবিলা করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি আরবি লিপির উৎকর্ষ সাধন, মুদ্রার প্রচলন ও ডাক বিভাগের সংস্কার সাধন করেন।

খলিফা আব্দুল মালিক আরব জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই সাম্রাজ্যের সর্বত্র আরবি ভাষার প্রচলন করেন। ফলে আব্দুল মালিক ভাষাগুলোর পরিবর্তে অফিস-আদালতের দলিল-পত্রাদি আরবি ভাষায় রচিত হবার নিয়ম চালু হয়। এ ব্যবস্থার ফলে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অন্যান্য অভিভাবক কর্মচারী হন এবং তাদের স্থলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে মুসলমানগণ নিয়োজিত হন। ফলে আরবীয়দের মৌলিক প্রতিভা বিকাশের পথ এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের পথ সুগম হয়। খলিফা আব্দুল মালিক আরবি মুদ্রার প্রচলন করেন। এ জন্য তিনি টাকশাল প্রবর্তন করেন এবং দিনার-দিরহাম ও ফালুস নামের মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি ডাক বিভাগের ব্যাপক সংস্কার করেন। তিনি সাম্রাজ্যের বড় রাষ্ট্রের পাশে ডাকটোকি নির্মাণ করেন। এ জন্য ডাক বিভাগকে খলিফার কান ও চোর্খ বলা হতো। এগুলো ছাড়া খলিফা আব্দুল মালিক শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারতেন না। তার শাসননীতিতে রেজিস্ট্রি বিভাগ ও বিচার বিভাগেরও ব্যাপক সংস্কার করেছিলেন। অতএব উদ্দীপকের আরিফা উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের কথা বলেছে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জোহরার মতামতটি যথার্থ কেননা আব্দুল মালিক উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্কার ছাড়াও অন্যান্য সংস্কার করেছেন।

আব্দুল মালিকের শাসন সংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাষ্ট্রকে আরবীয়করণ। বিজাতীয় প্রভাব থেকে সাম্রাজ্যকে মুক্ত করা এবং সাম্রাজ্যে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করার জন্য তিনি আরবিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করেন। তৎকালীন প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে পর্যায়ক্রমে আদ-দিনার, আন-নিসকু, আস-সুলস দিরহাম এবং ফালুস বা তাছ মুদ্রার প্রবর্তন করেন। এসব মুদ্রায় কালিমা, তাসমিয়া, কুরআনের আয়াত ও মুদ্রাজকনের তারিখ উৎকীর্ণ করার নির্দেশ দেন। এছাড়া জাতীয় টাকশালে বিশেষ পদ্ধতিসহ ত্রুটিমুক্ত মুদ্রাজকন ব্যবস্থা চালু হওয়ার মুদ্রা জাল করার প্রবণতা অনেকাংশে ত্রাস পায়।

খলিফা আব্দুল মালিক বহু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন। তার মুদ্রা সংস্কারের ফলে ইসলামি সাম্রাজ্যে পূর্ণ সার্বভৌমত অর্জিত হয়। এছাড়া তিনি আরবি বর্ণমালার লিখন, পঠন ও উচ্চারণ পদ্ধতির উন্নতি বিধান করেন। ফলে আরবি ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করে। ডাক ও গোয়েন্দা বিভাগের উন্নতিকালে তিনি যোগাযোগকারী সড়কের স্থানে স্থানে বদলি ঘোড়ার ব্যবস্থা করেন। কৃধিব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য তিনি ধর্মস্তুরিত মুসলিমদের শহর থেকে প্রামে ফিরতে বাধ্য করেন এবং রাজ্যের আয় বাড়াতে তাদের ওপর খাজনা ও জিজিয়া কর পুঁপ্রবর্তন করেন। এভাবে আব্দুল মালিক তার শাসনব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, আব্দুল মালিক উল্লিখিত উদ্দীপকের সংস্কার ছাড়াও বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের উন্নয়ন বিধান করেন। ফলে জোহরার মতামতটি যথার্থ প্রমাণিত হয়।

প্রশ্ন ১০ ভাষার জন্য বাণিজি জীবন দিয়েছিল। সেই বিষয়টি মাথায় রেখে বাংলাদেশ সরকার বাংলা ভাষাকে সরকারি অফিস-আদালতের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা দেয়। তাছাড়া বাংলা ভাষার উন্নয়নের জন্য একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে। বিভিন্ন পক্ষেদের সহায়তা নিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান বাংলা ভাষার মানবিক সমস্যা দূর করায় ভাষার উচ্চারণ ও ব্যাকরণ বীতিতে এক নতুন মাত্রা ঘোগ হয়।

ক. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী?

খ. আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলা ভাষার দাপ্তরিক ব্যবহার আব্দুল

মালিকের কোন কার্যক্রমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তার ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধিতে আব্দুল মালিকের অবদান উদ্দীপকের

আলোকে মূল্যায়ন কর।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম হ্যরত মুয়াবিয়া (রা)।

খ. সৃজনশীল ২ এর 'ধ' প্রশ্নেতর দেখো।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলা ভাষার দাপ্তরিক ব্যবহার আব্দুল মালিকের রাষ্ট্রীয় কাজে আরবি ভাষা প্রচলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

খলিফা আব্দুল মালিক রাষ্ট্রকে জাতীয়করণ এবং সুস্থ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পূর্ব থেকে চালুকৃত ফারাসি, সিরীয় ও গ্রিকসহ প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার উচ্ছেদ সাধন করে আরবিকে রাষ্ট্র ভাষায় মর্যাদাদান করেন। এর বাস্তবায়ন ও সর্বত্র আরবিক প্রচলন সহজসাধ্য ছিল না। কেননা আরবি ছিল বেদুইনদের ভাষা, তা সঙ্গেও, আরবি ভাষায় উৎকর্ষ সুকৃতিন কাজটি তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করেন। উদ্দীপকেও এ ঘটনার দৃশ্যপট অভিক্ষেপ হয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশ সরকার বাংলা ভাষাকে অফিস-আদালতের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা দেয়। তাছাড়া বাংলা ভাষার উন্নয়নের জন্য একাডেমি প্রতিষ্ঠা করে। অনুরূপভাবে আব্দুল মালিকও সালিহ বিন আব্দুর রহমান নামে জনৈক পারসিক মুসলমানের প্রামাণ্যে সরকারি কাজে আরবি ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। ফলে সিরিয়া ও ইরাকের প্রদেশসমূহে আরবি ভাষায় সরকারি কার্য ও হিসাবপত্র লিপিবদ্ধ রাখার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। পরে মিশর ও পারস্যেও আরবি ভাষা সরকারি ভাষার মর্যাদা লাভ করে। এ ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যে অন্যান্য অভিযন্তার মুসলমানগণ কর্মচারী হলে তাদের স্থলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে আরব মুসলমানগণের নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এতে আরব মুসলমানগণের প্রশাসনিক প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম হয়। পি.কে. হিটি বলেন, "এই যুগেই প্রশাসনের জাতীয়করণ বা আরও স্পষ্ট করে বলে আরবীয়করণ হয়।" তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত বাংলা ভাষায় দাপ্তরিক ব্যবহারের সাথে আব্দুল মালিকের আরবি ভাষায় জাতীয়করণের সাথে মিল রয়েছে।

ঘ. আরবি ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধিতে আব্দুল মালিক অসামান্য অবদান রাখেন।

আব্দুল মালিকের খেলাফতারোহণের পূর্বে ইরাক ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশে ফারসি বা পাহলভি ভাষায় সিরিয়া, ট্রাঙ্গুর্দান ও অন্যান্য, উক্ত পশ্চিমাঞ্চলে গ্রিক ও সিরিয়া এবং মিশর ও উক্ত আফ্রিকার অন্যান্য এলাকাতে কোরতি ভাষায় প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। খলিফা বিজাতীয় প্রভাব হতে সাম্রাজ্যকে মুক্ত করা এবং বিজাতীয় প্রভাব হতে সাম্রাজ্যকে মুক্ত করা এবং আরবি ভাষার মর্যাদা উর্ধ্বে তুলে ধরার মানসে আরবিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়ের প্রতিষ্ঠাতা করা হয়েছে।

উদ্দীপকে বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধির স্থার্থে সরকারি অফিস আদালতের দাপ্তরিক ভাষার মর্যাদা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকও আরবি ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাষ্ট্রে চালুকৃত বিভিন্ন ভাষার পরিবর্তে আরবি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদান করেন। ফলে আব্দুল মালিক ভাষাসমূহের পরিবর্তে অফিস-আদালতের দলিলপত্রাদি আরবি ভাষায় রচিত হওয়ার নিয়ম চালু হয়। সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত হওয়ার শাসনকার্যে যে সমস্যা দেখা দিত তার বিলুপ্ত ঘটে। বিশুল্ব আরব শাসন প্রচলিত হওয়ায় আরবি ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এ ব্যবস্থার ফলে সমগ্র অন্যান্য মুসলিমরা চাকরিচ্যুত হলেন এবং তদন্তে আরব মুসলমানগণ নিয়ন্ত্র হলেন। সর্বোপরি আরবি ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করার ফলে গোটা সাম্রাজ্যে এটি প্রচলিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, খলিফা আব্দুল মালিক আরবি ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রে সকল পর্যায়ে আরবি ভাষা প্রচলনের মাধ্যমে অসামান্য অবদান রাখেন।

প্রশ্ন ▶ ১১ বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানি মুদ্রা প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টাকশাল স্থাপন করে বাংলাদেশি জাতীয় মুদ্রা প্রচলন করেন। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং দেশ এগিয়ে যায়।

/বৈরাঙ্গেষ্ঠ দূর মোহাম্মদ পারসিক কলেজ, ঢাকা/

- ক. আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের কোন যুন্নতি নিহত হয়? ১
খ. ময়ুর বাহিনী বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্বীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন উমাইয়া শাসকের মিল রয়েছে? লিখ। ৩
ঘ. উক্ত শাসক আর কোন কোন ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলেন? ব্যাখ্যা করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের উদ্বীপের যুন্নতি নিহত হন।

খ ময়ুর বাহিনী হলো হাজার বিন ইউসুফ পরিচালিত একটি সুসজ্ঞিত সৈন্যদল।

সিজিস্থানের রাজা জানবিল কাবুল থেকে কান্দাহার পর্যন্ত স্বাধীনভাবে শাসন করতেন। জানবিলকে পরামুক্ত করার জন্য হাজার বিন ইউসুফ ময়ুর বাহিনী নামক সুসজ্ঞিত সৈন্যদল প্রেরণ করেন, এই বাহিনী কর্তৃক জানবিল পরামুক্ত হন এবং ময়ুর বাহিনী জয়ী হয়।

গ উদ্বীপকে বর্ণিত মুদ্রা সংস্কার আমার খলিফা আব্দুল মালিকের মুদ্রা পাঠ্যবইয়ের সংস্কারের অনুরূপ।

মুদ্রা হলো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। আব্দুল মালিকের পূর্বে আরবদের কেনো নিজস্ব মুদ্রা ছিল না। ফলে সাম্রাজ্যের অধিনেতৃক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে খলিফা আব্দুল মালিক সর্বপ্রথম মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন।

উদ্বীপকে বর্ণিত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পূর্ববর্তী মুদ্রা ব্যবস্থা বাতিল করেন। স্বাধীন দেশ হিসেবে টাকশাল স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশি জাতীয় মুদ্রা প্রচলন করেন। যার ফলশ্রুতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে দেশ এগিয়ে যায়। খলিফা আব্দুল মালিকের সংস্কারের ক্ষেত্রেও এমনটি দৃষ্টিপাচ হয়। তার সময়ে সাম্রাজ্যে তিনি ধরনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। যেমন- বাইজান্টাইনে Dinarius, পারস্যে Darkmah এবং দক্ষিণ ইয়েমেনে Athene নামক মুদ্রা চালু ছিল। এতে সাম্রাজ্যের অধিনেতৃক কর্মকাণ্ড গতিশীল ছিল না। মুদ্রা বিনিয়নের সমস্যার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে অসুবিধা দেখা দিত। এছাড়া মুদ্রার ছাপ ও মূল্য নির্ণয় একেবারে অনির্ধারিত থাকায় বাজারে অন্যায়ে জাল মুদ্রা প্রচলিত হতো। এসব কারণে খলিফা আব্দুল মালিক সর্বপ্রথম খাতি আরবি মুদ্রা প্রচলনের জন্য ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে জাতীয় টাকশাল গঠন করেন। তিনি দিনার, দিরহাম ও ফালুস নামের পূর্ণ, রোপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। মুদ্রাগুলোকে জাতীয়করণ ও আরবীয়করণের জন্য মুদ্রায় ত্রসের পরিবর্তে আরবি বর্ণমালা লেখা হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্বীপকের মুদ্রা সংস্কার খলিফা আব্দুল মালিকের মুদ্রা সংস্কারের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ঘ উদ্বীপকে বর্ণিত বিষয়টি ছাড়াও খলিফা আব্দুল মালিক আরবি ভাষাকে জাতীয়করণ, রাজন্ব, ডাক ও বিচার বিভাগের সংস্কার সাধনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলেন।

খলিফা আব্দুল মালিকের মুদ্রা সংস্কার ছাড়াও জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি পদক্ষেপ ছিল সরকারি অফিসে আরবি ভাষার প্রচলন। আরবি লিপিরও উন্নতি সাধন করেন। এছাড়াও রাজন্ব বিভাগের সংস্কার, ডাক বিভাগের উন্নতি এবং বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। উদ্বীপকের বর্ণিত বিষয়টি ছাড়াও তিনি এই সমস্ত ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলেন।

উদ্বীপকে উল্লিখিত মুদ্রা ব্যবস্থায় প্রচলিত মুদ্রার জায়গায় নতুন মুদ্রার প্রচলন করেন। অনুরূপভাবে খলিফা আব্দুল মালিক সমগ্র সাম্রাজ্যে নতুন মুদ্রা প্রচলন এবং আরবি ভাষাকে রাষ্ট্রীয়করণ করেন। তিনি রাস্তাকে জাতীয়করণ এবং সুরু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পূর্ব থেকে চালুকৃত ফারসি, সিরীয়, গ্রিকসহ বিভিন্ন ভাষার উচ্চেদ সাধন করেন। আরবিকে

রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদাদানের মাধ্যমে ভাষার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলেন। এক্ষেত্রে সমস্ত প্রদেশে সরকারি কাজে আরবি ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তিনি রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে রাজ্যে বিরাজমান অধিনেতৃক স্থাবিতৃতা কাটানোর জন্য কিছু নীতি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে মাওয়ালিদের জিজিয়া দেয়া, জমি ক্রয়ে করে দেয়ার নীতি প্রবর্তন করেন। ডাক বিভাগের ক্ষেত্রেও তিনি পারসিক নীতি গ্রহণ করেন। তিনি সাম্রাজ্যের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়ও ভূমিকা রাখেন। যা তার জাতীয়তাবাদী নীতিরই প্রতিফলন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, খলিফা আব্দুল মালিকের মুদ্রা সংস্কার ছাড়াও আরবি ভাষা প্রচলন, রাজন্ব, ডাক ও বিচার বিভাগের সংস্কারের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ১২ ১৩৩৮ সালে ফখরুল্লিহ মোবারক শাহ সোনারগাঁও এর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বাংলার একটি অংশ তখনও তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। পরবর্তীতে হাজী ইলিয়াস বাংলা ভাষাভাষী সকল অঞ্চলকে একত্রিত করে ঐক্যবন্ধ বাংলা গঠন করেন। বাংলাকে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাক্তমণ থেকে রক্ষা করেন। সুরু প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন, নিজ নামে খুতবা পাঠ ও নিজস্ব মুদ্রা চালু করে তিনি বাংলাকে সুসংহত করেন। ফলে ২০০ বছর বাংলা দিনির অধীনতামুক্ত ছিল।

/আজিমুর গজ-গোসস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/

- ক. উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে প্রের্ণ বিজেতা কে ছিলেন? ১
খ. মুয়াবিয়াকে প্রথম রাজা বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্বীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন উমাইয়া খলিফার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত খলিফা কেবল একজন দক্ষ শাসকই ছিলেন না স্থাপত্য শিরের পৃষ্ঠাপোষক হিসাবেও তার খ্যাতি ছিল- পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে প্রের্ণ বিজেতা ছিলেন আল ওয়ালিদ।

খ মুয়াবিয়া উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে বংশানুকরণিক রাজত্বের প্রচলন করেন, তাই তাকে আরবদের প্রথম রাজা বলা হয়।

উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা উচ্চাভিলাষী মুয়াবিয়া খিলাফত লাভের সাথে সাথেই সাধারণত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে বংশানুকরণিক রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। মুয়াবিয়া হ্যারত ইমাম হাসান (রা)-এর সাথে স্বাক্ষরিত সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে ৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে বসরার শাসনকর্তা মুগিরার প্ররোচনায় তার জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে বংশানুকরণিক রাজত্বের পথ সুগম করেন। এজন্য মুয়াবিয়াকে আরবদের প্রথম রাজা বলা হয়।

ঘ উদ্বীপকে উল্লিখিত হাজী ইলিয়াসের কার্যাবলির সাথে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের কার্যাবলির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ইসলামের ইতিহাসে রাজেন্দ্র নামে পরিচিত খলিফা আব্দুল মালিক সিংহাসনে আরোহন করেই সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। সরকারি অফিসে আরবি ভাষার প্রচলন, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, বহিঃশত্রুর মোকাবিলার পাশাপাশি নিজ সাম্রাজ্যে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিতে নানা সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেমনটি উদ্বীপকের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

উদ্বীপকের হাজী ইলিয়াস শাহ বাংলা ভাষাভাষী সকল অঞ্চলকে এক এক করে ঐক্যবন্ধ বাংলা গঠন করেন। সুরু প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন, নিজ নামে খুতবা পাঠ ও নিজস্ব মুদ্রা চালু করে তিনি বাংলাকে সুসংহত করেন। অনুরূপভাবে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক আরব জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে আঞ্চলিক ভাষাসমূহের পরিবর্তে সমগ্র দেশে অফিস আদালতে দলিলপত্রাদি আরবি ভাষায় রচিত করার ঘোষণার মাধ্যমে আরবি ভাষার প্রবর্তন করেন। তাছাড়াও আরবি বর্ণমালার উন্নতি সাধন, আরবি মুদ্রার প্রচলন, টাকশাল নির্মাণ করে শাসন ব্যবস্থাকে সুসংহত করেন। তার শাসননীতি ও সংস্কারমূলক কার্যাবলি সাম্রাজ্যকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে দেয়। তাই বলা যায়, উদ্বীপকে আব্দুল মালিকের কর্মকাণ্ডেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উত্তরাধিকারী অর্থাৎ আব্দুল মালিক কেবল একজন দক্ষ শাসকই ছিলেন না স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও তার বেশ খ্যাতি ছিল-উক্তিটি যথার্থ।

মুয়াবিয়া উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করলেও তার দুর্বল উত্তরাধিকারীদের শাসনামলের শিশু উমাইয়া খিলাফত নানা দিক থেকে সংকটের আবর্তে নিপত্তি হয়েছিল। আব্দুল মালিক তার অসামান্য নৈপুণ্য ছারা এ সাম্রাজ্যের সংহতি বিধান করেন, সুন্দর ভিত্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন ও এর সীমানা সম্প্রসারণ করেন। শুধু শাসন ক্ষেত্রে নয় স্থাপত্য শিল্পেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছিলেন।

উমাইয়া খিলাফাদের মধ্যে আব্দুল মালিক ছিলেন বিদ্যান ও মার্জিত বৃচ্ছসম্মত। তিনি স্থাপত্য শিল্পের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। দজলা নদীর পশ্চিম তীরে সামরিক শহর 'ওয়াসিত' ও আল আকসা মসজিদ তার স্থাপত্য প্রতির উজ্জ্বল নির্দর্শন। তবে স্থাপত্য শিল্পে তার সবচেয়ে বড় কীর্তি হচ্ছে 'কুরআত আল সাখাৰ' বা Dome of the Rock নামক একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ। প্রতিষ্ঠানী খিলাফা আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরের শাসনাধীন মকাব কাবা গৃহের প্রতিষ্ঠানী হিসেবে আব্দুল মালিক ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে জেবুজালেমে মহানবি (স)-এর মিরাজের স্মৃতি বিজড়িত পৰিত্ব পাথরের ওপর অষ্টাকোণাকৃতির এ স্থাপত্য কীর্তি নির্মাণ করে তাঁর অনুসারীদের মকাব পরিবর্তে এখানে হজ করার নির্দেশ দেন।

সার্বিক আলোচনার প্রক্রিতে প্রতীয়মান হয় যে, স্থাপত্য ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে উমাইয়া খিলাফা আব্দুল মালিক শুধু একজন সুশাসক হিসেবে নয়, একজন সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব হিসেবেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশ্ন ▶ ১৩ সমির সাহেবের একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম হলেও দেশ শাসন করতে গিয়ে তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ত্যাগ করে বংশানুকরিক রাজতন্ত্রের উভব করেন। তিনি তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তার উত্তরাধিকারী মনোনিত করে জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করেন এতে তিনি ধর্মের সাধারণতান্ত্রিক আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করেন।

/আজিমপুর গজ- গামস স্কুল এত কলেজ, ঢাকা/

ক. আল ওয়ালিদ কাকে দামেস্কের পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন? ১

খ. অবরুদ্ধ কারবালায় ইমাম হোসেনের পরিপতি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সমির সাহেবের সাথে মিল রয়েছে এমন একজন শাসকের খিলাফত লাভের উপায় পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সমির সাহেবের মতো এক বাস্তিই পাঠ্যবইতে মুসলিম জগতের অধিপতি হতে চেয়েছিলেন— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক আল ওয়ালিদ দামেস্কের পূর্বাঞ্চলের শাসনকর্তা হিসেবে হাজাজ বিন ইউসুফকে নিযুক্ত করেন।

খ অবরুদ্ধ কারবালায় ইমাম হোসেন অত্যন্ত করুণ পরিপতি বরণ করেন।

৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ মহররম ইমাম হোসেনের সাথে ইয়াজিদ বাহিনীর যুদ্ধ বাধে। এটি ছিল একটি অসম যুদ্ধ। কেননা হোসেনের বাহিনীতে যুদ্ধক্ষম ব্যক্তি ছিল মাত্র ৭২ জন। অপরপক্ষে ইয়াজিদের বাহিনীতে ছিল পাঁচ হাজারেরও বেশি। যুদ্ধে হোসেনের ভাতুল্পুর্জ কাশিম ও শিশুপুর আসগর শহিদ হলে ইমাম হোসেন যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। তার প্রচণ্ড আক্রমণে ইয়াজিদ বাহিনী ভীত হয়ে পালাতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ একটি তীর তার বক্ষে বিদ্যুর হলে তিনি ধরশায়ী হন। অবশেষে নিষ্ঠুর সীমার অর্ধমৃত হোসেনের মস্তক ছিন্ন করেন।

গ উদ্দীপকের সমির সাহেবের সাথে মিল রয়েছে পাঠ্যপুস্তকের এমন একজন শাসক হলেন মুয়াবিয়া।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সমির সাহেবের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিহার করে রাজতন্ত্রিকভাবে দেশের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তার এ কাজে মুয়াবিয়ার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিফলন রয়েছে। কারণ তিনিও খুলাফায়ে রাশেদিনের গণতান্ত্রিক আদর্শ বর্জন করে জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াজিদকে

উত্তরাধিকারী মনোনীত করে বংশানুকরিক রাজতন্ত্রের উভব করেছিলেন। সম্পূর্ণ শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তিনি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

হ্যাতে ওমরের (রা) খিলাফতে মুয়াবিয়া সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং কর্মদক্ষতা, কর্তব্যানিষ্ঠা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার বলে তিনি সমগ্র সিরিয়ায় শুশাসন কার্যম করেন। নিতীকরণ ও সামরিক দক্ষতার সাথে মুয়াবিয়া সিরিয়াকে বাইজান্টাইন আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। খিলাফা ওসমানের (রা) সময় তিনিই সর্বপ্রথম কুন্দ আবৰ নৌবহর গঠন করে সাইপ্রাস ও রোডস দখল করেন। ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে হ্যাতে ওসমান (রা)-এর হত্যাকামে কেন্দ্র করে খিলাফ হ্যাতে আলি (রা) এবং মুয়াবিয়ার মধ্যে তিঙ্কিতার সৃষ্টি হয়। ফলে ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক সিফিফিন প্রান্তের উভয়ের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে খিলাফা আলি (রা)-এর নৃশংস হত্যা ও তার জ্যেষ্ঠপুত্র ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যার পর মুয়াবিয়া খিলাফত লাভ করেন।

ঘ সমির সাহেবের মতো উমাইয়া খিলাফা মুয়াবিয়া মুসলিম জাহানের একজ্ঞত অধিপতি হতে চেয়েছিলেন।

নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ইমাম হাসানকে খিলাফতের ন্যায় অধিকার থেকে বাস্তিত করে শঠতার মাধ্যমে মুয়াবিয়া সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং দামেস্কে উমাইয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সময় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি তা কঠোর হতে দমন করেন। এরপর তিনি রাজ্যবিস্তারে মন দেন। তিনি বুরাতে পেরেছিলেন রাজ্য বিস্তারের পর্বশত হলো অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, শাস্তি ও নিরাপত্তা বিধান। এ কারণে তিনি সীমান্তে উপজাতিদের বশতা বীকার করতে বাধ্য করেন। তার গঠিত সমর বাহিনী দ্বারা তিনি পূর্বদিকে সমরখন্দ ও বুখারা এবং দক্ষিণে সিন্ধুনদ পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের শক্তিশালী নৌবহরের মোকাবিলা করার জন্য নিজে একটি নৌবহর গঠন করেন। তার নৌ ও স্থল বাহিনীর যুগপৎ আক্রমণে বহুদিন পর্যন্ত কমস্টান্টিনোপল অবরুদ্ধ ছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত এ অভিযান ব্যর্থ হয় তথাপি তাদের এ অভিযানের ফলে ডুর্মধাসাগরে মুসলিম নৌবাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিলোপ ঘটিয়ে পারস্য ও বাইজান্টাইন রীতি ভিত্তিক সমাজ কাঠামো ও রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন।

উল্লিখিত আলোচনার প্রক্রিতে বলা যায়, উমাইয়া খিলাফা মুয়াবিয়া মুসলিম জাহানের একজ্ঞত অধিপতি হতে চেয়েছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ১৪ উমাইয়া খিলাফতের একজন ব্যক্তিগুলী মহান শাসক ছিলেন। যিনি চারিত্রিক দিক দিয়ে ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মনুরাগী ও কর্তব্যপরায়ণ। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজস্ব ত্রাস থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি বন্ধকী ব্যবস্থা চালু করেন। তার বৈদেশিক নীতি ছিল শাস্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি বিধান।

/উত্তর হাইস্কুল এত কলেজ, ঢাকা/

ক. কারবালার বিয়োগস্ত ঘটনা কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়? ১

খ. ইমাম হুসাইন ও ইয়াজিদের স্বন্দের কারণ কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে আলোচিত শাসক ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মনুরাগী ও কর্তব্যপরায়ণ- ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষোন্ত বক্তব্যের আলোকে উত্ত শাসকের বৈদেশিক নীতি মূল্যবোধ কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কারবালার বিয়োগস্ত ঘটনা ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়।

খ ইয়াজিদ ও হুসাইনের মধ্যে স্বন্দের কারণ হলো খিলাফতের দায়িত্ব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত।

ইমাম হাসানের সাথে সম্পাদিত সন্ধি চুক্তিতে মুয়াবিয়ার পর ইমাম হুসাইনের খিলাফা হবার শর্ত ছিল। কিন্তু মুয়াবিয়া এ শর্ত ভজ্জ করে তার অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করায় তিনিই মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আরোহণ করেন। ফলে ইসলামি সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ

দেখা দেয়। খিলাফতের ন্যায় দাবিদার ইমাম হুসাইনকে আলি (রা)-এর অনুসরীরা সমর্থন করলে হুসাইন ইয়াজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য লাভের আশায় কৃফা যাত্রা করেন। ফলে হুন্ন দেখা দেয়।

গ. সূজনশীল ৪ এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ. সূজনশীল ৪ এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ► ১৫ সুলতান ইলতুর্থমিশ ছিলেন ভারতবর্ষে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ভারতে একটি সুসংগঠিত কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ জন্য তিনি দক্ষতার সাথে প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। তিনি প্রচলিত মুদ্রামানেরও সংস্কার করেন।

(উত্তর হই সুলতান এক কলেজ, সকার, প্রেরণুর সরকারি কলেজ)

ক. উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কাকে বলা হয়? ১

খ. খিলিফা আব্দুল মালিক কীভাবে শাসনব্যবস্থা আরবীয়করণ করেন? ২

গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত সুলতানের সাথে কোন উমাইয়া খিলিফার সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসন সংস্কার এর আলোকে খিলিফা আব্দুল মালিকের শাসন সংস্কার ব্যাখ্যা কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. খিলিফা আব্দুল মালিককে উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

খ. শাসনব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে আরবি ভাষা ব্যবহার করে খিলিফা আব্দুল মালিক শাসনব্যবস্থা আরবীয়করণ করেন।

আব্দুল মালিক বিজাতীয় প্রভাব থেকে সাম্রাজ্যকে মুক্ত করা এবং সাম্রাজ্যে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই আরব জাতীয়তাবাদ ও আরবি ভাষার মর্যাদা উৎকৃষ্ট তুলে ধরার মানসে এবং বিজাতীয় আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্য ও জটিলতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার অভিপ্রায়ে সাম্রাজ্যে আরবিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদান করেন। প্রশাসনিক সকল কাজে তিনি আরবি ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। এছাড়া আরবি বর্ণমালা লিখন, পঠন ও উচ্চারণ পদ্ধতির উন্নতি বিধান করেন এবং রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে আরবি মুদ্রা প্রচলন করেন। এভাবে আব্দুল মালিক তার শাসনব্যবস্থাকে আরবীয়করণ করেন।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুলতানের সাথে উমাইয়া খিলিফা আব্দুল মালিকের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

আব্দুল মালিক ছিলেন প্রথম মারওয়ানের পুত্র। মুয়াবিয়া ও মারওয়ানের সংক্ষিপ্ত শাসনকালের পর ৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তার সিংহাসন আরোহণের পর উমাইয়া বংশের শাসন সুদৃঢ় হয়। তিনি তার সামরিক দক্ষতাবলে রাজ্যে সংঘটিত বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করেন এবং রাজ্যের অনেক বিস্তার ঘটান। তাছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। তার এ বিষয়গুলোই উদ্দীপকে চিহ্নিত হয়েছে।

উদ্দীপকের সুলতান ইলতুর্থমিশের মতো আব্দুল মালিক একজন দক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। দিয়ি সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি অনেক বিরোধী শক্তিকে দমন করেন। এছাড়া আব্দুল মালিকের মতো দক্ষ সামরিক শক্তিবলে তিনি রাজ্যের অনেক বিস্তার ঘটান। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। আর এ বিষয়গুলোই উদ্দীপকে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতার মাধ্যমে প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করে ভারতবর্ষের প্রভৃতি উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি আরবিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করেন এবং আরবি বর্ণমালা লিখন, পঠন ও উচ্চারণ পদ্ধতির অনেক সংস্কার সাধন করেন। তিনি প্রশাসনের সকল কাজে আরবি ভাষা ব্যবহার করেন। এতে আরবে আরবীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং ইসলামি সাম্রাজ্যের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব অর্জিত হয়। সুতরাং বলা যায়, সুলতান ইলতুর্থমিশ উমাইয়া খিলিফা আব্দুল মালিকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. উমাইয়া খিলিফা আব্দুল মালিক শাসন সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন।

আব্দুল মালিকের শাসন সংস্কারের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাষ্ট্রকে আরবীয়করণ। বিজাতীয় প্রভাব থেকে সাম্রাজ্যকে মুক্ত করা এবং সাম্রাজ্যে একই ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করার জন্য তিনি আরবিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করেন। তৎকালীন প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে পর্যাপ্তমে আদ দিনার, আন-নিসফু, আস-সুলস, দিরহাম এবং ফালুস বা তাপ্তি মুদ্রার প্রবর্তন করেন। এসব মুদ্রায় কালিমা, তাসমিয়া, কুরআনের আয়ত ও মুদ্রাঙ্কনের তারিখ উৎকীর্ণ করার নির্দেশ দেন। এছাড়া জাতীয় টাকশালে বিশেষ পদ্ধতিসহ ত্রুটিমুক্ত মুদ্রাঙ্কন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় মুদ্রা জাল করার প্রবণতা অনেকাংশে ত্রাস পায়।

উদ্দীপকের সুলতান ইলতুর্থমিশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শাসনসংস্কারের দ্রষ্টব্য লক্ষণীয়। তিনি ভারতে একটি সুগঠিত কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ লক্ষ্যে তিনি দক্ষতার সাথে প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করেন। তিনি প্রচলিত মুদ্রামানেরও সংস্কার করেন। ভারতে তিনিই সর্বপ্রথম খাঁটি আরবি রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করেন। তার এসব সংস্কার সাধনের ফলে ভারতবর্ষে তুর্কি সাম্রাজ্যের প্রভৃতি উন্নয়ন সাধিত হয়। ঠিক একইভাবে খিলিফা আব্দুল মালিকও বহু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন। তার মুদ্রা সংস্কারের ফলে ইসলামি সাম্রাজ্যে পূর্ণ সার্বভৌমত্ব অর্জিত হয়। এছাড়া তিনি আরবি বর্ণমালার লিখন, পঠন ও উচ্চারণ পদ্ধতির উন্নতি বিধান করেন। ফলে শতাব্দীকাল পর হলেও আরবি ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করে। ডাক ও গোয়েন্দা বিভাগের উন্নতিকরণে তিনি যোগাযোগকারী সড়কের স্থানে স্থানে বদলি ঘোড়ার ব্যবস্থা করেন। কুবিয়ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য তিনি ধর্মান্তরিত মুসলিমদের শহর থেকে গ্রামে ফিরতে বাধ্য করেন এবং রাজ্যের আয় বাড়াতে তাদের ওপর খাজনা ও জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেন। এভাবে আব্দুল মালিক তার শাসনব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, আব্দুল মালিক ও সুলতান ইলতুর্থমিশ নিজ নিজ সাম্রাজ্যে প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের উন্নয়ন বিধান করে যথেষ্ট মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রশ্ন ► ১৬ হামাস মিয়া তার বংশের সকলের চেয়ে ব্যতিকূমী চরিত্রের অধিকারী ছিল। পরোপকার, ন্যায়নিষ্ঠা, সততা, দরদী প্রভৃতি গুণবলী তাকে আলাদা করেছে। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে তিনি পূর্ব পুরুষদের আগ্রাসী চিন্তাভাবনার বদলে একটি কল্যাণমূর্চী রাষ্ট্র গঠনে মনোযোগী হন। তার চোখে সকলে সমান ছিল। তার একটি বিশেষ নীতি তাকে এক মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে।

ক. ইসলামে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন কে? ১

খ. ওমর বিন আব্দুল আজিজকে ছিতীয় ওমর বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হামাস যে উমাইয়া খিলিফাকে অনুসরণ করেছিলেন তার চারিত্রিক গুণাবলীর বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ নীতি উক্ত খিলিফাকে ব্যতিকূমী শাসকের আসনে বসিয়েছিল— বিশেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ইসলামে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন উমাইয়া খিলিফা মুয়াবিয়া (রা)।

খ. উমাইয়া খিলিফাদের মধ্যে একমাত্র ওমর বিন আব্দুল আজিজ খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করতেন। তার চরিত্রে হ্যারত ওমর (রা)-এর ন্যায়প্রায়ণতা, প্রজাবাস্ত্র্যতা অত্যন্ত সুন্দরতাবে ফুটে উঠেছে বলে তাকে ছিতীয় ওমর হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

উমাইয়া বংশের ইতিহাসে একমাত্র তারই খিলাফতকাল ষড়যন্ত্ৰ, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতার কালিমা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তিনি সদাশয়, দয়ালু ও প্রজাবৎসল ছিলেন। তিনি দলগত, ব্যক্তিগত ব্যোগ্যতা ও দক্ষতার মাধ্যমে প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করে ভারতবর্ষের প্রভৃতি বিশেষ চরিত্রের প্রতিষ্ঠান করেন। এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাকে ছিতীয় ওমর বলা হয়।

৭ সূজনশীল ৬ এর 'গ' প্রশ্নেতর দেখো।

ব উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ নীতি অর্থাৎ অর্থনৈতিক নীতি খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজকে ব্যতিক্রমী শাসকের আসনে বসিয়েছিল। উমাইয়া বংশের এক শ্রেষ্ঠ ও মহান শাসক ছিলেন খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের কল্ঘননীতি ত্যাগ করে দুনীতিমুক্ত, ন্যায়নিষ্ঠ, গোত্রপ্রীতি ও রাজনৈতিমুক্ত একটি সর্বজনীন প্রশাসন প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ করেন। তিনি শাসন ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন।

খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল তার অর্থনৈতিক সংস্কার। খলিফা তার রাজনৈতিকে ইসলামিকরণে বিশ্বাসী ছিলেন। ইসলামের সাম্য, মৈত্রী, ভাতৃত্ব এই তিনি নীতির অনুসৰী হয়ে তিনি মাওয়ালিদের ওপর থেকে কর রহিত করেন এবং নির্দেশ দেন যে, মুসলমানদের জাকাত দিতে হবে, এমনকি ভূমি থেকে $\frac{1}{10}$ ভাগ উপর দিতে হবে। অমুসলমানদের নিয়মিতভাবে জিজিয়া প্রদান করার নির্দেশ দেন। অন্যান্য মুসলমানগণ জিজিয়া ও খারাজ থেকে মুক্তি পায়। এর ফলে কিছুদিন পর রাজকোষ শূন্য হলে তিনি ঘোষণা করেন যে, অমুসলমানগণ মুসলমানদের কাছে জমি বিক্রি করতে পারবেন না। যদি কোনো অমুসলিম মুসলিম হয় তবুও জমি বিক্রি করতে পারবে না। রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান রাজস্ব ত্বাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি বন্ধুকীব্যবস্থা চালু করেন।

খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ যে সকল সংস্কার সাধন করেন তার মধ্যে অর্থনৈতিক সংস্কার ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। যেটি তাকে ব্যতিক্রমী শাসকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

প্রশ্ন ১৩ 'f' একজন দয়ালু সদাশয় ও প্রজাবৎসল খলিফা। তিনি চারিত্রিক দিক দিয়ে ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী ও কর্তব্যপ্রাপ্ত। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ভিস্ত মতাবলম্বীদের শাসনকার্যে নিয়োগ করে এক অপূর্ব দৃষ্টিত্ব রেখে গেছেন। তার বৈদেশিক নীতি ছিল শান্তি-শৃঙ্খলা ও সংহতি বিধান। তাই তাকে ৫ম খলিফা বলা হয়।

/শহীদ বীর বিজেম রামিজউল্লিহ ক্যাটলহেট কলেজ, ঢাকা/

- ক. উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ১
- খ. আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে কোন উমাইয়া খলিফার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলেকে উক্ত খলিফার চরিত্র ও কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খলিফা আব্দুল মালিক।

খ সূজনশীল ২ এর 'খ' প্রশ্নেতর দেখো।

গ সূজনশীল ৪ এর 'গ' প্রশ্নেতর দেখো।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসক 'f' -এর কর্মকাণ্ডে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের চরিত্র ও কৃতিত্ব প্রতিফলিত হয়।

খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের রাজত্বকাল ক্ষণস্থায়ী হলেও এ সময়কাল ছিল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। উমাইয়া শাসকের সঙ্গে তিনি ব্যতিক্রমধর্মী ছিলেন। শাসন সংস্কার ও বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন করে তিনি সাম্রাজ্যে সংহতি বিধান করেন। উদ্দীপকেও 'f'-এর কর্মকাণ্ডে ওমর বিন আব্দুল আজিজের সাথে মিল পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে 'f' একজন দয়ালু সদাশয় ও প্রজাবৎসল শাসক হিসেবে দেখা যায়। চারিত্রিক দিক দিয়ে তিনি সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী ও কর্তব্য প্রাপ্ত। খুলাফায়ে রাশেদিন ও ইসলামি মূল্যবোধে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। বৈদেশিক নীতি ও বিধীনের যোগ্যতা অনুযায়ী নিয়োগ দিয়ে তিনি এক অপূর্ব দৃষ্টিত্ব রাখেন। অনুরূপভাবে উমাইয়া বংশের ওমর বিন আব্দুল আজিজের ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। কেননা তিনি অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপন করতেন। উমাইয়া খলিফাদের বেশির

ভাগ সম্প্রসারণ বাদী, স্বেচ্ছাচারী, রাজনৈতিকি এবং প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্যমূল্যিত হওয়া সংস্কার তিনি দুনীতিমুক্ত, ন্যায়নিষ্ঠ, গোত্রপ্রীতি ও রাজনৈতিক মুক্ত ছিলেন। প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরায়ণতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দিতেন। সমরনীতির পরিবর্তে সমগ্র রাজ্য শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি কৃতিত্বের দাবিদার। এছাড়া বৈদেশিক নীতি, ধর্মনির্দেশ সংস্কার ও জনহিতকর কাজে তার অগ্রণী ভূমিকা ছিল।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের শাসকের ন্যায় ওমর বিন আব্দুল আজিজ উমাইয়া শাসক হিসেবে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন।

প্রশ্ন ১৪ আলী আকবর এবং তার বংশের লোকজন তাদের এলাকার শাসনকাজ পরিচালনা করেছেন। আলী আকবর তার ছেলেকে মৃত্যুর পর শাসনের উত্তরাধিকার নিয়োগ করেন। তিনি বায়তুল মালকে পারিবারিক সম্পদে পরিষ্কার করেন। তার বংশের শাসকগণ রাষ্ট্রীয় সম্পদ নিজেদের বিলাস-বাসনে ব্যয় করেন।

/শহীদ বীর বিজেম রামিজউল্লিহ ক্যাটলহেট কলেজ, ঢাকা/

- ক. উমাইয়া খিলাফত কর সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
- খ. সুলায়মানকে আশীর্বাদের চাবিকাঠি বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ৩
- ঘ. তিনি কিভাবে রাজত্বাত্মিক শাসন প্রবর্তন করেন? ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া বংশ ৬৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ সূজনশীল ৪ এর 'খ' প্রশ্নেতর দেখো।

গ উদ্দীপকে আলী আকবর নামক ব্যক্তির কর্মকাণ্ডে উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া (রা) কে নির্দেশ করে।

আমির মুয়াবিয়া ছিলেন পরিবর্তনশীল যুগের খলিফা। ইসলামের প্রাথমিক খিলাফতের প্রচলিত পদ্ধতিতে কঙগুলো মৌলিক পরিবর্তন সাধন করে। পূর্ববর্তী খুলাফায়ে রাশেদিনের কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক নীতিগুলোর পরিবর্তন করে রাজত্বাত্মিক শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। পূর্বের উত্তরাধিকারী প্রথা তুলে দিয়ে উমাইয়া রাজবংশকে সুসংহত করার জন্য অযোগ্য ও অকর্মণ্য পুত্র ইয়াজিদকে ক্ষমতায় বসান। উদ্দীপকে বর্ণিত আলী আকবরের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

উদ্দীপকেও দেখা যায় যে, আলী আকবর নামক একজন খলিফা পূর্ববর্তী শাসকদের আদর্শিক নীতি বিসর্জন দিয়ে নিজস্ব নিয়মে রাজ্য পরিচালনা করেন। এমনকি রাজ ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার জন্য তিনি অকর্মণ্য ও অযোগ্য পুত্রকে উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। হ্যরত মুয়াবিয়া (রা.) পূর্ববর্তী খলিফা হ্যরত আবু বকর (রা.), হ্যরত ওমর (রা.), হ্যরত ওসমান (রা.) ও হ্যরত আলী (রা.) দের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে নিজস্ব নিয়মে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বদলে রাজত্বাত্মিক শাসনব্যবস্থা করেন। তিনি মজলিশে শুরূ রাতিল করেন। এমনকি খলিফা নির্বাচনের প্রথা বাতিল করে মনোনয়ন প্রথা চালু করে। যার ভিত্তিতে ৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে ঝীয়া অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করলে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের আলী আকবরের সাথে আমিরে মুয়াবিয়া-এর সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মুয়াবিয়া অসামান্য কৃতিত্বের দাবিদার।

ইসলামি নির্বাচনভিত্তিক খিলাফতের খংসমূল্যের ওপর দাঁড়িয়ে মুয়াবিয়া সর্বপ্রথম বংশানুক্রমিক রাজবংশের সূচনা করেন। মুসলিম রাষ্ট্রকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কারের ক্ষেত্রে তার অবদান অনুরোধ। উদ্দীপকেও এই শাসকের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মুয়াবিয়া একজন সুদৃঢ় ও প্রতিভাবান শাসক ছিলেন। সিফকিনের যুদ্ধে কৃটনৈতিক দক্ষতার দ্বারা হ্যরত আলী (রা)-কে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে মুসলিম খিলাফতে আরোহণ করেন। পুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করে নির্বাচনভিত্তিক খিলাফতকে উত্তরাধিকার ভিত্তিক সালতানাতে বৃপ্তান্তরিত করেন। সামরিক সংগঠক হিসেবে তিনি

কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তৃতীয় খলিফার সময়ে মুয়াবিয়া ৪০০ জাহাজ নিয়ে সর্বপ্রথম মুসলিম নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে মজলিসে শূরা বাতিল করে শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে তিনি কঠকগুলো পরিবর্তন আনেন। কেন্দ্র হতে প্রাদেশিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করেন। বাইজান্টাইনদের পূর্ব প্রবর্তিত শাসন কাঠামোর ওপর একটি স্থায়ী ও সুসংহত রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। দিওয়ান উল খাতাম ও দিওয়ান উল বারিদ' নামে দুইটি বিভাগ প্রবর্তন করেন। এ ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার কৃতিত্ব অপরিসীম।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, রাজবংশ প্রতিষ্ঠা, শাসনতাত্ত্বিক সংস্কার, সামরিক সংগঠক, প্রশাসনিক সংগঠনসহ সকল ক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব ছিল অনন্য।

প্রশ্ন ▶ ১৯ 'ঙ' শাসকের রাজত্বকালের অন্যতম সংস্কার ছিল ডাক বিভাগের সংস্কার। তিনি ঘোড়ার পাড়ীতে করে সাম্রাজ্যের এক স্থান হতে অন্য স্থানে ডাক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ডাক বিভাগ গোয়েন্দা বিভাগের কাজ সম্পর্ক করত। সমগ্র সাম্রাজ্য হতে সংবাদ প্রধান ডাক কর্মকর্তার নিকট জমা হতো এবং তিনি তা 'ঙ' শাসকের কাছে পেশ করতেন। ফলে কোনো স্থানে গোলযোগ দেখা দিলে বা গোলযোগের সম্ভাবনা থাকলে সত্ত্বে তার বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বে হতো।

(প্রশ্ন অভিজ্ঞত্বহীন সরকারি মহিলা কলেজ, গোপালগঞ্জ)

- ক. কোন উমাইয়া শাসককে রাজেন্দ্র বলা হয়? ১
 খ. ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলা হয় কাকে এবং কেন? ২
 গ. কোন উমাইয়া শাসকের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে উদ্দীপকের 'ঙ' শাসক ডাক বিভাগের সংস্কার করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উক্ত শাসকের রাজত্বকাল উমাইয়া বংশের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বলা হয়।

খ খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ উমাইয়া শাসনামলে খুলাফায়ে রাশেদিনের শাসনব্যবস্থা চালু করায় তাকে ইসলামের পঞ্চম ধার্মিক খলিফা বলা হয়।

উমাইয়া খলিফাগণের শাসনব্যবস্থা ছিল বড়যত্ন, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতায় পরিপূর্ণ। খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ অপরাধের উমাইয়া খলিফাদের বড়যত্ন, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতা পরিহার করে প্রজাদের কল্যাণে শাসন পরিচালনা করেন। এমনকি নিজের স্তৰীর গহনাদিও রাস্তায় কোঝাগারে জমা করেন। ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক শাসক হিসেবে তিনি ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। এসব কারণে তাকে পঞ্চম ধার্মিক খলিফা বলা হয়।

গ উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে উদ্দীপকের 'ঙ' শাসক ডাক বিভাগের সংস্কার করেন।

উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক ক্ষমতায় আরোহণের পর শাসন সংস্কারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তিনি ডাক বিভাগের সংস্কার করে এ বিভাগের উন্নয়ন সাধন করেন। যেটি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে উদ্দীপকের 'ঙ' শাসক ডাক বিভাগের সংস্কার করেন।

উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনামলে ডাক বিভাগের ব্যাপক সংস্কার সাধিত হয়। তিনি পারসিকদের প্রতি অনুসরণ করে ডাক চালান প্রথার প্রচলন করেন। সাম্রাজ্যের বড় বড় রাষ্ট্রের পাশে তিনি ডাকচৌকি নির্মাণ করেন। ডাক বিভাগের কাজ ছিল— ১. সরকারি চিঠিপত্র ও আদেশ নিষেধ আদান-প্রদান; ২. সরকারি কর্মচারীদের ডাকগাড়ির মাধ্যমে স্থানান্তর; ৩. প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্ত সৈন্য ও রসদ দ্রব্যাদি সরবরাহ এবং ৪. গোয়েন্দা বিভাগের কাজ সম্পাদন। উল্লিখিত কাজের জন্য ডাক বিভাগকে খলিফার কান এবং চোখ বলা হতো। উদ্দীপকের 'ঙ' শাসকও ডাক-বিভাগের সংস্কার করেন। এই বিভাগের মাধ্যমে তিনি সাম্রাজ্যে গোলযোগের সম্ভাবনা থাকলে সত্ত্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। আর এভাবেই তিনি আব্দুল মালিকের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ডাক বিভাগের সংস্কার করেন।

ঘ উক্ত শাসক তথা আব্দুল মালিকের রাজত্বকাল উমাইয়া বংশের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ— উক্তিটি যথার্থ।
 উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক ক্ষমতা লাভ করেই বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন করেন। এরপর তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। তিনি মধ্য এশিয়ায় এবং বাইজান্টাইনে উমাইয়া সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন। সর্বোপরি শাসন সংস্কার করে উমাইয়া বংশের গৌরবময় যুগের সূচনা করেন।

উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক সিংহাসনে আরোহণের পর খলাফত সুদৃঢ় ও সংহত করার জন্য প্রশাসনে ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। খুলাফায়ে রাশেদিনের সময় রাষ্ট্রের কাজকর্মে এবং দলিলপত্র সংরক্ষণে স্থানীয় ভাষা ব্যবহার করা হতো। সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এতে নানা কাজে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। তাই আব্দুল মালিক আরবিকে রাস্তায় ভাষার মর্যাদা প্রদান করেন। আরবি ভাষা লিখন ও পঠনের সুবিধার্থে আব্দুল মালিক হাজার বিন ইউসুফের সহযোগিতায় আরবি বণে সর্বপ্রথম নোকতা ও হরকতের প্রচলন করেন। ইতোপূর্বে মুসলিম সাম্রাজ্যে রোমান, পারসিক, হিমারীয় প্রভৃতি মুদ্রা প্রচলিত ছিল। একক মুদ্রা সাম্রাজ্যে না থাকার জন্য আর্থিক লেনদেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অসুবিধা হতো। এ অসুবিধাসহ দূর করার জন্য আব্দুল মালিক দামেস্কে একটি জাতীয় টাকশাল নির্মাণ করেন। খলিফা আব্দুল মালিক পারসিকদের প্রতি অনুযায়ী প্রশাসনে ডাক বিভাগের প্রচলন করেন। রাস্তায় রাস্তায় খবর আদান-প্রদান, সৈন্য ও রসদ সরবরাহের জন্য চৌকি স্থাপন করেন। খলিফার আদেশ, নিষেধ, দলিল-দন্তাবেজ, চুক্তিপত্র, নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য প্রশাসনে রেজিস্ট্রি বিভাগের সংস্কার সাধন করে সাম্রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, আব্দুল মালিকের রাজত্বকাল উমাইয়া বংশের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ।

প্রশ্ন ▶ ২০ প্রথ্যাত এক ঐতিহাসিক উমাইয়া এক শাসক সমস্কে বলেছেন X কেবল নতুন এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, বরং ওমরের পর খলাফতের হিতীয় প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। তিনি আরো বলেছেন X রাজত্বের প্রবর্তন করে ইসলামের গণতাত্ত্বিক আদর্শের মূলে কুঠারঘাত করেন।

- ক. ইয়াজিদ কে? ১
 খ. কারবালার মর্মাত্তিক হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দাও। ২
 গ. উদ্দীপকের ঐতিহাসিক তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসকের কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
 ঘ. উক্ত শাসক কীভাবে গণতাত্ত্বের পরিবর্তে রাজত্বের প্রবর্তন করেন? তোমার মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইয়াজিদ হলেন উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা খলিফা মুয়াবিয়ার পুত্র।

খ ইমাম হোসাইন ভাস্তু ও মিথ্যা আশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কুফার ২৫ মাইল উত্তরে ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালার প্রান্তরে ইয়াজিদ বাহিনী কৃত্ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। ইয়াজিদের বশ্যতা স্বীকার না করার কারণে কারবালার প্রান্তরে পানির অভাবে ছোট শিশু, বালক-বালিকা মৃহিত হয়ে পড়ে। ৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মহররম কারবালা প্রান্তরে দুই দলের মধ্যে অসম যুদ্ধ শুরু হলে ইমাম হোসাইনের সৈন্যবাহিনী একে একে শাহাদাতবরণ করতে থাকে। পাষাণ সীমার ইমাম হোসাইনের শির দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

গ উদ্দীপকের ঐতিহাসিক আমার পাঠ্যবইয়ের উমাইয়া শাসক মুয়াবিয়ার কথা বলেছেন।

ইসলামি দর্শন গণতাত্ত্বিক আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মহানবি (স) ছিলেন গণতাত্ত্বের মূর্ত প্রতীক। ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে উত্তুদ যুদ্ধে অধিকাংশের মত মেনে তিনি মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করেন। খুলাফায়ে রাশেদিনগণও ছিলেন গণতাত্ত্বের ধারক। উদ্দীপকের ঐতিহাসিকের বর্ণনাকৃত শাসক খলাফতের হিতীয় প্রতিষ্ঠাতা এবং রাজত্বের প্রবর্তক, যা মুয়াবিয়াকেই নির্দেশ করে। কেননা,

মুয়াবিয়া ইসলামি গণতান্ত্রিক ধারায় প্রথম ব্যতিক্রম করেন। তিনি ইসলামি মূল্যবোধ ও দর্শন উপেক্ষা করে নিজের সন্তানকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এ জন্য ইসলাম নির্ধারিত ঘোগ্যতা বা নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নি। ফলে যোগ্য শাসকের পরিবর্তে অযোগ্য শাসক, সকলের অধিকারের পরিবর্তে রাজবংশের স্বার্থরক্ষা এবং ইসলামি আইনের পরিবর্তে শাসকের ইচ্ছাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। এভাবে মুয়াবিয়া রাজতন্ত্র প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলামি গণতান্ত্রিক আদর্শের মূলে কৃষ্ণারাধাত করেন, যার ফলে পরবর্তীকালে আর কখনই ইসলামি গণতান্ত্রিক ধারার শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হ্যানি।

৩ উক্ত শাসক অর্থাৎ মুয়াবিয়া স্বীয় পুত্রকে তার পরবর্তী উত্তরাধিকার মনোনয়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রের পরিবর্তে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেন।

উদ্দীপকে ঐতিহাসিক মুয়াবিয়ার কথা বলেছেন, যিনি রাজতন্ত্র প্রবর্তন করে ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শের মূলে কৃষ্ণারাধাত করেন। কিন্তু এর পূর্ববর্তী সময়ে মহানবি (স) ছিলেন গণতন্ত্রের মূর্ত্তপ্রতীক। ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে উত্তুন যুদ্ধে অধিকাংশের মতামত মেনে তিনি মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করেন।

মুয়াবিয়া ইসলামি গণতান্ত্রিক এ ধারায় প্রথম ব্যতিক্রম করেন। তিনি ইসলামি মূল্যবোধ ও দর্শন উপেক্ষা করে নিজের সন্তানকে পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। এ জন্য ইসলাম নির্ধারিত ঘোগ্যতা বা নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নি। ফলে যোগ্য শাসকের পরিবর্তে অযোগ্য শাসক, সকলের অধিকারের পরিবর্তে রাজবংশের স্বার্থরক্ষা এবং ইসলামি আইনের পরিবর্তে শাসকের ইচ্ছাই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। এভাবে মুয়াবিয়া রাজতন্ত্র প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলামি গণতান্ত্রিক আদর্শের মূলে কৃষ্ণারাধাত করেন, যার ফলে পরবর্তীকালে আর কখনই ইসলামি গণতান্ত্রিক ধারার শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হ্যানি। মুয়াবিয়াই প্রথম ইসলামি গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্র চালু করেন। তার পুত্র ইয়াজিদকে খলিফা মনোনীত করে উত্তরাধিকার ভিত্তিক রাজতন্ত্রের সূচনা করেন। এ নীতি পরবর্তীতে চলতে থাকে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, মুয়াবিয়া স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী উত্তরাধিকার মনোনীত করার মাধ্যমে ইসলামি গণতন্ত্রের পরিবর্তে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের সূচনাপাত করেন।

প্রশ্ন ২১ জনদরদি চেয়ারম্যান কাশিম সাহেব ধর্ম, বর্ণ, প্রেম নির্বিশেষে সকলের কাছে খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তি। সকলের সমর্থনের মাধ্যমে তিনি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তার শাসননীতি ছিল প্রশংসনীয় দাবিদার। তিনি সবাইকে সমান চোখে দেখতেন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারে তার জুড়ি নেই। /ক্লাস্টনহোল্ট প্রারম্ভিক স্কুল ও কলেজ সহযোগিতা/
 ক. মাওয়ালি কারা? ১
 খ. ডোম অব দ্যা রক কী? বর্ণনা দাও। ২
 গ. উদ্দীপকের চেয়ারম্যান সাহেবের শাসনব্যবস্থার সাথে কোন খলিফার মিল রয়েছে? বর্ণনা দাও। ৩
 ঘ. উক্ত শাসকের সংস্কারনীতিগুলো কেমন ছিল? মূল্যায়ন করো। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. অনারব নও মুসলিমদের মাওয়ালি বলা হয়।

খ. শিল্প ও কার্যানুরাগী উমাইয়া খলিফা আবুল মালিক জেরুজালেমে ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে যে সৃতিসৌধ নির্মাণ করেন তাই Dome of the Rock বা কুরুকাতুস সাখরা নামে পরিচিত।

মূলত মুসলিম হজ যাত্রাদের গমন থেকে বিরত রাখা এবং জেরুজালেমের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য আবুল মালিক কুরুকাতুস সাখরা নির্মাণ করেন। মহানবি (স)-এর মিরাজ গমনের পদচিহ্ন সম্বলিত পাথরকে কেন্দ্র করে এ সৃতিসৌধ নির্মিত হয়। অটকোপাকার এ সৃতিসৌধ তৎকালীন বিশ্বের স্থাপত্য কীর্তির বিস্ময় ছিল।

গ. সৃজনশীল ৪ এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।

৪ উদ্দীপকে কাশিম সাহেবের শাসন সংস্কারে ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসন সংস্কারের প্রতিফলন ঘটেছে। উমাইয়া বংশের শাসক ছিলেন খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ। উমাইয়া খলিফাগণের বেশিরভাগ সম্প্রসারণবাদী, বেজুচারী, ব্রজনপ্রীতি, গোত্রপ্রীতি ইত্যাদি প্রশাসনিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ ছিলেন দুর্নীতিমুক্ত, ন্যায়নিষ্ঠ ও গোত্রপ্রীতি ও ব্রজনপ্রীতিমুক্ত। কেননা আব্দুল মালিকের গভর্নর হজারাজ বিন ইউসুফের শাসননীতি সংস্কার করে তিনি প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে বিখ্যন্তা, ন্যায়প্রায়ণতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ দিতেন। তিনি হাশেমীনীতি সংস্কারের মাধ্যমে হাশেমীদের রাজকার্যে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে শিয়া সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি অর্জন করেন। খারেজিদের প্রতি উদারনীতি গ্রহণ করায় তারা খলিফার অনুগত হয় এবং উমাইয়াদের মধ্যে তাকেই খলিফা হিসেবে মেনে নেয়। এছাড়াও তিনি মাওয়ালিদের প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দান, অতিরিক্ত করারোপ রাহিতকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে মাওয়ালি নীতি প্রবর্তন করেন। হিতীয় ওমর প্রজাকল্পণকামী শাসক হিসেবে আত্মস্বরহীন প্রশাসন গড়ে তোলেন। তিনি একজন গৌড়া মুসলিমান ছিলেন। ইসলাম প্রচার করে তিনি ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে তাকে খারাজ ও জিজিয়া থেকে অবাশতি দেওয়া হবে। এছাড়াও তাকে পেনশনও দেওয়া হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উমাইয়া শাসকদের মধ্যে শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে তার অবদান অনন্বীকার্য।

প্রশ্ন ২২ কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি থানায় দুশ্শা খান তার রাজধানী স্থাপন করেন। প্রজাদের শিক্ষার জন্য তিনি অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। দুশ্শা খান নিজেও অনেক জ্ঞানী ছিলেন। তিনি উত্তর ভারত, পাঞ্জাব, আরবদেশ ও মিসর থেকে মূল্যবান গ্রন্থ এনে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চৰ্চার জন্য কটিয়াদিতে একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার এই কর্মকাণ্ড ইতিহাসে প্রশংসনীয় বলা যায়।

/স্বেচ্ছার সরকারি কলেজ/

- ক. কাকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয়? ১
- খ. আল-সাফকাহ কাকে বলা হয়? বর্ণনা দাও। ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দুশ্শা খানের কর্মকাণ্ডের সাথে কোন আক্রাসীয় খলিফার মিল পাওয়া যায়? ৩
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত দুশ্শা খানের প্রতিষ্ঠিত একাডেমির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন একাডেমির মিল আছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. উমাইয়া খলিফা সুলায়মানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয়।

খ. আবুল আক্রাসের চরিত্রে নৃশংসতা ও রক্তলোপপতার ছাপ পরিলক্ষিত হওয়ায় তাকে আস-সাফকাহ উপাধি দেওয়া হয়। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি জাবের যুদ্ধে হিতীয় মারওয়ানের প্রারজয়ের মাধ্যমে উমাইয়া বংশের পতন ঘটে। সর্বশেষ উমাইয়া শাসক ৫ আগস্ট মারওয়ানের ছিল মস্তক দেখে আবুল আক্রাস 'আস-সাফকাহ' বা 'রক্তপিপাসু' উপাধি গ্রহণ করেন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি উমাইয়া নিধন নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত নৃশংসতাবে উমাইয়াদের হত্যা করেন। তিনি ফিলিপ্পিনের আবু ফুটস নামক স্থানে ৮০ জন উমাইয়াকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিষ্ঠুরভাবে তাদেরকে হত্যা করেন। এসব কারণেই তাকে আস সাফকাহ বা রক্তপিপাসু বলে অভিহিত করা হয়।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত দুশ্শা খানের কর্মকাণ্ডের সাথে আক্রাসীয় খলিফা আল মামুনের মিল আছে।

৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ভারত আমিনের বিরুদ্ধে পৃথ্যুদেশে জয়লাভ করে খলিফা মামুন বাগদাদ নগরীকে সুদৃঢ়করণের নানাবিধি কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি সাম্রাজ্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় সকল বিদ্রোহ দমন করেন। পরবর্তীতে তিনি সিসিলি ও ক্রীট দ্বীপ বিজয় করে আক্রাসীয় সাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করেন।

উদ্দীপকে আমরা লক্ষ করি যে, দুশ্শা খান প্রজাদের শিক্ষার জন্য অনেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তিনি নিজেও খুব জ্ঞানী ছিলেন যা খলিফা

আল মামুনের সাথে সাদৃশ্যময়। আকবাসি খিলাফতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য খলিফা মামুন বাগদাদে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষাগ্রহণের জন্য এ প্রতিষ্ঠান সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি পূর্চর অর্থ ও লা-খারাজ সম্পত্তি দান করেন। এছাড়া খলিফা মামুন বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেন। এখানে বিভিন্ন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়। কুরআন, হাদিস, তাফসির, তর্কশাস্ত্র, গণিত, রসায়ন, জ্যোতি, পদাৰ্থ, চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষার প্রসারে তিনি ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। এ সকল দিক দিয়ে উদ্দীপকের দৈশা থান-এর সাথে আকবাসি খলিফা আল মামুনের সাদৃশ্য রচিত হয়েছে।

১ উদ্দীপকে বর্ণিত দৈশা থানের একাডেমি প্রতিষ্ঠার সাথে খলিফা আল মামুনের বায়তুল হিকমা বা জ্ঞানগৃহ প্রতিষ্ঠা সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে আমরা দেখি যে, জ্ঞানপিপাসু শাসক দৈশা থান উত্তর ভারত, পাঞ্জাব, আরব দেশ ও মিসর থেকে মূল্যবান গ্রন্থ এনে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় হ্যারত নগরে একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। যা খলিফা আল মামুনের বাগদাদে স্থাপিত বায়তুল হিকমার অনুরূপ। এ বায়তুল হিকমার জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মাধ্যমে খলিফা আল মামুন Augustus age এর সূচনা করেছিলেন।

খলিফা আল মামুন কর্তৃক নির্মিত বায়তুল হিকমার ছিল আকবাসিদের পৌরবোজ্জ্বল যুগের অন্যতম প্রতীক। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করার জন্য তিনি ৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে এই জগত্বিদ্যাত প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন। এ বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানটিতে তৃটি বিভাগ ছিল- গ্রন্থাগার, শিক্ষায়তন এবং অনুবাদ ব্যৱো। সে যুগের প্রথ্যাত মনীষী হুনায়ন ইবনে ইসহাককে এ প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক নিযুক্ত করা হয়। আর আল মামুন শ্রিক জ্ঞান ভাঙ্গার থেকে উপকরণ সংগ্রহের জন্য ইবনে মিসকাওয়া এবং হুনায়ন ইবনে ইসহাকের নেতৃত্বে কনস্টান্টিনোপল ও সিসিলি হতে শ্রিক ভাষায় লেখা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। এছাড়া তিনি আলেকজান্দ্রিয়া সিরিয়া, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি অঞ্চল হতে বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করে বিভিন্ন পক্ষিতদের ওপর অনুবাদের দায়িত্ব অপর্ণ করেছিলেন। তার একান্ত প্রচেষ্টায় গ্যালন, ইউক্রিড, টলেমি, পল প্রমুখ মনীষীর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলি এবং জগৎ বিদ্যাত দার্শনিক এরিস্টিটল ও প্লেটোর বহু মূল্যবান গ্রন্থাবলি আরবি ভাষায় অনুদিত হয়ে তা সাধারণের জন্য প্রকাশিত হয়। তিনি শ্রিক, সিরিয়া, ক্যালেক্টো এবং ভারতীয় গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার পুস্তকাবলি অনুবাদের দায়িত্ব ভিন্ন মনীষীদের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন।

আকবাসি খলিফা আল মামুন বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আকবাসি খিলাফতে জ্ঞান চর্চার নব দিগন্ত উত্থাপন করেন। তার এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার সাথে উদ্দীপকের দৈশা থাস-এর প্রতিষ্ঠিত একাডেমির মিল রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ বাংলার ইতিহাসে দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ হলো পাল বংশ। এ বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন দেবপাল। এ মহান শাসকের সময় পাল বংশের রাজ্যসীমা সবচেয়ে বেশি সম্প্রসারিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ছাড়াও সমগ্র বাংলা তার শাসনাধীনে আসে। দর্ত পানি ও কেদার মিত্র ছিলেন তার দুইজন বিদ্যাত মন্ত্রী। তাদের মেধা, যোগ্যতা ও সাহসিকতার কারণে তিনি অসামান্য সাফল্য লাভ করেন।

(প্রেরণুর সরকারি কলেজ)

- ক. ইসলামের পঞ্চম খলিফা কে? ১
- খ. কারবালার যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? এ সম্পর্কে লিখ। ২
- গ. উদ্দীপকে উন্নিষিত দেবপালের রাজ্য বিজয়ের সাথে কোন উমাইয়া খলিফার সাদৃশ্য পাওয়া যায়? তার সিন্ধু বিজয়ের কারণ আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উক্ত খলিফা রাজ্য বিজয়ের জন্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলা হয় উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজকে।

১ কারবালার যুদ্ধ ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়। ৬০ হিজরির ১০ই মহরম কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসেনের বাহিনী ও ইয়াজিদের সেনাবাহিনীর মধ্যে রক্তফুরী সংগ্রাম শুরু হয়। ইয়াজিদ বাহিনী ফোরাত নদীর পাড় দখল করে ইমাম হোসেনের বাহিনীকে পানি থেকে বন্ধিত করে। ফলে পানির অভাবে ইমাম হোসেনের ভ্রাতৃশুভ্র কাসেম মৃত্যুবরণ করেন। পরে ইমাম হোসেন নিজপুত্র শিশু আসগরকে নিয়ে ফোরাত নদীতে পানির জন্য গেলে আসগর শরবিন্ধ হয়ে নিহত হয়। পরে ইয়াজিদের নির্দেশে পাপিষ্ঠ সীমার তরবারি স্থারা ইমাম হোসেনের শিরশেদ করে।

২ সৃজনশীল ৩৫ এর 'গ' প্রশ্নেতর দেখো।

৩ খলিফা আল ওয়ালিদ রাজ্য বিজয়ের জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

ঐতিহাসিক হিন্দি বলেন, 'খলিফা ওমর ও ওসমানের আমলে সিরিয়া, ইরাক, পারস্য এবং মিসর বিজয়ের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে; এখন আব্দুল মালিক এবং আল ওয়ালিদের অধীনে আবার মুসলিম সাম্রাজ্য বিজয়ের ছিটীয়পর্ব শুরু হয়। খলিফা প্রথম ওয়ালিদের রাজত্বকালের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল রাজ্য বিস্তার। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতা আব্দুল মালিকের নিকট হতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করলেও তিনি এমন একটি সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করেন। যার ফলে ইসলামের প্রভৃতি পূর্বদিকে সিন্ধু নদ ও আমুর দ্বিয়ার তীর হতে পশ্চিম দিকে আটলাটিকের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হলো।

খলিফা যে বিশাল সুদূরপ্রসারী তিনটি মহাদেশব্যাপী সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বীর সিজার, আলেকজান্দ্র, নেপোলিয়নের পক্ষেও তা সম্ভবপর হয়নি। মুইর বলেন, "ওমরের বিলাস এবং পুরো ইসলাম এতদূর সম্প্রসারিত ও সুসংহত হয়। ঐতিহাসিক গিবন ওয়ালিদকে তৎকালীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্বাট বলে অভিহিত করেন। কারণ বিজয় ছিল তার প্রধান ও অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব। এজন্য বিজেতা হিসেবে তার নাম ইতিহাসের পাতায় ঝর্ণাক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদ তার সাম্রাজ্য বিস্তারের কারণে শ্রেষ্ঠ বিজেতা হিসেবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ২৪ মিথি ও সাদিয়া একই দ্বাসে পড়ে। তারা ঘনিষ্ঠ বাস্তবী হওয়ায় পড়ালেখার ব্যাপারে একে অপরের সহযোগিতা করে থাকে। মিথি ওয়ালিদের স্পেন বিজয় পড়ছিল। এমন সময় সাদিয়া বলে ওঠে, আমিও ওয়ালিদের কৃতিত্ব পড়েছি। তবে সিন্ধু বিজয় খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(দ্বিতীয় জ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান রাজশাহী)

ক. ওয়ালিদ কোন বংশের শাসক ছিলেন? ১

খ. সুলায়মানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কেন? ২

গ. সাদিয়ার পঞ্চিত ওয়ালিদের স্পেন বিজয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উন্নিষিত মিথি ও সাদিয়ার বক্তব্যের আলোকে খলিফা ওয়ালিদের সিন্ধু বিজয় বিশ্লেষণ কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ওয়ালিদ উমাইয়া বংশের শাসক ছিলেন।

খ. সৃজনশীল ৪ এর 'ব' প্রশ্নেতর দেখো।

৩ উদ্দীপকের সাদিয়ার পঞ্চিত খলিফা ওয়ালিদ স্পেনের রাজা রডারিকের কৃশাসন ও নানাবিধ কারণে স্পেন জয় করেন।

উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের স্পেন বিজয় একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। তিনি মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি বাস্তবায়নের জন্য স্পেনে অভিযান প্রেরণ করেন। এছাড়াও তৎকালীন স্পেনের শাসক ছিলেন গথিক বংশীয় রাজা রডারিক। তার কুকীর্তি তখন স্পেনের সামাজিক অবস্থাকে শোচনীয় করে তোলায় তার বিবৃত্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের স্পেন বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে স্পেনে অভিযান প্রেরণ করেন। তবে এর মধ্যে তৎকালীন স্পেনের রাজা

রডারিকের কৃশাসন অন্যতম কারণ ছিল। কেননা রাজা রডারিক স্পেনবাসীকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে কুক্ষিগত করে রেখেছিল। তার অভ্যাচারে স্পেনবাসী অতিষ্ঠ ছিল। তিনি অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ শাসক ছিলেন। বহু ইত্তদিকে তিনি জোর করে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন। এছাড়া পাহল রডারিক সিউটার শাসনকর্তা কাউন্ট জুলিয়ানের পরমা সুন্দরী কন্যা ফ্রেরিভার ঝীলতাহানি করেন। এছাড়া স্পেনের রাজনৈতিক গোলযোগ ও প্রাসাদ বড়যত্রের ফলে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক অবস্থা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হয়ে ওঠে। এসব কৃশাসনের বিরুদ্ধে স্পেনবাসী জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং তারা তৎকালীন মুসলিম সেনাপতিদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এসব অভ্যাচার নির্যাতন এবং অনাচার খলিফা আল ওয়ালিদকে মর্মাহত করে। ফলে তিনি স্পেনের রাজা রডারিকের বিরুদ্ধে তরুণ সেনাপতি তারিককে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। সুতরাং বলা যায়, রাজা রডারিকের কৃশাসন, কুক্ষিগত ফলে সৃষ্ট অনাচার প্রতিহত করার ও ইসলামি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।

৪ উদ্দীপকে উল্লিখিত মিথি ও সাদিয়ার বক্তব্যের আলোকে ভারতীয় উপমহাদেশের সিন্ধুতে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় খলিফা আল ওয়ালিদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

সিংহাসনে আরোহণ করেই খলিফা আল ওয়ালিদ পিতার বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেন। অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমন করে তিনি সেনানায়কদের নেতৃত্বে ইসলামি সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ করেন। আল ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজারাজ বিন ইউসুফের পরামর্শে তিনি ভারত উপমহাদেশে অভিযান প্রেরণ করেন।

উদ্দীপকে মিথি খলিফা আল ওয়ালিদের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। সাদিয়া আল ওয়ালিদের অভিযানসমূহের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযানের কথা উল্লেখ করেছেন। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল ওয়ালিদের সম্পত্তিক্ষেত্রে হাজারাজ বিন ইউসুফ তরুণ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ভারতে অভিযান প্রেরণ করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম ৬০০০ সিরীয় অশ্বারোহী, ৬০০০ উচ্চারোহী এবং ২০০০ ভারবাহী পশুর সমন্বয়ে এক সুসংগঠিত বাহিনী নিয়ে সিন্ধু আক্রমণ করেন। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে রাওয়ার নামক স্থানে রাজা দাহির মুসলিম বাহিনীর সম্মুখীন হয়। তুমুল যুদ্ধে রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হয়। অতঃপর ৭১৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানগণ মূলতান জয় করে ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, খলিফা আল ওয়ালিদ তার সুযোগে নেতৃত্ব দ্বারা মুসলিম সেনাপতিদের গড়ে তোলেন এবং তারা অন্যান্য স্থানের মতো ভারত উপমহাদেশসহ ও মধ্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।

প্রশ্ন ▶ ২৫ কৃষ্ণনৈতিক দক্ষতা এবং মৌলিকতার দিক দিয়ে সম্মাট '৪' পিতার মতো শ্রেষ্ঠ না হলেও বিজেতা শান্তি প্রতিষ্ঠাতা, নির্মাতা এবং অন্যান্য গুণের জন্য তিনি পিতা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠত অর্জন করেছিলেন। এজন্য তাকে তার বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা বলে মনে করা হতো এবং তার শাসনকালে তার বংশের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

- ক. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? ১
খ. দিওয়ান আল খাতাম বলতে কী বোঝা? ২
গ. উদ্দীপকে সম্মাট '৪' শাসকের সাথে তোমার পঠিত কোন উমাইয়া শাসকের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কী কী গুণ ধাকলে তৃষ্ণি উত্তু শাসকের শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলবে— ব্যাখ্যা কর। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হয়রত মুয়াবিয়া (রা)।

খ. দিওয়ান আল খাতাম অর্থ হলো রেজিস্ট্রি বিভাগ।

কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে প্রাদেশিক সরকারের লিখিত সংযোগ সাধনের জন্য খলিফা মুয়াবিয়া 'দিওয়ান আল খাতাম' বা রেজিস্ট্রি বিভাগ নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্রীয় সরকার যেসব হৃত্যনামা প্রদেশিক সরকারকে প্রদান করত সেগুলো যেন জাল না হয় এবং সেগুলো সংরক্ষণের জন্য মুয়াবিয়া এ রেজিস্ট্রি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন।

গ. উদ্দীপকের '৪' সম্মাটের সাথে আমার পঠিত উমাইয়া শাসক আল ওয়ালিদের সাদৃশ্য আছে।

উদ্দীপকের '৪' শাসকের গুণের কথা উল্লিখিত হয়েছে শান্তি প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মাতা হিসেবে। পিতার সাথে তুলনা করে তার চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া না হলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এসব কিছু আল ওয়ালিদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আল ওয়ালিদ একজন নির্মাতা, তিনি উমাইয়া বংশকে একটি শক্ত ভিত্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি একজন বিজেতা তার আমলে আরবরা ইউরোপ ও ভারতীয় উপমহাদেশ দখল করেছিল।

আল ওয়ালিদ ছিলেন খলিফা আদুল মালিকের জ্যেষ্ঠপুত্র। শাসক হিসেবে আদুল মালিকের সাথে কারও তুলনা চলে না। আদুল মালিক সাম্রাজ্য বিস্তৃতির পাশাপাশি সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তার আরবীয়করণ নীতির সুফল ভোগ করেছে পরবর্তী শাসকগণ। তবুও তার পুত্র ওয়ালিদ তার রেখে যাওয়া সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত করেন। রাষ্ট্রে নতুন নতুন সংস্কার আনেন। এজন্য তাকে উমাইয়াদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক বললে অত্যন্তি হবে না। খলিফা প্রথম ওয়ালিদের বিজেতা হিসেবে কৃতিত্ব তাকে স্মরণীয় করে রাখবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সম্মাট উমাইয়া শাসক আল ওয়ালিদকেই স্মরণ করিয়ে দেয়ে।

৫ যেকোনো শাসনব্যবস্থার স্বর্ণযুগ বলতে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও সচ্ছল জীবনযাপনকেই অগ্রাধিকার দেব।

যখন কোনো শাসনব্যবস্থায় জনগণের মনে হবে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যে এবং শ্রেষ্ঠ সময়ে আছে তখনই তাকে স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করা যায়। উপরে বর্ণিত গুণাবলি আল ওয়ালিদের শাসনকালে উপস্থিতি ছিল। তার সময় স্থিতিশীল অবস্থায় ছিল। বহিঃশক্তি আক্রমণ করতে পারেনি। জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের নিষ্ঠ্যাতা ছিল। তার সেনাপতিগণ ভারতীয় উপমহাদেশ ও ইউরোপে সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পাশাপাশি তারা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আল ওয়ালিদের সময় শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ওয়ালিদ এই ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। জনহিতকর কাজে ওয়ালিদ ছিলেন অগ্রগামী। শুধু দামেকেই নয়, বিজিত অঞ্চল তথা স্পেনে শিক্ষা বিভাগে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ওয়ালিদ আরও একটি কাজ করেছিলেন আর তা হলো নৌবহরের উন্নতি সাধন। মুয়াবিয়ার প্রতিষ্ঠিত নৌবহর তার আমলে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে যায়।

উপরিউক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায়, আল ওয়ালিদের শাসনকাল উমাইয়া আমলের স্বর্ণযুগ ছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্নর মোখলেছুর রহমান জাতীয় টাকাবাল হতে বেশ কিছু নতুন কাগজের নোট চালু করেন জাতির পিতা বজাৰশু শেখ মুজিবুর রহমানের জীব সম্মতি। ৫০, ১০০, ১,০০০ টাকার নোট এখন শক্তিশালী বিনিয়ম মুদ্রা। এছাড়া বিকাশের মাধ্যমে টাকা লেনদেন, এ.চি.এম বুথের লেনদেন সব মিশনের দেশের অধিনীতি চাঙ্গা করছে। আতর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ছে।

ক. উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১

খ. উকবা বিন নাফিকে আরব আলেকজান্দ্রার বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত একক মানের মুদ্রা চালুর ক্ষেত্রে কেন খলিফাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? তার মুদ্রানীতি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত খলিফার শাসননীতিই উমাইয়া বংশের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিল— বিশ্লেষণ করো। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

১ উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মুয়াবিয়া।

২ অসাধারণ বীরত্বের জন্য উকবা বিন নাফিসকে আরব আলেকজান্দ্রার বলা হয়।

৩ বিব্রাত বীর উকবা বিন নাফিসকে খলিফা মুয়াবিয়া ১০,০০০ সৈন্যসহ উত্তর আফ্রিকায় প্রেরণ করেন। উকবা এক রক্তকায়ী যুদ্ধে উত্তর

আক্রিকার বাবীরদের দমন করেন এবং ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে লিবিয়া ও তিউনিশিয়া দখল করে কায়রোয়ান নগরীতে উত্তর আক্রিকার রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর উকবা আরও অগ্রসর হয়ে আলজেরিয়া ও মরক্কো দখল করে আটলান্টিকের তীর পর্যন্ত মুসলিম শাসননীতি নিয়ে আসেন। আর রাজ্য বিস্তারে অসাধারণ বীরত্বের জন্যই উকবা বিন নাফিস ইসলামের ইতিহাসে আরব আলেকজান্ড্রার নামে পরিচিত।

৩ উদ্দীপকে বর্ণিত একক মানের মুদ্রা চালুর ক্ষেত্রে খলিফা আব্দুল মালিককে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মুদ্রা হলো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। আরব সাম্রাজ্যে ইতোপূর্বে কোনো একক মুদ্রা ছিল না। মালিকের রাজত্বের সময় তিনি ধরনের মুদ্রা ছিল। যার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল ছিল না। মুদ্রা বিনিয়য়ের সমস্যার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে অসুবিধা দেখা দিতো। এ সকল অসুবিধা দূরীকরণের জন্য খলিফা আব্দুল মালিক নতুন মুদ্রানীতি গ্রহণ করেন। উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জাতীয় টাকশাল হতে বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সম্বলিত বেশ কিছু নতুন কাগজের নোট চালু করেন। এছাড়া তিনি বিকাশ ও এ. টি. এম. বুথের লেনদেনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি চাঞ্চা করেন। অনুরূপভাবে খলিফা আব্দুল মালিকও সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গতিশীল ও জাল মুদ্রার প্রচলন রোধ করার জন্য খাঁটি আরবি মুদ্রার প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। জাতীয় মুদ্রা প্রচলনের জন্য তিনি ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে জাতীয় টাকশাল স্থাপন করেন। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, ‘আব্দুল মালিক ইসলামের সর্বপ্রথম টাকশালের প্রবর্তন করেন।’ খলিফা আব্দুল মালিক দিনার, দিরহাম ও ফালুস নামের ঝর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। মুদ্রাগুলোকে জাতীয়করণ ও আরবীয়করণের জন্য মুদ্রায় ত্রুসের পরিবর্তে আরবি বর্ণমালা লেখা হয়। সুতরাং, আব্দুল মালিকের মুদ্রানীতি ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ একটি পদক্ষেপ।

৪ উক্ত খলিফার শাসননীতি অর্থাৎ খলিফা আব্দুল মালিকের (৬৮৫-৭০৫) শাসননীতিই উমাইয়া বংশের ভিত্তি সুন্দর করেছিল।

ঐতিহাসিকগণ তার শাসনামলকে Glorious Age of the Umayyads বলে অভিহিত করেছেন। খলিফা আব্দুল মালিক তার আরবীয়করণ নীতির সফল বাস্তবায়নের জন্য ফারসি, সিরীয়, ও গ্রিকসহ প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার উচ্ছেদ সাধন করে আরবিকে রাষ্ট্রীভাষার ঘর্যাদাদান করেন। তিনি আরবীয় লিপির ব্যাপক সংস্কার সাধন করেছিলেন। তিনি খাঁটি আরবীয় মুদ্রার প্রচলন করে সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন করেন।

খলিফা আব্দুল মালিক তার সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের গভর্নর হাজাজ বিন ইউসুফের পরামর্শে রাজস্ব ব্যবস্থায় ব্যাপক সংস্কার সাধন করেছিলেন। তিনি মাওয়ালিদের উপর জিজিয়া ও খারাজ প্রবর্তন করেন। অনাবাদি জমি ও জলাভূমির জল নিষ্কাশন করে সেগুলোকে চাবের আওতায় আনা হয়। এছাড়া তিনি পারসিকদের পক্ষত অনুযায়ী ডাক চালান (Relay of Horses) প্রথার প্রচলন করেন। তিনি সাম্রাজ্যের বড় বড় রাস্তার পাশে ডাকটোকি নির্মাণ করেন। তাছাড়া তিনি মহাফেজখানা ও দস্তাবেজখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দামেস্কে ‘দিউয়ানুল রাসায়েল’ নামে একটি নতুন দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। আর তিনি সাম্রাজ্যে সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনকালে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পৌরব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ২৭ উসমানের প্রতিষ্ঠিত এশিয়া মাইনরের হোট উসমানীয় রাজ্যকে সুলতান ছিতীয় মুরাদ এক বিশাল সাম্রাজ্য পরিষ্ঠিত করেন। তার সৌভাগ্য যে, বেশ কিছু রূপনিপুন সেনাপতির কর্মকর্তা তিনি কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তার সাম্রাজ্যকে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় বিস্তৃত করে সর্বত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে তার এই রাজ্য বিজয়ে দেশের যে স্থিতিশীলতা এবং অর্থের প্রয়োজন ছিল, তার ব্যবস্থা পূর্ববর্তী সম্ভাট তার পিতা করে রেখে দিয়েছিলেন।

/আর.চি. এ.ল্যাব: স্কুল এত কলেজ, কৃষ্ণনগর/

৪. শুমর বিন আব্দুল আজিজকে পঞ্চম ধার্মিক খলিফা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
৫. উদ্দীপকের সুলতান ছিতীয় মুরাদের পিতার সাথে কেন উমাইয়া খলিফার কাজের সামঞ্জস্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
৬. তৃষ্ণি কি মনে কর উদ্দীপকের ছিতীয় মুরাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সেনাপতিদের অবদানের মতোই খলিফা আল ওয়ালিদের সেনাপতিদের সহায়তা পেয়েছিলেন? মতামত দাও। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক উমাইয়া খলিফা সুলায়মানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয়।
খ সৃজনশীল ১৯ এর ‘খ’ প্রশ্নের দেখো।
গ সৃজনশীল ৫ এর ‘গ’ প্রশ্নের দেখো।
ঘ সৃজনশীল ৫ এর ‘ঘ’ প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ বৃহুল আমিন অভিজাত বংশের সন্তান। তার পিতা একজন সফল এবং বিখ্যাত শাসক ছিলেন। বাল্যকাল থেকে বৃহুল আমিন ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, যেধাবী ও কর্তব্যপরায়ণ। পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করে বংশীয় ঐতিহ্য, কর্তব্যপরায়ণতা এবং সাহসিকতা একসময় তাকেও একজন সফল শাসকে পরিষ্ঠিত করে। তিনি একজন দিঘিজয়ী বীর হিসেবেও বেশ সুনাম কৃতিয়েছেন।

- ক টুরসের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? ১
খ খলিফা আব্দুল মালিকের আরবীয়করণনীতি ব্যাখ্যা করো। ২
গ বৃহুল আমিনের বৃদ্ধিমত্তা ও বীরত্ব তোমার পঠিত কেন উমাইয়া খলিফার সাথে তুলনা করা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ উক্ত খলিফার রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযানগুলোর বর্ণনা দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক টুরস এর যুদ্ধ ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়।
খ খলিফা আব্দুল মালিকের আরবীয়করণ নীতি বলতে আরবিকে রাষ্ট্রীভাষার মর্যাদাদান এবং শাসন ক্ষেত্রে আরবীয়দের আধিপত্য বিস্তার করাকে বোঝায়।

খলিফা আব্দুল মালিকের শাসননীতি মূলত আরব জাতীয়তাবাদী চেলনার বিকাশের মধ্যে নিহিত ছিল। শাসনক্ষেত্রে তিনি আরব মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে মুসলিম শাসননীতি কার্যকর করেন। প্রশাসনকে আরবীয়করণ করা তার একটি উন্নেখন্যোগ্য কৌণ্ডি। তিনি সরকারি অফিসে আরবি ভাষার প্রচলন, আরবি বর্ণলিপির উন্নতি সাধন ও বিশুদ্ধ আরবি মুদ্রার প্রচলন করেন।

- ঘ উদ্দীপকের বৃহুল আমিনের সাথে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের মিল রয়েছে।

উদ্দীপকের বৃহুল আমিনের গুপ্তের কথা উল্লিখিত হয়েছে শান্তি প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মাতা হিসেবে। পিতার সাথে তুলনা করে তার চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া না হলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এসব কিছু আল ওয়ালিদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আল ওয়ালিদ একজন নির্মাতা, তিনি উমাইয়া বংশকে একটি শক্ত ভিত্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি একজন বিজেতা। তার আমলে আরবরা ইউরোপ ও ভারতীয় উপমহাদেশ দখল করেছিল।

আল ওয়ালিদ ছিলেন খলিফা আব্দুল মালিকের জ্যেষ্ঠপুত্র। শাসক হিসেবে আব্দুল মালিকের সাথে কারও তুলনা চলে না। আব্দুল মালিক সাম্রাজ্য বিস্তারির পাশাপাশি সাম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তার আরবীয়করণ নীতির সুফল ভোগ করেছে পরবর্তী শাসকগণ। তবুও তার পুত্র ওয়ালিদ তার রেখে যাওয়া সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত করেন। রাষ্ট্রে নতুন নতুন সংস্কার আনেন। এজন্য তাকে উমাইয়াদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক বললে অত্যুক্তি হবে না। খলিফা প্রথম ওয়ালিদের বিজেতা হিসেবে কৃতিত্ব তাকে স্মরণীয় করে রাখবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের সম্ভাট উমাইয়া শাসক আল ওয়ালিদকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

খ খলিফা আল ওয়ালিদের সময়ের সামরিক অভিযানগুলোর মধ্যে সিন্ধু এবং স্পেন অভিযান গুরুত্বপূর্ণ।

উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদও ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিজেতা। তার শাসনামলে সাম্রাজ্য বিস্তারের সাথে ইসলাম ধর্মেরও বিস্তার লাভ করে।

খলিফা আল ওয়ালিদ হাজাজ, কোতায়বা, ইবনে কাশিম, তারিক ও মুসার মতো বিখ্যাত রণনির্মাণ সেনাপতিদের অসাধারণ শৈয়ুবীয় এবং অক্ষণ্ট চেষ্টার ফলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বহুস্থানে আরব অধিকার পুনরুৎসাহিত করেছিলেন। ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে কোতায়বা মধ্য এশিয়ার বুখারা, সমরবন্দ, খোজান্দা, তাসবন্দ, ফারগানা দখল করে চীন সীমান্তে পৌছান এবং ৭১৪ খ্রিস্টাব্দে কাশগড় জয় করে সমগ্র মধ্য এশিয়া অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হাজাজ বিন ইউসুফের আদেশে মুহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু অধিকার করেন। সেনাপতি মুসা মেজকী, মিনকী, ইতিকা প্রভৃতি ঝীপ রোমানদের নিকট হতে জয় করে মুসলিম শাসন স্থাপন করেন। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে তারিক বিন জিয়াদ স্পেন জয় করেন। এভাবে খলিফা আল ওয়ালিদের শাসনামলে তাঁর সাম্রাজ্য একদিকে আটলান্টিক হতে পীরেনিজ এবং ভারতের সিন্ধু হতে আরম্ভ করে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, খলিফা আল ওয়ালিদের সময়ে ইসলামি সাম্রাজ্য ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। এমনকি ওমর (রা) এর শাসনামল ছাড়া অন্য কোনো আমলে মুসলিম সাম্রাজ্য বিদেশে এতটা সম্প্রসারিত ও সংহত হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ২৯ পূর্ববর্তী শাসকের মনোনয়ন অনুসারে আতাউর সিংহসনে আরোহণ করেন। ক্ষমতা লাভের পর তিনি তার ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি প্রতিষ্ঠাকরে তিনি কতিপয় জনকল্যাণকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তারনীতি পরিভ্যাগ করে তিনি শাস্তির কৌশল গ্রহণ করেন।

(সিলজ্জুর সরকারি কলেজ)

- ক. দামেস্কের উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১
খ. হাজাজ বিন ইউসুফ বিখ্যাত ছিলেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসক আতাউরের শাসনব্যবস্থার সাথে তোমার পৃষ্ঠিত কোন উমাইয়া শাসকের শাসনব্যবস্থার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়? আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের শাসকের উল্লিখিত শাসননীতি ছাড়াও তোমার পৃষ্ঠিত শাসক সুশাসনের জন্য যে সকল নীতি প্রবর্তন করেছিলেন তা বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দামেস্কের উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হ্যরত মুয়াবিয়া (রা)।

খ হাজাজ বিন ইউসুফ একজন শ্রেষ্ঠতম উমাইয়া প্রশাসক। উমাইয়া শাসন সুরক্ষার তিনি অনন্য অবদান রাখেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি হিজাজ, ইরাক ও পূর্বাঞ্চলের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভারতসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল জয় করেন। তিনি রাজব্যবস্থা সংস্কার ও কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা পালন করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তার শাসনব্যবস্থা ও চিন্তা উমাইয়া সাম্রাজ্যে এক নববৃগ্রে সৃচনা করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাসক আতাউরের শাসনব্যবস্থার সাথে আমর পৃষ্ঠিত উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসনব্যবস্থার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

উমাইয়া খলিফাগণের বেশিরভাগই সম্প্রসারণবাদী, বেচ্ছাচারী, স্বজনপ্রীতি, পোত্রপ্রীতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। কিন্তু ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসননীতি ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি উমাইয়াদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহার করেন। সকল ধর্মের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করেন এবং রাজব্য ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করেন। উদ্দীপকে শাসক আতাউরের শাসনব্যবস্থার মধ্যেও অনুরূপ চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শাসক আতাউর রহমান বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তার নীতি পরিহার করে শাস্তির কৌশল গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। এ সকল

কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উমাইয়া খলিফা আব্দুল আজিজের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটেছে। আব্দুল আজিজ পূর্ববর্তী সাম্রাজ্যবাদীনীতি পরিহার করে সাম্রাজ্যের সংহতি বিধানে মনোযোগ দেন। তিনি পূর্বে পরিচালিত অভিযানসমূহ বন্ধ করেছেন। পরবর্তীতে কলস্টান্টিনোপল বিজয়ের ফলাফলে এসে পৌছলেও তিনি সেখানে অবরোধ তুলে নেন। তবে তিনি বাইজান্টাইনে আঘৰক্ষার জন্য তুর্কিদের আক্রমণ করেন। এরপর তিনি সিন্ধু জয় করেন। এছাড়া তিনি সকল ধর্মের লোকদের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখেন। রাজব্য ক্ষেত্রে তিনি মুসলমানদের জন্য জাকাত ও উশর বাধ্যতামূলক করেন এবং অমুসলমানদের জিজিয়া দেওয়ার নির্দেশ দেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের বিষয়ের সাথে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে শাসকের উল্লিখিত শাসননীতি ছাড়াও আমার পৃষ্ঠিত শাসক ওমর বিন আব্দুল আজিজ সুশাসনের জন্য নানা প্রকার সৃষ্টি ও উদারনীতি প্রবর্তন করেছিলেন।

উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ তার শাসনামলে এক ব্যতিক্রমধর্মী শাসননীতি গ্রহণ করেন। শাসনক্ষেত্রে তিনি তার পূর্ববর্তী সকল শাসকের গৃহীত নীতি পরিভ্যাগ করে উদার ও সৃষ্টি নীতি প্রণয়ন করেন। এছাড়া তিনি রাজব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। আব্দুল আজিজ রাজব্য নীতির ইসলামিকরণে বিশ্বাসী ছিলেন। উদ্দীপকেও দ্বিতীয় ওমরের এ সংস্কারগুলোর কয়েকটি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায় শাসক আতাউর ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। তিনি বিদ্রোহ দমন ও রাজ্য বিস্তারনীতি পরিভ্যাগ করে শাস্তি কৌশল গ্রহণ করেন। এ সমস্ত কর্মকাণ্ড খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে এগুলো ছাড়াও তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্বের ব্রার্পের, লোভী ও অত্যাচারী শাসনকর্তাদের অপসারণ করে। তদন্তে সৎ ও বিশ্বাসী ব্যক্তিদের নিযুক্ত করেন। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গ নিয়ে তিনি হিমারীয় ও মুদুরীয় গোত্রের মধ্যে বৈষম্য দূর করে উভয় গোত্রের যোগ্য ব্যক্তিদের দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করেন। ইসলামি রাজব্যনীতির কারণে অনেক অমুসলমান মুসলমান হয়ে যায়। ফলে করের পরিমাণ বক্রুলাংশে কমে যায়। ধর্মান্তরিত অনেক মাওয়ালি সৈন্যদলে যোগ দিলে এবং সৈনিক হিসেবে বেতন, ভাতা, গণমত ও পেনশন পেতে থাকলে গ্রাম হতে তারা শহরে আসলে কৃষিকাজ ব্যবহৃত হয়। ওমর বিন আব্দুল আজিজ রাজব্যনীতি সংস্কার করে মাওয়ালিদেরকে আগের মতো কর দিতে বাধ্য করেন। ফলে রাজব্য আয় বেড়ে যায়। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের শাসকের তুলনায় খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃতি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন।

প্রশ্ন ▶ ৩০ পৃথিবীর সভ্যতা, রাজবংশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রতিটি সভ্যতা বা রাজবংশেই সূচনা, ক্রমবিকাশ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ, ক্রমান্বয়িত অবশ্যত্বাবলী। ইতিহাসে এই রাজবংশটির শাসন আমলকে 'রাজ্য সম্প্রসারণের যুগ' বলা হয়। যেরূপ অনুপ্রেরণা, উৎসাহ, আদর্শ ও মূলনীতি নিয়ে এ রাজবংশটি ক্রমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল কালের বিবর্তনে তারাই আবার মূল আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

- (গাইরস্থা সরকারি মহিলা কলেজ)
- ক. 'পিরামিড' কী? ১
খ. 'অন্ধকার যুগ' বলতে কী বোঝায়- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উমাইয়া বংশের পতনের তিনটি কারণ লিখ। ৩
ঘ. উমাইয়া বংশের ফলাফল আলোচনা করো। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পিরামিড হলো তিতুজ আকৃতির সৌধ।

খ অন্ধকারের যুগ বলতে ইসলাম পূর্ব আবর্বের অরাজকতা ও বিশ্বজ্ঞানপূর্ণ সময়কালকে বোঝায়।

অন্ধকার যুগের আবর্বি শব্দ আইয়ামে জাহেলিয়াত। মহানবি (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আবর্বের একশত বছর সময়কালকে অন্ধকার যুগ বলা হয়। এ যুগে মানুষের মধ্যে কোনো প্রকার নৈতিকতা, সততা, দায়িত্বজ্ঞান ও শাশীনতা ছিল না। অন্যায়-অনাচারের সমাজ নিমজ্জিত ছিল। এজন্য এ যুগকে অন্ধকারের যুগ বলা হয়।

গ. নিম্নে উমাইয়া বংশের পতনের তিনটি কারণ লেখা হলো—
মুসলিমদের শাস্তা, কৃটনীতি এবং বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভর করে নিজ পুত্র ইয়াজিদকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করে ইসলামি সাধারণতন্ত্রের পরিবর্তে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেন। উমাইয়া খলিফাগণ কর্তৃক জনসাধারণ দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পদ্ধতির বিলোপ সাধনের ফলে ধর্মপরায়ণ এবং বৃদ্ধিজীবী মহল এই বংশের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। তারা কোনো দিনই উমাইয়া খলিফাগণকে সহযোগিতা করেননি। তাদের অনাস্থা ও অসহযোগিতার ফলে উমাইয়া বংশের পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। উমাইয়া যুগে উত্তরাধিকারী নির্বাচনের কোনো সুনির্দিষ্ট আইন কানুন না থকায় সাম্রাজ্যে বহু গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। খলিফাগণ কখনো জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, কখনো পর্যায়ক্রমে সকল পুত্রকে, আবার কখনো বা পিতৃব্যপুত্র ও প্রাতুল্যপুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে রাজপরিবারের মধ্যে অন্তর্দ্রোহণের বীজ বপন করতেন। এই বংশের ১৪ জন খলিফার মধ্যে কেবল ৪জন খলিফার পুত্রগণ তাদের উত্তরাধিকারী হতে পেরেছিলেন। উত্তরাধিকার মনোনয়নের এ অস্থিতিশীলতা উমাইয়া শাসনের পতনকে ত্বরান্বিত করে। শিয়া সম্প্রদায়ের বিরোধিতা উমাইয়া বংশের পতনের জন্য দায়ী। খুতবায় আলী (রা) ও তার বংশধরদের বিরুদ্ধে নিন্দা, কৃৎসা রটনা, কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনা প্রভৃতি কারণে শিয়া সম্প্রদায় উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছিল।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, অনুপ্রেরণা, উৎসাহ আদর্শ ও মূলনীতি নিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বংশটি কালের বিরুদ্ধে আবার মূল আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। যা উমাইয়া বংশের পতনের জন্য দায়ী।

ঘ. উমাইয়া শাসনের ফলাফল নিম্নে আলোচনা করা হলো—
খুলাফায়ে রাশেন্দিনের ত্রিশ বছরান্তে উমাইয়া খলিফত শুরু হয় (৬৬১ সালে)। উমাইয়া খলিফত হয়েরত মুসলিম (রা) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়ে মোট ১৪ জন খলিফার দ্বারা এর শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। ওমর বিন আব্দুল আজিজ (৭১৭-৭২০ সালে) ছিলেন উমাইয়া খলিফতের একমাত্র আদর্শ খলিফা যিনি খুলাফায়ে রাশেন্দিনের আদর্শ অনুসরণে খলিফতকাল পরিচালনা করেন। তিনি ইতিহাসে ছিতীয় ওমর নামেও পরিচিত। তার খলিফতকাল ছিল সর্বপ্রকার বড়বড়, বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতা মুক্ত। তিনি ছিলেন সদাশয় প্রজাবৎসল এবং ব্যক্তিগত, দলগত বা গোষ্ঠীগত সকল প্রকার স্বার্থের উৎরে। তিনি জনসাধারণের মজালার্পে যা প্রয়োজন মনে করতেন তাই করতেন। এজন্য তাকে 'খলিফাতুন সালিহ' বলা হতো। এরপর আরও কতিপয় উমাইয়া খলিফার আগমন ঘটে কিন্তু খুলাফায়ে রাশেন্দিনের আদর্শ মেনে কোনো খলিফাই মুসলিম সাম্রাজ্য পরিচালনায় মনোনিবেশ করেননি। রাজ্য বিস্তার হতে শুরু করে প্রজাপালনের উদ্দেশ্যে শাসন প্রতিক্রিয়ার কাঠামো গঠন হয়েছে ঠিকই কিন্তু তা হতে ইসলামের মূল আদর্শকে দূরে ঠেলে ব্যক্তি, গোষ্ঠী তথা দলগত স্বার্থ রক্ষাই ছিল মুখ্য। তারপরও সারিক মূল্যায়নে বলা যায় এ শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেক শাসক ব্যক্তি স্বার্থে পাশাপাশি রাজ্যের উন্নয়ন। শিল্প সাহিত্যের উন্নয়ন, স্থাপত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায় উমাইয়া শাসনব্যবস্থায় ইতিবাচক দিকের চেয়ে নেতৃত্বাচক দিকই প্রাধান্য পেয়েছিল। অবশেষে আবাসীয় বংশের উত্থানের মাধ্যমে এ বংশের পতন ঘটে।

প্রশ্ন ► ৩১ রানা একজন শাসকের শাসনব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা শুনছিল। তিনি দীর্ঘ বিশ বছরের অধিক অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করেন। ফলে তার রাজ বংশ দ্রুত ধ্রংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। নানা প্রতিকূলতা ও বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে তিনি তার রাজবংশের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার প্রান্তর চেষ্টা চালান। তাকে তার বংশের 'শেষগৌরব' বলা হয়।

/গাঁথুরাম্বা সরকারি মহিলা কলেজ/

- ক. কোন খলিফাকে 'রাজেন্দ্র' বলা হয়? ১
- খ. আবুজর গিয়ারী কে ছিলেন? ২
- গ. উদ্দীপকে কোন শাসকের কথা বলা হয়েছে? আলোচনা করো। ৩
- ঘ. খলিফা হিসামকে উমাইয়াদের 'শেষগৌরব' বলা হয় কেন? ৪

ক. খলিফা আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বলা হয়।

খ. আবুজর গিয়ার (রা) ছিলেন মহানবি (স)-এর একজন প্রিয় সাহাবি।

আবুজর ছিলেন একজন সমাজতন্ত্রবাদী। পুজিবাদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বপ্রথম প্রতিবাদ জানান। ধন সঞ্চয়ের নীতিকে তিনি তীক্ষ্ণভাবে নিন্দা করতেন। তিনি প্রচার করতেন, 'সঞ্চয় করার জন্য ধন নয়, এটি জনহিতকর কাজে ব্যয় করার জন্য।' খলিফা ওমর (রা) তাকে বোৰামের চেষ্টা করেছিলেন যে, যাকাত প্রদান করে ধন সঞ্চয় করা অন্যায় নয়। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও খলিফা তাকে নিজের মতো থেকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না। তাই শাস্ত্রিকার জন্য খলিফা তাকে 'রাবাধা' নামক স্থানে পাঠিয়ে দেন এবং দুই বছর পর সেবানে তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

গ. উদ্দীপকে উমাইয়া শাসক হিসামের কথা বলা হয়েছে।

ঘৃতীয় ইয়াজিদের মৃত্যুর পর খলিফা আব্দুল মালিকের চতুর্থ পুত্র হিশাম উমাইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। গোলযোগ ও অরাজকতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ক্ষমতা লাভ করে উমাইয়া সাম্রাজ্যকে অবনতির হাত থেকে রক্ষার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

উমাইয়া খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক ৭২৪ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে খিলাফতের প্রদীপকে শেষবারের মতো প্রজ্ঞালিত করেছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে চারদিকে বিভিন্ন বিদ্রোহ দেখতে পান। প্রায় সকল বিদ্রোহকে তিনি দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি হিমারীয় ও মুদারীয়দের মধ্যকার কলহ দমন করেন। তিনি খোরাসান ও মধ্য এশিয়ার অনেকগুলো বিদ্রোহ দমন করেন। এছাড়া তিনি রাজা বিস্তারেও কিছুটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের বিশ্বজ্ঞল অবস্থায় আব্দুর রহমান আল গাফিকাকে স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে বিদ্রোহ দমন করে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রানা যে শাসকের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে শুনছিলেন, তিনি দীর্ঘ বিশ বছরের অধিক অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করেন। ফলে তার রাজবংশ দ্রুত ধ্রংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। তিনি রাজ্যের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনেন। যা খলিফা হিশামকে নির্দেশ করে।

ঘ. বিভিন্ন কারণে খলিফা হিসামকে উমাইয়াদের শেষ গৌরব বলা হয়।

খলিফা হিশাম ইসলাম ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। হিশাম ছিলেন একজন আদর্শ মুসলিম। তিনি ইসলামের একনিষ্ঠ রক্ষক হিসেবে ছিতীয় ওমর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলো চালু রাখেন এবং রাজদণ্ডবার থেকে সকল অনেকামিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেন। তিনি প্রজাদের প্রতি সহমর্মী ছিলেন। প্রজাদের জন্য তিনি কয়েকটি খাল খনন করেন। তিনি সুরম্য আঞ্চলিকা, রাজপ্রাসাদ এবং বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ করেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি দুর্গ নির্মাণ করেন। বৃক্ষকা তার স্থাপত্যশিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নির্দেশন। এছাড়া শাসনক্ষেত্রেও তিনি দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি পতনের যুগেও উমাইয়া বংশের গৌরবকে কিছু দিনের জন্য হলেও সমুন্নত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাকে উমাইয়া বংশের শেষ গৌরব বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় খলিফা হিশাম মৃত্যু তার রাজ বংশকে ধ্রংসের হাত থেকে রক্ষা করে হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনেন। তাই তাকে তার বংশের শেষ গৌরব বলা হয়।

পরিশেষে বলা যায় খলিফা হিশাম উমাইয়া শাসনের জরাজীর্ণ ও দুর্দশাগ্রস্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির একজন ভীতসন্তুষ্ট দর্শকমাত্র। এ পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবুও উমাইয়া সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য তার আন্তরিক প্রচেষ্টার ও নিষ্ঠার অভাব ছিল না। এখানেই হিশামের কৃতিত্ব চির জাগরুক।

প্রশ্ন ▶ ৩১ মুসলিমনা তার দাদার কাছে এক শাসকের সংস্কারের কাহিনী শুনছিল। যিনি আরবি বর্ণমালার উন্নতি, আরবি মুদ্রার প্রচলন, জাতীয় টাকশাল স্থাপন, প্রশাসনিক দণ্ডের প্রতিষ্ঠা, ডাক বিভাগ ও পুলিশবাহিনী সংস্কার করে স্থাপত্যশিল্পের উন্নয়ন করেন। তিনি 'সংস্কারক' হিসেবে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেন।

(গাইবান্দা সরকারি মহিলা কলেজ)

- ক. কাকে 'আরবদের শেঞ্চীয়ার' বলা হয়? ১
- খ. 'হিলফুল ফুজুল' এর শর্তাবলি লিখ। ২
- গ. উদ্দীপকে কোন শাসকের কথা বলা হয়েছে লিখ? ৩
- ঘ. খলিফা আক্বুল মালিকের শাসন সংস্কারসমূহ সংক্ষেপে লিখ। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইমরুল কায়েসকে আরবদের শেঞ্চীয়ার বলা হয়।

খ অহেতুক ও অন্যায় যুদ্ধ বন্ধ এবং অসহায়দের সহায়তার জন্য মহানবি (স) কর্তৃক গঠিত শান্তি সংঘকে হিলফুল ফুজুল বলা হয়। এর বেশ কিছু শর্ত ছিল। (ক) দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। (খ) বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সন্ত্বাব ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বন্ধ করা। (গ) অভ্যাচারীকে অভ্যাচার করা থেকে বিরত রাখা। (ঘ) দুর্বল, অসহায় ও এতিমদের সাহায্য করা। (ঙ) বিদেশি বণিকদের জন্য ও মালের নিরাপত্তা বিধান করা। (চ) সর্বোপরি সকল প্রকার অন্যায় ও অবিচার অবসানের চেষ্টা করা।

গ উদ্দীপকে উমাইয়া শাসক আক্বুল মালিকের কথা বলা হয়েছে।

আক্বুল মালিক ৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে পিতার মনোনয়নক্রমে মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন। খলিফা নির্বাচিত হয়ে তিনি রাষ্ট্রকে জাতীয়করণ ও সুস্থ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আরবিকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দান করেন। তিনি আরবি মুদ্রা প্রচলনের জন্য ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় টাকশাল গঠন করেন। আক্বুল মালিক রাজবংশ সংস্কারের মাধ্যমে বিরাজমান অধৈনেতৃক স্থিতির কাটিয়ে উঠেন। রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ডাক চালান প্রথার প্রচলন করেন। খলিফার আদেশ-নির্দেশ সংরক্ষণের রেজিস্ট্রি বিভাগ চালু করেন। রাজ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দিওয়ানুল কাব্য নামে একটি দণ্ডের প্রতিষ্ঠা করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় মুসলিমনা তার দাদার কাছ থেকে একজন শাসকের সংস্কারের কাহিনী শুনছিলেন। যিনি আরবি বর্ণমালার উন্নতি, আরবি মুদ্রার প্রচলন, জাতীয় টাকশাল স্থাপন, ও ডাক বিভাগের উন্নয়ন করেন। যা উমাইয়া খলিফা আক্বুল মালিককে নির্দেশ করে।

ঘ সূজনশীল ১৫ এর 'ঘ' প্রশ্নের দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ জনাব আরাফাত একটি রাজবংশ এবং নতুন একটি খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা। খিলাফতের শুরুতেই তিনি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে বংশানুকরণ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপন, বায়তুলমালকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে বৃপ্তাত্তরকরণ, মুসলিম নৌবাহিনী গঠনসহ খিলাফতের ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। তিনি নিঃসন্দেহে একজন অভিজ্ঞ শাসক ও সুনিপুণ কুটনীতিবিদ। সময় ও অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে তিনি হিলেন সিদ্ধ হন।

(গাইবান্দা সরকারি মহিলা কলেজ)

- ক. কাকে 'ইতিহাসের জনক' বলা হয়? ১
- খ. 'খারেজি' কারা- ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে কোন খলিফার কথা বলা হয়েছে- আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হেরোডেটাসকে ইতিহাসের জনক বলা হয়।

খ উৎপন্ন অবস্থনকারী, ইসলামি ত্যাগীদের খারেজি বলা হয়।

আরবিতে 'খারেজি' শব্দ 'খারাজ' বহুবচনের খাওয়ারিজ থেকে এসেছে। যার অর্থ দলত্যাগী। আর এ নিকলসন বলেন, 'খারেজি' বলতে সেই দলকে বোঝায় যারা আল্লাহর নামে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে বেরিয়ে

আসেন। কে শাহবাস্তানির মতে, আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে 'দুমাতুল জন্মানের' সন্ধিকে কেন্দ্র করে যে দলটি 'লা হুকমা ইন্না লিমাহ' বা আল্লাহর হুকুম ব্যতীত অন্য কোনো বিধান নেই। এ আওয়াজ তুলে আলীর পক্ষ ত্যাগ করেছিল তারাই মূলত খারেজি নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে উমাইয়া খলিফা হ্যারত মুয়াবিয়া (রা)-এর কথা বলা হয়েছে।

খলিফা মুয়াবিয়া একজন সুদৃঢ় ও প্রতিভাবান শাসক ছিলেন। তিনি শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য সিরিয়াতে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি সুস্থভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ডাক বিভাগ, ভূমি রাজস্ব বিভাগসহ কয়েকটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকেও এটি পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে অটোমান সুলতান সুলাইমান জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করে নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে রোডস ও মাল্টা প্রত্তি দ্বীপ বিজয় করেন। এছাড়া তিনি গুপ্তচর প্রথা ও ডাকবিভাগ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আরো কয়েকটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে খলিফা মুয়াবিয়া মুসলিম নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য মিসরের ন্যায় সিরিয়াতে একটি জাহাজ নির্মাণ কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তার খিলাফতকালে মুসলিম নৌবাহিনী সাইপ্রাস, রোডস ও এশিয়া মাইনরের উপকূলবর্তী অন্যান্য গ্রিক দ্বীপ জয় করে। তিনি শুমর (রা)-এর সময় যে গুপ্তচর প্রথার প্রচলন ছিল তাকে নতুন রূপে সম্প্রসারিত করেন। তিনি ডাক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে প্রতি ১২ মাইল অন্তর একটি করে ডাকঘর স্থাপন করা হয় এবং ঘোড়া ও উটের সাহায্যে এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাকঘরে সংবাদ আদান-প্রদান করা হতো। এছাড়াও তিনি রেজিস্ট্রি বিভাগ, ভূমি রাজস্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে মুয়াবিয়ার শাসনব্যবস্থার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একটি রাজবংশ ও নতুন খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা জনাব আরাফাত খিলাফতের শুরুতেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে বংশানুকরণ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক কাঠামো স্থাপন, বায়তুলমালকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে বৃপ্তাত্তরকরণ, মুসলিম বাহিনী গঠনসহ খিলাফতের ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। যা হ্যারত মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার কৃতিত্ব মূল্যায়ন করা হলো—
উদ্দীপকের খলিফার ন্যায় উক্ত খলিফা অর্থাৎ খলিফা মুয়াবিয়া বিভিন্ন সংস্কার সাধনের মাধ্যমে উমাইয়া খিলাফতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

খলিফা মুয়াবিয়াই সর্বপ্রথম খিলাফতকে সালতানাতে বৃপ্তাত্তরিত করেন। তিনিই প্রথম শাসক যিনি নিজেকে রাজ মর্যাদায় ভূষিত করেন। তিনি খুলাফায়ে রাশেন্দিনের আমলে প্রবর্তিত মজলিসে শুরূ বা পরামর্শসভা বাতিল করে রাজকীয় ক্ষমতা সুসংহত করেন এবং প্রাসাদরক্ষা বাহিনী গঠন করেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকেও বিভিন্ন সংস্কারের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে অটোমান সুলতান সুলাইমান একটি শক্তিশালী সামরিক বিভাগ গঠনের মাধ্যমে রাজ্যসম্প্রসারণ মীতি কার্যকর করেন। এছাড়া তিনি রাজকীয় মর্যাদা সুসংহত করেন এবং প্রাসাদ রক্ষীবাহিনী গঠন করাসহ নানাবিধ প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে মধ্যযুগের ইতিহাসে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। অনুরূপভাবে খলিফা মুয়াবিয়া একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠন করার জন্য প্রাচীন গোত্রভিত্তিক সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তে জাতি-ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে একটি সংঘবন্ধ রাষ্ট্রীয় বাহিনী গঠন করেন। যাদের মাধ্যমে তিনি সাইপ্রাস, রোডস, লেড প্রভৃতি দ্বীপে মুসলিম বিজয় প্রত্যক্ষ উত্তোলন করেন। এছাড়া রাজকীয় মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তিনি নিজেকে রাজ মর্যাদায় ভূষিত করেন এবং প্রাসাদ দ্বারে রক্ষীবাহিনী নিয়োগ, রেশম ও মুস্তার মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন। তিনি গুপ্তচর প্রথা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ডাকবিভাগ স্থাপন, রেজিস্ট্রি বিভাগ ও ভূমি রাজস্ব বিভাগ স্থাপন প্রভৃতি প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে উমাইয়া খিলাফতকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব আরাফাত খেলাফতের ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় মনেনিবেশ করে। তিনি একজন অভিজ্ঞ শাসক ও সুনিপুণ কৃটনৈতিবিদ ছিলেন। সময় ও অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে তিনি ছিলেন সিংহ হস্ত। যা উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়ার কৃতিত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, মুয়াবিয়া একজন সাহসী ও যোগ্য শাসক ছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৪ বায়েজিদ সাহেবকে ক্ষমতা গ্রহণ করার পর সংকটময় রাজনৈতিক অবস্থা মোকাবিলা করতে হয়েছে। তার শাসনব্যবস্থার কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি দৃঢ়হস্তে বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি আরবি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দান করেন। আরবি লিপির উৎকর্ষ সাধন, আরবি মুদ্রা প্রচলন এবং ডাক বিভাগের সংস্কার তার শাসন আমলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। এসব কারণে বায়েজিদ সাহেবকে তার বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা শাসক বলা হয়।

(তারপরবাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজ)

ক. ইয়াজিদের পিতার নাম কী?

১

খ. কাকে এবং কেন ইসলামের ৫ম খলিফা বলা হয় ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত শাসনকর্তা যে সকল বিদ্রোহ দমন করেছিলেন তা ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উদ্দীপকের বায়েজিদ যে সকল সংস্কার করেছিলেন ইঙ্গিতকৃত শাসনকর্তা আর কী কী সংস্কার করেছিলেন তা বিশ্লেষণ কর।

৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ইয়াজিদের পিতার নাম মুয়াবিয়া।

খ. সৃজনশীল ১৯ এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত শাসনকর্তা অর্থাৎ খলিফা আব্দুল মালিক বিদ্রোহী মুখতার, খালিদ, আমর, মুসাব এবং খারেজিদের বিদ্রোহ দমন করেন।

মারওয়ানের মৃত্যুর পর আব্দুল মালিক সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তার সিংহাসনারোহণ নিষ্কল্পক ছিল না। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি চতুর্দিকে থেকে নিজেকে শত্রু পরিবেষ্টিত দেখতে পান। আব্দুল মালিক ধৈর্য, কৌশল ও সাহসের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে বিদ্রোহ দমন করেন।

উদ্দীপকে বর্ণিত বায়েজিদ সাহেবকে ক্ষমতা গ্রহণ করার সাথে সাথেই সংকটময় রাজনৈতিক অবস্থা মোকাবিলা করতে হয়েছে। তিনি দৃঢ়হস্তে সকল বিদ্রোহ দমন করেন। তেমনি উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক সিংহাসন আরোহণ করে বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। যেমন: মুখতারের বিদ্রোহ, আমর বিন সাইদের বিদ্রোহ, আব্দুলাহ ইবনে জুবায়ের বিদ্রোহ খারেজি বিদ্রোহ। আব্দুল মালিক এ সকল বিদ্রোহ ধৈর্য, কৌশল ও সাহসের সাথে দমন করেন। তিনি সিংহাসনের দাবিদার খালিদ বিন ইয়াজিদকে ঝীয় দলভুক্ত এবং আমর বিন সাইদকে কৌশলে রাজপ্রাসাদে আহ্বান করে স্থানে হস্তে হস্ত্যা করেন। ইরাকের বিদ্রোহী মুসাবকে তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে নিহত করেন। এরপর তিনি বাবীর নেতৃত্বে কোমেইলার ও কাহিনার বিদ্রোহ দমন করেন।

ঘ. উদ্দীপকের বায়েজিদ যে সকল সংস্কার করেছিলেন ইঙ্গিতকৃত শাসনকর্তা অর্থাৎ আব্দুল মালিক সেগুলো ছাড়াও রাজন্ব সংস্কার, রেজিস্ট্রি বিভাগের সংস্কার সাধন করেন।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, ডাক বিভাগের উন্নতি বিধান, নানা বিদ্রোহী আন্দোলনের পাশপাশি সরকার আরবি ভাষার উন্নতিতেও নিরবিজ্ঞান কাজ করছে। উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক উদ্দীপকের এসব কার্যক্রম সম্পাদনের পাশপাশি রাজন্ব এবং বিচার প্রশাসনের ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন।

খলিফা আব্দুল মালিক রাজন্ব সংস্কারের মাধ্যমে রাজ্যে বিরাজমান অধীনেতৃত্ব স্থাবিত কাটানোর জন্য কিছু নীতি গ্রহণ করেন। এ নীতিগুলোর মধ্যে ছিল ইসলাম গ্রহণ করলেও মাওয়ালিদেরকে (অন্যান্য মুসলিম) অমুসলিমদের ন্যায় জিজিয়া (নিরাপত্তা কর) ও খারাজ (অমুসলিমদের জন্য নির্ধারিত ভূমিকর) দিতে হবে। যেসব মাওয়ালি গ্রাম হেডে শহরে এসেছে তাদেরকে গ্রামে গিয়ে স্ব-স্ব পেশায় নিযুক্ত হতে হবে। মুসলিমদের খারাজি জমি ক্রয় করলে তাদেরকেও খারাজ

দিতে হবে। পতিত ও অনাবাদি জমি চাষ করতে হবে। খলিফা আব্দুল মালিক ডাক বিভাগের সংস্কারের জন্য পারসিকদের পদ্ধতি অনুযায়ী ডাক চালান প্রথাৰ প্রচলন করেন। তিনি সাম্রাজ্যের বড় রাস্তার পাশে ডাকচৌকি নির্মাণ করেন। তার এ ডাক বিভাগ সরকারি চিঠিপত্র আদেশ নিষেধ, আদান-প্রদান, সরকারি কর্মচারীদের স্থানান্তর, যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত সৈন্য ও রসদ সরবরাহ এবং গোয়েন্দা বিভাগের কাজ সম্পাদন করত। তিনি সাম্রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ও ভূমিকা রাখেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক উদ্দীপকে উল্লিখিত বায়েজিদের আরবি লিপির উৎকর্ষ সাধন, ডাক বিভাগের সংস্কার ছাড়াও প্রশাসনিক ও রাজন্ব সংস্কার করেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ জহিরুল ইসলাম একজন বিখ্যাত শাসক ছিলেন। শাসককার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি পিতার নীতি অনুসরণ করতেন। তার শাসনব্যবস্থায় মুসলিম সাম্রাজ্য ব্যাপক সম্প্রসারিত হয়। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের অধিকাংশ এলাকা জয় করে তিনি তার সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটান। তার রাজ্য সম্প্রসারণের আলোচিত দুটি ঘটনা রয়েছে। তা হলো দুই তরুণ সেনাপতির মাধ্যমে তারতের বিজাপুর নামক স্থান বিজয় এবং ইউরোপের ইস্পাথান নামক দেশ বিজয়। এ দুটি বিজয়ের জন্য ইতিহাসে তার যুগকে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের বর্ণযুগ্মও বলা হয়।

(তারপরবাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজ)

ক. আরবদের নিরো বলা হয় কাকে?

১

খ. কাকে এবং কেন রাজেন্দ্র বলা হয়?

২

গ. উদ্দীপকের শাসক জহিরুল ইসলামের বিজাপুর বিজয়ের সাথে খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের কোন রাজ্য বিজয়ের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. “শাসক জহিরুল ইসলামের ইস্পাথান বিজয় এবং খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের স্পেন বিজয় একই সূত্রে গাঁথা— পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উল্লিখিত যথার্থতা ব্যাখ্যা কর।

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. আবাসি খলিফা আল-মুতাওয়াক্সিলকে আরবদের নিরো বলা হয়।

খ. সৃজনশীল ২ এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

গ. উদ্দীপকের শাসক জহিরুল ইসলামের বিজাপুর বিজয়ের সাথে উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের সিংহু বিজয় সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই যে, জহিরুল নামক একজন বিখ্যাত শাসক বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে তার পিতার নীতিকে অনুসরণ করে সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করেন। তার সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের মধ্যে অন্যতম ছিল ভারতের বিজাপুর নামক স্থান বিজয়। এই বিজয়ের সাথে খলিফা আল-ওয়ালিদের সিংহু বিজয়ের মিল রয়েছে।

সিংহুর দেবল বন্দরে আরব বণিকদের আহাজ সুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে খলিফা আল-ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিংহুতে অভিযান প্রেরণ করেন। সেনাপতি ওবায়দুল্লাহ ও বুদায়েলের নেতৃত্বে প্রেরিত পর পর দুটি অভিযানের বার্থতার পর অত্যন্ত কুম্হ হয়ে হাজ্জাজ ১৭ বছরের তরুণ মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ৬০০০ সিরীয় অশ্বারোহী, ৬০০০ উত্তোরোহী এবং ২০০০ ভারবাহী পশুর সমন্বয়ে এক সুসংগঠিত বাহিনীকে সিংহু আক্রমণে প্রেরণ করেন। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে রাওয়ার নামক স্থানে সিংহুর রাজ্য দাহির অসংখ্য রণহস্তিসহ অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মুখোয়ুরি হন। যুদ্ধে রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হন। ফলে সিংহু মুসলিমানদের অধিকারে আসে। উদ্দীপকেও এ বিজয়ের ঘটনারই দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের শাসক জহিরুল ইসলাম ইস্পাথান বিজয় এবং খলিফা ওয়ালিদের স্পেন বিজয় একই সূত্রে গাঁথা বলে আমি মনে করি।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, শাসক জহিরুল ইসলামের তরুণ সেনাপতি কৃতিত্বের সাথে ইউরোপের ইস্পাথান নামক দেশ জয় করেন। ঠিক একইভাবে ইঞ্জিকিয়ার (উত্তর আফ্রিকা) শাসক মুসার নির্দেশে সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ ৭১১ খ্রিস্টাব্দে কিছু বাবীর তরুণসহ সাত হাজার সৈন্য ও কিছু রণতরী নিয়ে স্পেন আক্রমণ করেন। স্পেনের রাজা

ରାଜ୍ୟକାରୀ ମୁସଲିମ ଆକ୍ରମଣେ ସଂବାଦ ପେଯେ ୧୨୦୦୦୦ ଶୈନାସହ ଗୋଯାଡ଼ିଲେଟ ନଦୀର ତୀରେ ମେଡିନା-ସିଭୋନିଆ ରୂପକ୍ଷେତ୍ରେ ମୁସଲିମ ବାହିନୀର ସମ୍ମର୍ଖୀନ ହନ । ଇତୋମଧ୍ୟେ ମୁସା ଆରା ୫୦୦୦ ଶୈନାକେ ତାରିକେର ସାଥୟେ ପ୍ରେରଣ କରେନ । ଯୁଦ୍ଧେ ରାଜ୍ୟକାରୀ ପରାଜିତ ହେଁ ଗୋଯାଡ଼ିଲେଟ ନଦୀତେ ଡୁବେ ମାରା ଯାନ । ଏ ଯୁଦ୍ଧେର ପର ମୁସଲମାନଙ୍କା ସ୍ପେନେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶେ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଯେ ଦୟଳ କରେ ନେଇ । ଏ ସମୟ ମୁସଲିମ ବାହିନୀ ପଞ୍ଚାଶ ଜାର କରେ ତାର ନାମ ରାଖେନ ‘ଆଲ ଗାରବ’ । ମୁସଲମାନଙ୍କର ସ୍ପେନ ବିଜ୍ୟରେ ଫଳେ ଏକ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ସଂଘଟିତ ହେଁ ଏବଂ ମଧ୍ୟୟୁଗେର ଇଉରୋପୀୟ ଇତିହାସେ ଏକ ନବୟତର ସଚନା କରେ ।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, শাসক জহিরুল ইসলামের ইস্পাহান বিজয় এবং খলিফা ওয়ালিদের স্পেন বিজয় একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ প্রজাহিতৈষী শাসক শাহ আলী তাঁর দেশের জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের খুব প্রিয় ব্যক্তিত্ব। কারণ তিনি একজন সহজ, সরল, ধার্মিক ও ন্যায়প্রায়ণ শাসক। তিনি পূর্ববর্তী শাসকদের দমননীতি পরিহার করে উদার ও জনকল্যাণমূলক শাসননীতি প্রবর্তন করেন। তিনি জনগণের ওপর আরোপিত করের বোঝা লাঘব করেন। যোগ্যতা অনুসারে তিনি সকল শ্রেণি ও ধর্মের মানুষকে রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োগ করেন। তাঁর বৈদেশিক নীতি ছিল শান্তি, শৃঙ্খলা, পারম্পরিক বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে উদার শাসনের জন্য তাকে তার বংশের পতনের জন্য দায়ী করা হয়।

ইন্দ্রানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা

ক.	কাকে পঞ্চম খলিফা বলা হয়?	১
খ.	সুলায়মানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কেন?	২
গ.	উলীপকের উল্লিখিত শাসকের শাসননীতির সাথে উমাইয়া খলিফা ও মর বিন আব্দুল আজিজের শাসননীতির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ.	উলীপকের মতো উক্ত উমাইয়া খলিফার উদার ও ন্যায়ভিত্তিক শাসনপ্রণালী তাঁর বৎশের পতনের জন্য দায়ী ছিল? মতামত দাও।	৪

୩୬ ନଂ ପ୍ରଦ୍ଵେଶ ଉତ୍ତର

ক উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজকে পঞ্চম খলিফা বলা হয়।

৩। সজনশীল ৪ এর ‘খ’ প্রয়োজন দেখো।

୧) ଉନ୍ନିପକେ ଉତ୍ସର୍ଖିତ ଶାସକେର ଶାସନନୀତିର ସାଥେ ଉମାଇଯା ଖଲିଫା ଓ ମର ବିନ ଆବୁଲ ଆଜିଜେର ଶାସନନୀତିର ସାମନ୍ୟ ରଖେଛେ ।

উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে এক শ্রেষ্ঠ ও মহান শাসক ছিলেন
খলিফা ওমর বিন আবুল আজিজ বা হিতীয় ওমর। তিনি তার পূর্বের
শাসকদের সংঘর্ষ, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘট্যন্ত ও নিষ্ঠুরতার নীতি পরিত্যাগ
করে খুলোফায়ে রাশেদিনের আদর্শ অনুসারে শাসন পরিচালনা করেন।
এছাড়া তিনি তার পূর্বের শাসকদের সাম্রাজ্যবাদী নীতিও পরিত্যাগ
করেন। উদ্বীপকের শাসক শাহ আলীর চরিত্রেও এ বিষয়গুলো মুটে
উঠে।

উদ্বীপকে বলা হয়েছে প্রজাহিতৈষী শাসক শাহ আলী জাতি, ধর্ম, বর্ণ নিরবিশেষে সবার খুব প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি পূর্ববর্তী শাসকদের দমননীতি পরিহার করে উদার ও জনকল্যাণমূলক শাসন প্রবর্তন করেন। অনুগৃহীতাবে মধ্যযুগে উমাইয়া খিলাফতের অন্যতম প্রের্ণ শাসক ছিলেন ওমর বিন আব্দুল আজিজ। তিনি উমাইয়াদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিহার করে সাম্রাজ্যের সংস্থান বিধানে মনোযোগ দেন। তার নীতি ছিল সাম্রাজ্যে শাস্তি-শৃঙ্খলা ও সংস্থান বিধান। এ লক্ষ্যে তিনি পূর্বে পরিচালিত অভিযানসমূহ বন্ধ করে দেন। তার সময় মুসলিম বাহিনী কনস্ট্যান্টিনোপলিস বিজয়ের স্বারপ্রাপ্তে এসে পৌছলেও তিনি সেখান থেকে অবরোধ তুলে নেন। স্পেনে শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানকার শাসক আল হুরকে পরিবর্তন করে আল-সামাহকে নিয়োগ করে। এছাড়া তিনি তার শাসনব্যবস্থায় উদারনীতি গ্রহণ করেন। তাই বলা যায়, উদ্বীপকের শাসকের শাসননীতিতে হিতীয় ওমরের শাসনব্যবস্থার এ সকল বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পেয়েছে।

୪ ଉତ୍ତର ଖଲିଫାର ଅର୍ଦ୍ଧାଂ ଖଲିଫା ଓମର ବିନ ଆବୁଲ ଆଜିଜେର ଶାସନ ସଂମ୍ବକାରକେ ଉମାଇୟା ବଂଶେର ପତନେର ଜାନ୍ୟ ଦାୟୀ ବଲେ ଆମି ମନେ କରିନା ।

খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসন সংস্কার উমাইয়া খিলাফতের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিলেও এ বৎশের পতনে তার গৃহীত নীতি সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিল না। কেবল নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গ নিয়ে তার শাসনকালের প্রত্যেকটি দিক বিবেচনা করলে উমাইয়া বৎশের পতনের জন্য তাকে দায়ী করা যায় না। তাছাড়া তার উদার ও সাম্যনীতির ফলে উমাইয়া বৎশের প্রতি কেউ শত্রুভাবাপন্ন ছিল না।

ছিতীয় ওমর তার শাসনামলে উমাইয়া, হাশেমি, আরব-অন্যান্য, হিমারীয়-মুদারীয় দ্বন্দ্ব নিরসন করার চেষ্টা করেন এবং অনেকাংশে সফল হন। রক্তপাত, বড়যত্ন এবং বিশ্বাসঘাতকতার বিভীষিকার মধ্যে তার শাসনকাল উপশমের ভূমিকা পালন করেছে। উমাইয়া খিলাফত পতনের দায় তার ওপর আরোপিত হওয়া ঠিক নয়। কেননা তার তিরোধানের পর যদি তার নীতি অনুসৃত হতো তাহলে আলী ও আবুসি বংশীয়রা সহজে ক্ষুণ্ণ হতো না। তাদের আন্দোলনের জন্য দায়ী পরবর্তী দুর্বল শাসকেরা, খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ নন। তার মৃত্যুর পর পূর্বের অসাম্য ও ভেদাতেদে আরব সমাজে নতুন করে প্রবর্তিত হওয়ায় উমাইয়া বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে এবং উমাইয়াদের পতন হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, উমাইয়া বংশের পতনের পেছনে ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসন সংস্কার দায়ী ছিল না। তবে তার শাসন সংস্কার উমাইয়াদের ভিত্তিকে কিছুটা দুর্বল করে দিয়েছিল। কিন্তু চৃড়ান্ত পতন ত্বরান্বিত করেছিল তার পরবর্তী অযোগ্য উমাইয়া শাসকগণ।

প্রশ্ন ► তৎ জনাব কানের দয়ালু, সদাশয় ও প্রজাবৎসল খলিফা। তিনি চারিত্বিক দিক দিয়ে সহজ, সরল, অনাভ্যুত, ধর্মনুরাগী ও কর্তব্যপরায়ণ। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শ ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। স্যাট ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে তিনি শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করেন। তিনি ভিন্ন মতাবলম্বীদের শাসনকার্যে নিয়োগ করে এক উজ্জ্বল দৃষ্টিতে রেখে গেছেন। তার বৈদেশিক নীতি ছিল শাস্ত্র-শাখালা, সংহতি বিধান।

ক. উমাইয়া বংশের মোট কয়জন শাসক ছিল? ১
 খ. খলিফা সুলায়মানকে আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কেন? ২
 গ. উদ্দীপকে কোন উমাইয়া খলিফার প্রতি ইঞ্জিত দেওয়া হয়েছে? ৩
 ঘ. উদ্দীপকের আলোকে উন্ত খলিফার বৈদেশিক নীতি পর্যালোচনা
 কর। ৪

৩৭ নং প্রান্তের উভয়

କୁ ଉମାଇୟା ଖିଲାଫ୍ତେ ସର୍ବମୋଟ ୧୪ ଜନ ଶାସକ ଛିଲେନ

୪ ସୁଜନଶୀଳ ୫ ଏବଂ 'ଥ' ପ୍ରକ୍ଷୋତ୍ର ଦେଖୋ

৪ সজনশীল ৪ এর 'গ' প্রশ্নাত্তর দেখো

୪ ସହନଶୀଳ ୫ ଏବଂ ‘ଘ’ ପ୍ରାଣୋତ୍ତବ ଦେଖା

প্রশ্ন ▶ ৩৮ জামির উদ্দিন সহজ সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তিনি বৎস পরম্পরায় কাঠালতলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। তিনি ছিলেন সৎ এবং ইসলামি আদর্শের একজন জনপ্রতিনিধি। রাষ্ট্রীয় অর্থ জনকল্যাণে ব্যয় করার পর তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তি জনকল্যাণে ব্যয় করতেন। তবে তার পূর্ব পুরুষরা এমন ছিল না। অন্যায় করলে তিনি হজানদেরও ক্ষমা করতেন না। এক্ষেত্রে তিনি কুরআন, ইদিস ও খুলাফায়ে রাশেদীনের নীতি অনুসরণ করতেন। /কর্তৃপক্ষের সরকারি বেদেজ

ক. উমাইয়া খিলাফত কত বছর স্থায়ী ছিল?	১
খ. উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ব্যাখ্যা কর।	২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ব্যক্তির মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।	৩
ঘ. উদ্দীপকের ব্যক্তিটির সাথে সামজিস্যপূর্ণ শাসকের শাসননীতি ব্যাখ্যা কর।	৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** উমাইয়া খিলাফত প্রায় ১০০ বছর স্থায়ী ছিল।
খ খিলাফা আব্দুল মালিককে উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।
 আব্দুল মালিক ৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ফলে খিলাফ নীতি গ্রহণ করেন। তার বিশ বছরের শাসনকালে উমাইয়া রাজবংশ শৌয়বীর ও উমাইয়া চরম শিখরে আরোহণ করে। মুয়াবিয়া যদিও এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আব্দুল মালিক উমাইয়া শাসনকে সুস্থিত করেন। তাঁর কার্যবলির সকল দিক বিবেচনা করলে তাঁকে নিঃসন্দেহে উমাইয়া বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ও প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।
গ সূজনশীল ৬ এর 'গ' প্রশ্নের দেখো।
ঘ জমির উদ্দিনের মতো ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসননীতিও ছিল প্রশংসনীয়।

উদ্দীপকের জনসরদি চেয়ারম্যান জমির উদ্দিন ক্ষমতায় আরোহণ করেই সঠিক শাসননীতির দিকে মনোনিবেশ করেন। তাঁর শাসননীতি ছিল উদার ও ন্যায়নিষ্ঠ। ঠিক একইভাবে উমাইয়া খিলাফ ওমর বিন আব্দুল আজিজও ক্ষমতায় আরোহণ করেই প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা ইতিহাসে তাঁকে পঞ্চম খিলাফ হিসেবে পরিচিতি দান করেছে।

ওমর বিন আব্দুল আজিজ শাসনব্যবস্থা দৃঢ় করার জন্য পূর্বের স্বার্থপর, লোকী ও অত্যাচারী শাসনকর্তাদের অপসারণ করে তদন্তালে সৎ ও বিশ্বাসী ব্যক্তিদের নিযুক্ত করেন। সম্পূর্ণ নিরাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি হিমারীয় ও মুদারীয় গোত্রের যোগ্য ব্যক্তিদের দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করেন। মুদারীয় গোত্রের আদি বিন আর তাঁকে বসরায়, আব্দুল হামিদ বিন আবদুর রহমানকে কুফায়, ওমর বিন হুরাইরাকে মেসোপটেমিয়ায় এবং জাবের বিন আবদুল্লাহকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অন্যদিকে হিমারীয় গোত্রের সামাজিক মালিককে স্পেন এবং ইসমাইল বিন আবদুর রহমানকে কায়রোয়ানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অর্থ আস্তানাতের অভিযোগে তিনি খোরাসানের শাসনকর্তা ইয়াজিদ ইবনে মুহাম্মদকে কারাবুন্দি করেন। আবার অযোগ্যতার কারণে তিনি স্পেনের শাসনকর্তা আল হুরকে পদচ্যুত করেন। এভাবে তিনি শাসনব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করে প্রশংসনীয় হয়ে আছেন।

সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ওমর বিন আব্দুল আজিজ তাঁর রাজত্বকালে সাম্রাজ্যে দুর্নীতিমুক্ত, গোক্রপ্রীতি ও ছজনপ্রীতিমুক্ত একটি সর্বজনীন, সুস্থি ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

গুরু ► ৩৯ মুরসালিনা তাঁর দাদার কাছে ইসলামের এক শাসকের সংস্কারের কাহিনি শুনছিল। এই শাসক ক্ষমতায় এসে ফার্সি বর্ণমালার উন্নতি সাধন করেন। তাঁর অপর উন্নেখযোগ্য সংস্কার ছিল ফার্সি মুদ্রার প্রচলন ও জাতীয় টাকশাল নির্মাণ এবং সমগ্র সাম্রাজ্যে একটি সর্বজনীন মুদ্রা চালু করে জালমুদ্রা রাহিতকরণ।

/সাম্রাজ্য ক্ষাত্রীন্দৃষ্টি প্রাচীন সূত্র ও অন্যান্য/

- ক. কোন উমাইয়া শাসককে রাজেন্দ্র বলা হতো? ১
 খ. উমাইয়া বংশের পতনের কারণ লেখ ২
 গ. মুরসালিনা তাঁর দাদার বর্ণিত শাসকের সংস্কারের সাথে তোমার পঞ্চিত কোন শাসকের সংস্কারের মিল পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর ৩
 ঘ. উক্ত শাসকের সংস্কার নীতির ইতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণ কর ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** আব্দুল মালিককে রাজেন্দ্র বা Father of kings বলা হতো।
খ উমাইয়া বংশ ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আব্দুল মালিক ও আল-ওয়ালিদের রাজত্বে পৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করেও প্রবর্তীকালের দুর্বল ও অযোগ্য খিলাফদের আমলে এর পতন ঘটে।
 সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাবে উমাইয়া খিলাফগণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু জোষ্ট পুত্রকে, কখনও কখনও ভাতাকে, আবার কখনও

কখনও পর্যায়ক্রমে সকল পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করতো। ফলে তাদের অভ্যন্তরীণ কলহ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বে মারাত্মক আঘাত হনে। মুয়াবিয়া কর্তৃক তাঁর প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা দখল, পাপিষ্ঠ ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন, কারবালার হত্যাকাণ্ড, পরামর্শ সভার বিলোপসাধন, বায়তুল মালকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে বৃপ্তির, খিলাফ নির্বাচনের স্থলে মনোনয়ন প্রভৃতি ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হনে, যা সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করে।

গ মুরসালিনা তাঁর দাদার বর্ণিত শাসকের সংস্কারের সাথে উমাইয়া খিলাফ আব্দুল মালিকের সংস্কারের মিল রয়েছে।
 মুরসালিনা তাঁর দাদার বর্ণিত শাসক ক্ষমতা লাভ করার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হলে সেগুলো মোকাবেলা করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি ফার্সি লিপির উৎকর্ষ সাধন, মুদ্রার প্রচলন ও রাজস্ব বিভাগের সংস্কার সাধন করেন। অনুরূপভাবে উমাইয়া খিলাফ আব্দুল মালিক খিলাফত প্রতিষ্ঠণ করে পর নানা বড়বন্দুর প্রচলন করেন। কিন্তু তিনি সেগুলো অত্যন্ত নিপুণতা ও দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করেন। খিলাফ আব্দুল মালিক আরবি ভাষার প্রচলন করেন। ফলে আঞ্চলিক ভাষাগুলোর পরিবর্তে অফিস-আদালতে দলিল পত্রাদি আরবি ভাষায় রচিত হবার নিয়ম চালু হয়। এ ব্যবস্থার ফলে সাম্রাজ্যের অন্যান্য অমুসলমান কর্মচ্যুত হন এবং তাদের স্থলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে মুসলমানগণ নিয়োজিত হন। ফলে আরবীয়দের মৌলিক প্রতিভা বিকাশের পথ এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের পথ সুগম হয়। খিলাফ আব্দুল মালিক আরবি মুদ্রার প্রচলন করেন। এ জন্য তিনি টাকশাল প্রবর্তন করেন এবং দিনার-দিরহাম ও ফালস নামের মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি সাম্রাজ্যের বড় রাস্তার পাশে ডাকটোকি নির্মাণ করেন। এ জন্য ডাক বিভাগের ব্যাপক সংস্কার করেছিলেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে মুরসালিনা তাঁর দাদার বর্ণিত শাসকের শাসন কার্যের সাথে উমাইয়া খিলাফ আব্দুল মালিকের শাসনকার্যের মিল রয়েছে।

ঘ খিলাফ আব্দুল মালিকের রাজস্ব, ডাক বিভাগ, বিচার বিভাগ প্রভৃতি সংস্কার নীতি তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, রাজস্ব প্রশাসনের সংস্কার ডাক বিভাগের উন্নতি বিধান, নানা বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীকে দমনের পাশাপাশি সরকার বাংলা ভাষায় উন্নতিতেও নিরবিজ্ঞপ্তি কাজ করছে। একইভাবে উমাইয়া খিলাফ আব্দুল মালিকও আরবি ভাষার উন্নতির পাশাপাশি রাজস্ব প্রশাসনের সংস্কার, ডাক বিভাগের উন্নতি, এবং বিভিন্ন বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

খিলাফ আব্দুল মালিকের রাজস্ব, ডাক বিভাগ, বিচার বিভাগের প্রভৃতি সংস্কার নীতি তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় যে, রাজস্ব প্রশাসনের সংস্কার ডাক বিভাগের উন্নতি বিধান, নানা বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীকে দমনের পাশাপাশি সরকার বাংলা ভাষায় উন্নতিতেও নিরবিজ্ঞপ্তি কাজ করছে। একইভাবে উমাইয়া খিলাফ আব্দুল মালিকও আরবি ভাষার উন্নতির পাশাপাশি রাজস্ব প্রশাসনের সংস্কার, ডাক বিভাগের উন্নতি, এবং বিভিন্ন বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।
 খিলাফ আব্দুল মালিকের রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে রাজ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক স্থিবিন্যাস কাটানোর জন্য কিছু নীতি গ্রহণ করেন। এ নীতিগুলোর মধ্যে ছিল ইসলাম গ্রহণ করলেও মাওয়ালিদের জিজিয়া ও খারাজ দিতে হবে, সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেও গ্রামে গিয়ে স্ব-স্ব পেশায় নিযুক্ত হতে হবে। মুসলমানরা জমি ক্রয় করলে আগের মতো কর দিতে হবে এবং অনাবাদি জমি ও জলাভূমির জল নিষ্কাশন করে সেগুলো চাষ করতে হবে। খিলাফ আব্দুল মালিক ডাক বিভাগের সংস্কারের জন্য পারসিকদের পদ্ধতি অনুযায়ী ডাক চালান প্রথার প্রচলন করেন। তিনি সাম্রাজ্যের বড় রাস্তার পাশে ডাকটোকি নির্মাণ করেন। তাঁর এ ডাক বিভাগ সরকারি চিঠিপত্র, আদেশ নিষেধ আদান-প্রদান, সরকারি কর্মচারীদের স্থানান্তর, যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত সৈন্য ও রসদ সরবরাহ এবং গোয়েন্দা বিভাগের কাজ সম্পাদন করত। তিনি সাম্রাজ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায়ও ভূমিকা রাখেন। এছাড়াও খিলাফ আব্দুল মালিক কঠোরহস্ত বিদ্রোহীদের দমন করেন। তিনি সিংহাসনের দাবিদার খালিদ বিন ইয়াজিদকে ঝীয় দলভূক্ত এবং আমর বিন যাইদকে কৌশলে রাজপ্রাসাদে আহ্বান করে স্বহস্তে হত্যা করেন। মুসাবকে তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে নিহত করেন। এরপর তিনি বার্বার নেতা কোমেইলার ও কাহিনার বিদ্রোহ দমন করেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়গুলোর প্রতিফলন লক্ষণীয়।

পরিশেষে বলা যাব যে, উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক বিভিন্ন সংস্কার সাধন এবং সাম্রাজ্য বিদ্রোহীদের দমনের ক্ষেত্রে অপরিসীম কৃতিত্বের দাবিদার। তার এ কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড সমাজে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রমাণ ৪০ শামীম 'আবদুল আজিজ' নামক একজন শাসকের শাসননীতি ও সংস্কার পড়ছিল। উক্ত শাসকের শাসন সংস্কার ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোদীগুপ্ত অধ্যায় সংযোজন করেছে। তার আমলে সমগ্র সাম্রাজ্য হিস্তি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্থীকৃতি দেয়া হয় এবং ঐ ভাষায় বণিকিপুর উন্নতি সাধন করা হয়। তিনি একটি টাকশাল নির্মাণ করেন। তবে অনেক চেষ্টা করেও তিনি ভাক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও রাজস্ব সংস্কার করতে ব্যর্থ হন। বাল্দরবান ক্ষয়ক্ষেত্রে প্রবলিত স্তুপ ও কলেজ ক. উমাইয়া খলিফত কথন প্রতিষ্ঠিত হয়? ১

খ. 'মাওয়ালি' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. আবদুল আজিজের শাসন সংস্কারের সাথে তোমার পঠিত উমাইয়া খলিফতের কোন শাসকের শাসন সংস্কারের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর আবদুল আজিজের শাসন সংস্কারের চেয়ে তোমার' পঠিত উমাইয়া শাসকের শাসন সংস্কার অধিক প্রশংসনীয়? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উমাইয়া খলিফত প্রতিষ্ঠিত হয় ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে।

ব জন্মগতভাবে যারা মুসলিম না বা যারা নতুনভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে তাদেরকে মাওয়ালি বলা হয়।

সাধারণত মাওয়ালিরা অন্যান্য মুসলিম। নব্য মুসলিম হওয়ায় তাদের প্রতি উমাইয়া শাসকদের নীতি ছিল নেতৃত্বাচক। এ জন্য তাদেরকে বৈষম্যমূলকভাবে খারাজ ও জিজিয়া কর দিতে হতো। একমাত্র ধার্মিক উমাইয়া খলিফ ওমর বিন আবদুল আজিজ তাদের এ বৈষম্যমূলক কর দেকে মৃত্যি দেন।

গ উদ্দীপকের আবদুল আজিজের শাসন সংস্কারের সাথে আমার পঠিত উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিকের সংস্কারমূলক কাজের সাদৃশ্য রয়েছে। খলিফা আবদুল মালিকের রাজত্বকাল ইসলামের ইতিহাসে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘৃণ্ণ ছিল। তার শাসন সংস্কারের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় ও জাতীয়করণ করা। আর এ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য তিনি সরকারি অফিসে আরবি ভাষার প্রবর্তন ও আরবি বর্ণমালার উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি নানাবিধি সংস্কার সাধন করেন। উদ্দীপকের আবদুল আজিজ সাহেবের কাজেও এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের শাসক আবদুল আজিজ তার সমগ্র সাম্রাজ্য হিস্তি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্থীকৃতি প্রদান করেন এবং এ ভাষার বণিকিপুর উন্নতি সাধন করেন। এছাড়াও তিনি রূপার মুদ্রার প্রচলন ও টাকশাল নির্মাণ করেন। অনুরূপভাবে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক রাজ্যকে আরবীয়করণ বা জাতীয়করণ এবং সুরু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আরবিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করেন। তিনি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সহযোগিতায় আরবি বর্ণমালায় হরকত ও নোকতার প্রবর্তনের মাধ্যমে আরবি বণিকিপুর উন্নতি সাধন করেন। এ ছাড়াও খলিফা আবদুল মালিকের প্রবর্তী উচ্চবিদ্যোগ্য সংস্কার হলো আরবি মুদ্রার প্রচলন ও জাতীয় টাকশাল নির্মাণ করা। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের শাসকের কর্মকাণ্ডের সাথে আবদুল মালিকের সংস্কারের সুস্পষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ হ্যা, আমি মনে করি, উদ্দীপকের শাসক আবদুল আজিজের শাসন সংস্কারের চেয়ে আমার পঠিত উমাইয়া শাসকের শাসন সংস্কার অধিক প্রশংসনীয়।

খলিফা আবদুল মালিকের শাসন সংস্কার ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোদীগুপ্ত অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। তার রাজত্বকালকে ইসলামের ইতিহাসে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘৃণ্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি আরবি ভাষার উন্নতি সাধন ও আরবিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করেন এবং আরবি মুদ্রার প্রচলন ও টাকশাল নির্মাণ

করেন। এছাড়াও তিনি ভাকবিভাগের ও রাজস্ব বিভাগেরও সংস্কার সাধন করেন। কিন্তু উদ্দীপকের শাসকের সংস্কারের মধ্যে উপর্যুক্ত সকল সংস্কার পরিলক্ষিত হয় না, যা আবদুল মালিককে অধিক প্রশংসনীয় দাবিদার করে তুলেছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত শাসক আবদুল আজিজ তার সমগ্র সাম্রাজ্য হিস্তি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্থীকৃতি প্রদান করেন এবং এ ভাষার বণিকিপুর উন্নতি সাধন করেন। এ ছাড়াও তিনি রূপার মুদ্রার প্রচলন ও টাকশাল নির্মাণ করেন। কিন্তু তিনি ভাকবিভাগের উন্নতি সাধন করতে ব্যর্থ হন। অপরপক্ষে খলিফা আবদুল মালিক আরবি ভাষার উন্নতি সাধন ও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান এবং আরবি মুদ্রার প্রচলন ও টাকশাল নির্মাণের পাশাপাশি ভাকবিভাগের প্রভৃতি উন্নতি সাধন করেন। তিনি ঘোড়ার গাড়ি মারফত সাম্রাজ্যের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভাক চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়া রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে উমাইয়া খলিফতকে সমৃহ অধিনেতৃত্ব বিপর্যয়ের হাত থেকে বেঞ্চা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, আবদুল মালিকের শাসন সংস্কার উদ্দীপকের শাসক আবদুল আজিজের সংস্কারের তুলনায় অধিক প্রশংসনীয়।

প্রমাণ ৪১ জাগরণী ক্লীড়া সংঘ ফুটবল অঙ্গনে নতুন শক্তি হিসেবে আঞ্চলিক করেছে। 'ক'-এর নেতৃত্ব গ্রহণের মাধ্যমে দলটি একের পর এক শিরোপা জিততে শুরু করেছে, দলে আছে বরেণ্য কয়েকজন বিখ্যাত খেলোয়াড়। 'ক'-এর সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং বিখ্যাত খেলোয়াড়দের নৈপুণ্যের মাধ্যমে টেকনাফ থেকে তেলুলিয়া সব জায়গা থেকেই শিরোপা ছিনিয়ে আনে ক্লাবটি। অবশ্য এ ক্ষেত্রে 'ক' এর পূর্ববর্তী অধিনায়কের অবদানও কম নয়। তিনি সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী একটি দল 'ক'-এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। (সিলেটি সরকারি কলেজ, সিলেট)

ক. কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা কত প্রিস্টাদে সংঘটিত হয়? ১

খ. ওমর বিন আবদুল আজিজকে পঞ্চম খলিফা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' এর কাজটি কোন উমাইয়া শাসকের কৃতিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' এর উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাণ এবং যোগ্য দলকে সঠিকভাবে পরিচালনা করলে সাধারণ অনিবার্য-পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়।

ব সূজনশীল ১৯ এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

ঘ উদ্দীপকের বর্ণিত 'ক' এর কাজটি উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ-বিন আবদুল মালিকের সাথে মিল রয়েছে।

আল-ওয়ালিদ ছিলেন উমাইয়া বংশের হিতীয় প্রতিষ্ঠাতা আবদুল মালিকের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার অনুকরণে তিনি সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করে পূর্বাঞ্চলের শাসনভার হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং পশ্চিমাঞ্চলের শাসনভার মুসা বিন নুসায়েরের প্রত ন্যস্ত করেন।

খলিফা আল-ওয়ালিদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সর্বপ্রথম অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ কঠোর হলে দমন করেন। তারপর সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। খলিফা আল-ওয়ালিদ হাজ্জাজ, কোতায়বা, ইবনে কাশিম, তারিক ও মুসার মতো বিখ্যাত রণনির্মল সেনাপতিদের সাহায্য লাভ করেছিলেন এবং তাদের অসাধারণ শৌর্য-বীর্য এবং অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের বহুস্থানে আরব অধিকার পুনৰ্জীবনিত করেছিলেন।

এভাবে খলিফা আল-ওয়ালিদ তার সাম্রাজ্যকে অটোলান্টিক হতে পিরেনিজ এবং ভারতের সিন্ধু হতে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' শাসকের সাথে খলিফা আল-ওয়ালিদের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্বীপকে উল্লিখিত 'ক' অর্থাৎ খলিফা আল ওয়ালিদ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাণ এবং যোগ্য দলকে সঠিকভাবে পরিচালনা করলে সাক্ষ্য অনিবার্য।

খলিফা আল ওয়ালিদ একজন পরাক্রমশালী ও সুদৃঢ় শাসক হিসেবে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তার দশ বছরের শাসনকালে করেকজন সুযোগ্য সেনানায়কের সহযোগিতায় তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যকে পশ্চিমে স্পেন হতে পূর্বে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে মধ্য এশিয়ার ফারগানা হতে দক্ষিণ ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এটা সম্ভব হয়েছে সেনানায়কদের সঠিকভাবে পরিচালনার মাধ্যমে। উদ্বীপকেও এবং ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্বীপকে দেখা যায় 'ক' তার সুযোগ্য নেতৃত্বে তার দলের কয়েকজন বিখ্যাত খেলোয়াড়ের নৈপুণ্যে অনেকগুলো শিরোপা জয় করতে সক্ষম হয়। তবে এ সুশৃঙ্খল, সুসংগঠিত খেলোয়াড় তিনি তার পূর্ববর্তী অধিনায়ক থেকে পেয়েছিলেন। অনুরূপভাবে খলিফা আল ওয়ালিদ হ্যাজাজ, কোতায়বা, ইবনে কাশিম, তারিক ও মুসার মতো বিখ্যাত রণনিপুণ সেনাপতিদের সাহায্য লাভের ফলে সাম্রাজ্য বিস্তারে অভাবনীয় সফলতা অর্জন করেছিলেন। তাদের অক্ষণ্ট চেষ্টা ও অসাধারণ শৈর্যবীর্যের ফলে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা মহাদেশের বহুস্থানে আরব অধিকার পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা ওয়ালিদের ভাতা মাসলামা ও পুত্র আব্রাহামের সহায়তায় কোতায়বা মধ্যে এশিয়ার বৌখারা, সমরথন্দ দখল করেন। ৭১০-৭২৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোতায়বা খোজান্দা, তাসখন্দ ও ফারগানা দখল করে চীন সীমান্তে পৌছে। ৭১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাশগড় জয় করে সমগ্র মধ্য এশিয়া অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদিকে সিন্ধুর রাজা দাহিরের অবঙ্গসূচক মনোভাবের কারণে ওয়ালিদের পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হ্যাজাজ বিন ইউসুফের আদেশে সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু অধিকার করেন। অন্যদিকে সেনাপতি মুসার মাধ্যমে নৌগুর্ধে আক্রমণ চালিয়ে মেজরী মিনকী, ইডিকা প্রভৃতি স্বীপ রোমানদের নিকট হতে জয় করে মুসলিম শাসনভূত করেন। ওয়ালিদ ইউরোপের স্পেন জয় করার জন্য মুসাকে প্রেরণ করেন। তার সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ ৭১২ খ্রিস্টাব্দে স্পেনের রাজা রভারিককে পরাজিত ও হত্যা করে স্পেন জয় করেন। এভাবে তার সাম্রাজ্য একদিকে আটলান্টিক হতে পিরেনিজ এবং ভারতের সিন্ধু হতে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত লাভ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, খলিফা আল ওয়ালিদের ন্যায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাণ বীরসেনানীদের দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিতে পারলে রাজ্য বিস্তার করা খুব বেশি দুঃসাধ্য নয়।

প্রশ্ন ৪১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপি অধ্যাপক আখতারুজ্জামান ইতিহাসের 'ক' নামক একজন শাসকের শাসননীতি ও সংস্কারের ওপর একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। প্রতিবেদনে তিনি উক্ত শাসকের শাসন আমলের সংস্কারের উর্বেষণ করেন। প্রতিবেদনে বলা হয় শাসক সমগ্র সাম্রাজ্যে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং ভাষার বর্ণলিপির উন্নতি সাধন করেন। তিনি নতুন মুদ্রা প্রচলন ও জাতীয় টাকশাল স্থাপন করেন। তার অসীম কর্মদক্ষতা, সাংগঠনিক ক্ষমতার জন্য তাকে উক্ত শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা বলা হয়।

/ক্যাস্টলফেন্ট জনসজ, যশোর/

- ক. 'কুসেড' অর্থ কী? ১
খ. হাসান বিন সাবাহ কে 'পূর্বতের বৃন্দ লোক' বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্বীপকে প্রতিবেদনে শাসকের সাথে তোমার পঠিত কোন শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. প্রতিবেদনে ইঙ্গিতকৃত শাসকই ছিলেন 'উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা' তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কুসেড শব্দের অর্থ ধর্মযুদ্ধ।

খ গুপ্তাধিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হাসান বিন সাবা আলামুত পূর্বতের দুর্গে অবস্থান করে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন বলে তাকে পূর্বতের বৃন্দ লোক বলা হয়।

হাসান বিন সাবা সেলজুক সুলতান মালিক শাহের উজির নিজামুল মুলকের বন্ধু। তিনি মালিক শাহের দরবারে উচ্চ পদ না পেয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। যেটি গুপ্ত ঘাতক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। যারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল। এই গুপ্তাধিক সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল আলামুত পর্বত। এখান থেকেই হাসান বিন সাবাহ তার সংগঠনের মাধ্যমে নৃশংস কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। এ কারণে তাকে পূর্বতের বৃন্দমানব বলা হয়।

ঘ উদ্বীপকের শাসকের সাথে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের মিল রয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসে রাজেন্দ্র নামে পরিচিত খলিফা আব্দুল মালিক সিংহাসনে আরোহণ করেই সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন, বহিশ্বত্রু মোকাবিলার পাশাপাশি নিজ সাম্রাজ্যে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিতে নানা সংস্কারমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেমনটি উদ্বীপকের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

উদ্বীপকে দেখা যাব, 'ক' নামক শাসক নির্বাচিত হয়েই প্রশাসনে নানা সংস্কার সাধন করেন। যা তাকে তারা বংশের শ্রেষ্ঠ শাসকে পরিণত করে। খলিফা আব্দুল মালিকও একইভাবে ডাক বিভাগ সংস্কার, রাজস্ব সংস্কার, সরকারি অফিসে আরবি ভাষার প্রবর্তন, আরবি বর্ণমালার উন্নতি সাধন, আরবি মুদ্রার প্রচলন ও টাকশাল নির্মাণ করে শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করেন। তার সংস্কারমূলক কার্যবলি সাম্রাজ্যকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছে দেয়। সুতরাং দেখা যায়, উদ্বীপকের শাসকের কার্যবলি খলিফা আব্দুল মালিকের সংস্কারমূলক কার্যবলির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ঘ উক্ত শাসক তথা খলিফা আব্দুল মালিককে তার বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক বলা অত্যন্ত যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

একজন শ্রেষ্ঠ শাসক হতে হলে শাসকের যেসব গুণাবলি থাকা বা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা দরকার খলিফা আব্দুল মালিকের মধ্যে তা সর্বোত্তমাবে বিদ্যমান। সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তি দান করেন। তাই মুয়াবিয়া উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেও খলিফা আব্দুল মালিককে উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

খলিফা আব্দুল মালিক সাম্রাজ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ, বিদ্রোহ দমন করেন। সাম্রাজ্যে শাস্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অধ্যাপক পি. কে. হিতি বলেন, আব্দুল মালিকের রাজত্বকাল উমাইয়া বংশের গৌরবময় যুগ।

শাসনব্যবস্থাকে জাতীয়করণ আব্দুল মালিকের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব। তিনি আরবিকে রাষ্ট্রীয় শর্যাদা দান করেন। আব্দুল মালিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ আরবীয়করণ নীতির প্রবর্তন করে আরবদের মৌলিক প্রতিভা বিকাশের পথ উন্মুক্ত করেন। সংস্কারমূলক কার্যবলি তার প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরে এবং দেশে সমৃদ্ধি আনয়ন করে। একজন উদ্যমশীল, প্রতিভাবন ও দূরদৃশী রাজনীতিবিদ হিসেবে খলিফা আব্দুল মালিককে বিশেষায়িত করতে অতুল্য হবে না। তাছাড়া তিনি যে শিল্পান্বয়ের অধিকারী ছিলেন তার প্রমাণ মেলে 'কুরুকাতুস সাথরা' নির্মাণের মধ্য দিয়ে।

পরিশেষে বলা যায় যে, আব্দুল মালিক তার কার্যবলির দ্বারা উমাইয়া বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। কারণ উমাইয়া বংশের অন্যান্য শাসকগণ কেউ এতটা সাফল্যের সাথে সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে পারেননি।

প্রশ্ন ৪৫ গত বন্যায় চরমালী গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের একমাত্র সচল সড়কটি চলাচলের অবোধ্য হয়ে পড়ায় চেয়ারম্যান সাহেবে মেষ্টারকে দ্রুত সড়কটি সংস্কারের নির্দেশ দেন। কিন্তু এ থাতে অর্থ বরাদ্দ না থাকায় তিনি তাকে পরিবার প্রতি ১০০০ টাকা করে অনুদান নিয়ে তহবিল গঠন করে সড়কটি সংস্কার করতে বলেন। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কিছু দরিদ্র পরিবার অনুদান প্রদানে অপারগতা জানালে মেষ্টার তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেন। চেয়ারম্যানের কানে উক্ত খবর পৌছালে তিনি মেষ্টারকে সতর্ক করে দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা করতে বলেন।

/সিলেটি সরকারি কলেজ/

ক. কুর্বাতুস সাখরা কোথায় অবস্থিত?

খ. খলিফা আব্দুল মালিক টাকশাল নির্মাণ করেছিলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডটি খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসনামলের কোন ঘটনার অনুরূপ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রতি চেয়ারম্যানের মনোভাব ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসন নীতির নিরিখে বিচার কর।

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কুর্বাতুস সাখরা জেরুজালেমে অবস্থিত।

খ. খলিফা আব্দুল মালিক মুদ্রা ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে টাকশাল নির্মাণ করেন।

আব্দুল মালিক ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে জাতীয় টাকশাল স্থাপন করেন। এ টাকশালে আরবি অক্ষরযুক্ত নিদিন্ত এবং সর্বজন ছীকৃত একক মুদ্রামানের দিনার, দিরহাম ও ফালুস নামে মুদ্রা চালু করেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাল মুদ্রা রোধ এবং মুদ্রার সুস্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধান করা।

গ. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ডটি খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসনামলের মাওয়ালিদের ওপর থেকে কর প্রত্যাহারের ঘটনার অনুরূপ। উমাইয়া বংশের এক শ্রেষ্ঠ ও মহান শাসক ছিলেন খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ। তিনি খুলাফারে রাশেদিনের আদর্শ ও ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের কল্পিত নীতি পরিহার করেন। তিনি মাওয়ালিদের ওপর থেকে জিজিয়া প্রত্যাহার করেন। উদ্দীপকে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একজন মেষ্টার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামতের জন্য প্রত্যেক পরিবারের থেকে ১০০০ টাকা ধার্য করেন। কিন্তু বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবার টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে তিনি কঠোর হন। কিন্তু চেয়ারম্যান এ সংবাদ পাওয়ার পর মেষ্টারকে টাকা না নিয়ে বরং কৃষকদের সহায়তার নির্দেশ প্রদান করেন। অনুরূপভাবে খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ মাওয়ালিদের ওপর থেকে কর প্রত্যাহার করেন। হাজার বিন ইউসুফ অত্যন্ত কঠোরতার সাথে মাওয়ালিদের ওপর জিজিয়া কর ধার্য করেন। কিন্তু ওমর বিন আব্দুল আজিজ মাওয়ালিদের ওপর থেকে জিজিয়া প্রত্যাহার করেন। তিনি ঘোষণা করেন, “যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তাকে জিজিয়া দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিও না।” তিনি আরো বলেন, “আল্লাহ হ্যারত (স.) কে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন, খাজনা আদায়কারী হিসেবে নয়।” সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকে ওমর বিন আব্দুল আজিজের কার্যক্রমেই প্রতিফল ঘটেছে।

ঘ. ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের প্রতি চেয়ারম্যানের মনোভাব ওমর বিন আব্দুল আজিজের মানবতাবাদী শাসন নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উমাইয়া বংশের মধ্যে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠ ও মহান শাসক ছিলেন ওমর বিন আব্দুল আজিজ। তিনি তার শাসনামলে কুরআন-সুন্নাহের আলোকে সান্তান্য পরিচালনা করতেন। জনকল্যাণেই ছিল ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য। এ জন্য তিনি কর-রাজস্বের ক্ষেত্রেও মানবতাবাদী নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় চেয়ারম্যান সাহেব তার ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেছেন। যে নির্দেশ ওমর বিন আব্দুল আজিজের মানবতাবাদী শাসননীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। জনকল্যাণের জন্য তিনি জনগণের ওপর করের বোঝা লাঘব করেন। তিনি কর ব্যবস্থাকে ইসলামিকরণ করেন। ইসলামের সাম্য, ধৈত্রী, স্বাতৃত্ব এই তিনি নীতির অনুসারী হয়ে তিনি মাওয়ালিদের ওপর থেকে কর রাহিত করেন। তিনি দুনীতিমুক্ত, ন্যায়নিষ্ঠ, গোত্রপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি মুক্ত থেকে বিশ্বস্ততা, ন্যায়পরামর্শগতা ও ঘোষ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ করতেন। তিনি প্রজাকল্যাণকামী শাসক হিসেবে আড়ম্বরহীন প্রশাসন গড়ে তোলেন। সর্বোপরি ওমর বিন আব্দুল আজিজ জনকল্যাণের জন্য সর্বাঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রক্রিয়ে বলা যায়, উদ্দীপকের চেয়ারম্যানের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ওমর বিন আব্দুল আজিজের জনকল্যাণকামী ও মানবতাবাদী নীতিরই প্রতিফল ঘটেছে।

প্রশ্ন ৪৪ নাসির উদ্দিন মাহমুদ ভারতের এক সুলতান ছিলেন। তিনি অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তিনি নিজ হাতে টুপি সেলাই করতেন তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি রাজকোষের থেকে কোন অর্থ নিতেন না। রাজকোষের অর্থ প্রজাদের কল্যাণে ব্যয় হওয়া উচিত।

যেন্নের সরকারি মহিলা বলেজ, যেন্নের

ক. কত খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়?

১

খ. কুর্বাতুস সাখরা বলতে কী বোঝায়?

২

গ. উদ্দীপকের সুলতানের কর্মকাণ্ডের সাথে কোন উমাইয়া খলিফার কর্মের সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. রাজকোষের অর্থ প্রজাদের কল্যাণে ব্যয় হওয়া উচিত— উদ্দীপকের এ কথাটির প্রয়োগ উক্ত উমাইয়া খলিফার শাসনামলে পরিলক্ষিত হয়, প্রমাণ কর।

৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়।

খ. মহানবি (স) যে পাথরে পদচিহ্ন রেখে মেরাজ গমন করেছিলেন সেই পাথরকে কেন্দ্র করে জেরুজালেমে একটি অষ্টভূজাকৃতির সৌধ নির্মাণ করা হয়, যা কুর্বাতুস সাখরা নামে পরিচিত। উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে এ সৌধ নির্মাণ করেন। এটিকে ‘ডেম অব দ্য রক’ বলা হয়। এ সৃতিগ্রস্ত স্থাপত্য শিল্পে খলিফা আব্দুল মালিকের বিশেষ কীর্তির স্বাক্ষর বহন করে।

গ. উদ্দীপকের সুলতানের কর্মকাণ্ডের সাথে উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের কর্মের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

উমাইয়া বংশের ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠ ও মহান খলিফা আব্দুল আজিজ বা হিতীয় ওমর। যিনি মুয়াবিয়া হতে শুরু করে সুলায়মান পর্যন্ত উমাইয়া খিলাফতের সময়ে দেশ জুড়ে সংঘর্ষ, বিশ্বাসঘাতকতা, যত্যন্ত ও নিষ্ঠুরতার মাঝে সরল, অনাড়ম্বর, ধর্মানুরাগী ও কর্তব্যপরায়ণ এক ভিন্ন অধ্যায়ের সূচনা করেন। উদ্দীপকেও উক্ত খলিফার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ভারতের সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তিনি নিজ হাতে টুপি সেলাই করতেন, তা বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। অনুরূপভাবে খলিফা আব্দুল আজিজ অত্যন্ত সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন তা বোঝা যায় তার তালিযুক্ত কাপড় এবং স্তৰ গহনা বিক্রির অর্থ রাজকোষাগারে জমা দেওয়া দেখে। তিনি কুরআন ও হাদিসের বিধান অনুসারে জীবনযাপন ও শাসন কাজ পরিচালনা করতেন। ভোগ বিলাসী, আড়ম্বরপ্রিয়, ক্ষমতালোভী, মন্দ্যপায়ী উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন সততা, নিরপেক্ষতা, সরলতা ও পরিত্রতার প্রতীক। তিনি উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে অনন্য চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, যা উদ্দীপকের সুলতানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. রাজকোষের অর্থ প্রজাদের কল্যাণে ব্যয় হওয়া উচিত— উদ্দীপকের এ কথাটির প্রয়োগ উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসনামলে পরিলক্ষিত হয়।

উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজ ছিলেন সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনকারী শাসক। যিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর স্বজনপ্রীতি, গোত্রপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব নীতি বর্জন করে ন্যায় ও নিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা কার্যম করেন। তিনি যাবতীয় কর্মকাণ্ড জনকল্যাণে করার চেষ্টা করতেন। রাজকোষের অর্থ প্রজাদের, খলিফার নিজের জন্য নয় বলে ঘোষণা করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় ভারতের সুলতান নাসির উদ্দিন রাজকোষ থেকে কোনো অর্থ গ্রহণ করেন না। বরং তিনি মনে করেন রাজকোষের অর্থ প্রজাদের কল্যাণে ব্যয় হওয়া উচিত। যেটি উমাইয়া খলিফা ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসনামলে পরিলক্ষিত হয়। তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল সাধারণ জীবন যাপন করতেন। তিনি প্রথম ওমরের মতো তালিযুক্ত কাপড় পরিধান করতেন। তার স্তৰ ফাতিমার উপহার হিসেবে প্রাণ সব অলংকার বিক্রি করে সে অর্থ তিনি রাজ কোষাগারে জমা দেন। বিশাল সান্তানের খলিফা হয়েও তিনি নিজের ও পরিবারের জীবিকা নির্বাহের

জন্য মাত্র দুই দিনহাই অর্থ বায়তুলমাল হতে শ্রদ্ধণ করতেন। এভাবে ওমর বিন আব্দুল আজিজ রাজকোষের অর্থ নিজের ভোগ বিলাসে ব্যয় না করে জনকল্যাণে ব্যয় করেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ওমর বিন আব্দুল আজিজের শাসনামলে রাজকোষের অর্থ জনকল্যাণেই ব্যয় হত।

প্রশ্ন ৪৫ সামিয়া তার বন্ধুদের সাথে মুসলমানদের ইউরোপের বিশেষ একটি দেশ বিজয়ের কথা বলছিল। মুসলমানদের বিজয়ের পূর্বে ঐ অঞ্চলের আর্থ-সমাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। মুসলমানদের ঐ দেশ বিজয় একটি নববৃগ্রের সৃষ্টি করেছিল।

//গ্রন্থপুর সরকারি মহিলা কলেজ//

- ক. স্পেনের রাজধানীর বর্তমান নাম কি? ১
খ. হাজাজ বিন ইউসুফ কে ছিলেন? ২
গ. মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উদীপকে উল্লিখিত দেশটির রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'মুসলমানদের ঐ দেশ বিজয় একটি নব যুগের সৃষ্টি করেছিল' ব্যাখ্যা করো। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্পেনের রাজধানীর বর্তমান নাম মাত্রিদ।

খ হাজাজ বিন ইউসুফ একজন শ্রেষ্ঠতম উমাইয়া প্রশাসক। উমাইয়া শাসন সুরক্ষায় তিনি অনন্য অবদান রাখেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি হিজাজ, ইরাক ও পূর্বাঞ্চলের শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ভারতসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল জয় করেন। তিনি রাজস্বব্যবস্থা সংস্কার ও কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা পালন করেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। তাঁর শাসনব্যবস্থা ও চিন্তা উমাইয়া সাম্রাজ্যে এক নববৃগ্রের সৃচনা করে।

গ মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে উদীপকে উল্লিখিত দেশটির অর্থাৎ স্পেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যকর।

ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে স্পেন অবস্থিত। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে এই রাজ্যটির শাসক ছিলেন গথিক বংশীয় রাজা রডারিক। তাঁর কুকীর্তি স্পেনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে শোচনীয় করে তোলে। যা উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদকে অভিযান পরিচালনা করতে অনুগ্রহিত করে। উদীপকেও স্পেনের অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদীপকে মুসলমানদের ইউরোপের বিশেষ একটি দেশ বিজয়ের কথা বলা হয়েছে। যার মাধ্যমে উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদ কর্তৃক স্পেন বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তৎকালীন সময়ে স্পেনের সামাজিক অবস্থা ছিল নৈরাজ্যকর। কেননা সমাজ অভিযান কৃতদাস ও কৃষক সম্পদায় এই তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। নিম্নশ্রেণির মানুষ তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। এ ছাড়া রাজনৈতিক অবস্থা ও ছিল বিশৃঙ্খল। কেননা রাজা রডারিকের কুশাসন ও অত্যাচারে স্পেনবাসী অতিষ্ঠ ছিল। তিনি অত্যন্ত দুরীতিপূর্ণ শাসক ছিলেন। বহু ইহুদিকে তিনি জোর করে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন। এছাড়া পাষণ্ড রডারিক রাজা জুলিয়ানের পরমা সুন্দরী কন্যা ফ্রেরিডার শ্লিলতাহানি করেন। এছাড়া স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হয়ে ওঠে। মূলত অর্থলোভী অধঃপতিত খ্রিস্টান বিশপরা এবং বিলাসী হৃদয়হীন তৃষ্ণামীরা সমগ্র স্পেন শোষণ করেছিল। এসব কুশাসনের বিরুদ্ধে স্পেনবাসী জাগ্রত হয় ওঠে। এবং তারা তৎকালীন মুসলিম সেনাপতিদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এসব অত্যাচার নির্যাতন এবং অনাচার খলিফা আল ওয়ালিদকে মর্মান্ত করে। ফলে তিনি স্পেনের রাজা রডারিকের বিরুদ্ধে তরুণ সেনাপতি তারিককে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। সুতরাং বলা যায় সামাজিক ও রাজনৈতিক অরাজকতা স্পেনের পতনকে তরান্তিত করেছিল।

ঘ মুসলমানদের ঐ দেশ তথা স্পেন বিজয় একটি নববৃগ্রের সৃষ্টি করেছিল। -উক্তিটি যথোর্থ।

খলিফা প্রথম ওয়ালিদের শাসনামলে তাঁর সেনাপতিরা সিদ্ধ ও উত্তর আফ্রিকা বিজয়ের পর ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত

স্পেন নামক রাষ্ট্র জয় করেন। মুসলমানদের স্পেন বিজয় মূলত মধ্যযুগের ইউরোপীয় ইতিহাসে এক নববৃগ্রের সৃচনা করেছিল।

স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যুগ-যুগান্তরের ধর্ম্যাজক ও অভিজাতশ্রেণির অন্যায় ও অত্যাচারের দীর্ঘ কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। ন্যায় ও সামোর ছকে গড়ে ওঠে নতুন সমাজব্যবস্থা। স্পেন বিজয়ের ফলে সেবানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ন্যায়সজ্ঞতাবে স্বীকৃত হয়। পুরাতন মালিকদের হাতে সম্পত্তি প্রত্যাবর্তিত হয়। কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি বিধানকংগে নতুন নিয়ম প্রচলন করা হয়। এতে অর্থনৈতিক ফ্রেক্টে বৈষম্য দূরীভূত হয়। এছাড়া ভূমিকর ও নিরাপত্তা কর ধার্য করা হয় এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি বিধান করা হয়। স্পেনে মুসলিম শাসনের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থার প্রভৃতি উন্নয়ন সাধিত হয়। বহুদিন পর রাস্তায়টগুলো ডাকাত-জলদস্যদের দখল থেকে মুক্ত হয়। মুসলমানদের বিচারব্যবস্থার ফলে স্পেনীয় খ্রিস্টান ও মুসলমানরা সুবিচার পায়। মুসলিম শাসনামলে স্পেনের ভূমিদাস ও ক্ষীতদাসরা স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের স্বাধীনতা পায়। দীর্ঘদিনের ধর্মীয় নির্যাতন ও নিরাবের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে জনগণ সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায়, মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের ফলে রাজনৈতিক সমাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে।

প্রশ্ন ৪৬ নিশাপুরের জমিদার তাঁর এলাকায় একটি বিশেষ ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেন। তিনি তাঁর শাসনামলে জমিদারীর এলাকা বিস্তৃত করেন। রাজস্ব ব্যবস্থা ঠিক রাখতে তিনি কৃষকদের শহরে বসবাস নিষিদ্ধ করেন। এছাড়াও তিনি প্রজাদের ওপর বিশেষ কর আরোপ করেন।

- ক. 'কুর্বাতুস সাখরা' কে নির্মাণ করেন? ১
খ. কাকে এবং কেন রাজেন্দ্র বলা হয়? ২
গ. নিশাপুরের জমিদারের সাথে খলিফা আ. মালিকের শাসনামলের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. খলিফা আ. মালিককে কী উমাইয়া খিলাফতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়? যুক্তি দাও। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'কুর্বাতুস সাখরা' উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক নির্মাণ করেন।

খ সূজনশীল ২ এর 'খ' প্রশ্নের দেখো।

গ নিশাপুরের জমিদারের শাসনকার্যের সাথে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনের মিল রয়েছে।

নিশাপুরের জমিদার নিজের এলাকায় একটি বিশেষ ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেন। তিনি জমিদারি এলাকা বিস্তৃত করেন। রাজস্ব ব্যবস্থা ঠিক রাখতে কৃষকদেরকে গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য করেন। এছাড়াও প্রজাদের উপর বিশেষ কর আরোপ করেন। অনুরূপভাবে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক খিলাফত গ্রহণ করার পর নানা বড়বন্দু ও বিদ্রোহের শিকার হন। কিন্তু তিনি সেগুলো অত্যন্ত নিপুণতা ও দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করেন। খলিফা আব্দুল মালিক আরবি ভাষার প্রচলন করেন। ফলে আব্দুল মালিক ভাষাগুলোর পরিবর্তে অফিস-আদালতে দলিল পত্রাদি আরবি ভাষায় রচিত হবার নিয়ম চালু হয়। এ ব্যবস্থার ফলে সাম্রাজ্যের অনাবর অমুসলমান কর্মচ্যুত হন এবং তাদের স্থলে রাষ্ট্রের বিভিন্ন খ্রিস্টান মুসলমানগণ নিয়োজিত হন। ফলে আরবীয়দের মৌলিক প্রতিভা বিকাশের পথ এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের পথ সুগম হয়। খলিফা আব্দুল মালিক আরবি মুদ্রার প্রচলন করেন। এ জন্য তিনি টাকশাল প্রবর্তন করেন এবং দিনার-দিরহাম ও ফালস নামের মুদ্রাপ্রচলন করেন। তিনি সাম্রাজ্যের বড় রাস্তার পাশে ভাকচোকি নির্মাণ করেন। এ জন্য ভাক বিভাগকে খলিফার কান ও চোখ বলা হতো। এগুলো ছাড়া খলিফা আব্দুল মালিক শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারতেন না। তাঁর শাসননীতিতে রেজিস্ট্রি বিভাগ ও বিচার বিভাগের ব্যাপক সংস্কার করেছিলেন। সুতরাং বলা যায়, উদীপকে বর্ণিত নিশাপুরের জমিদারের শাসন কার্যের সাথে উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিকের শাসনকার্যের মিল রয়েছে।

ব নিশাপুরের জমিদারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চরিত্র তথা উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিককে ছিলেন উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক যখন ক্ষমতায় আরোহণ করেন, তখন তিনি ভঙ্গুরপ্রায় বিলীন হওয়ার উপকুম সাম্রাজ্য লাভ করেন। কারবালায় হুসাইন (রা)-এর নির্মম হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে আব্দুল্লাহ বিন মুবাহির মকাবাসী ও মদিনাবাসীদের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করেন এবং এক পর্যায়ে স্বাধীন খলিফা হিসেবে ঘোষণা দেন। ইয়াজিদের পুত্র স্বিতীয় মুয়াবিয়ার দুর্বল শাসনকালে তিনি হেজাজ, মিসর, সিরিয়ার কিয়দংশ, বসরা ও কুফা নিজের দখলে আনেন। এদিকে ইয়াজিদের পুত্র খালিদ ও আমর খিলাফত লাভের উচ্চাকাঞ্চা করেন। অন্যদিকে গৃহবিবাদ হতে উত্তরণের জন্য আব্দুল মালিক বাইজান্টাইনদের সাথে অসম সম্প্রতি স্থাপন করেন। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, অসীম কর্মক্ষমতা, ধৈর্য, জ্ঞান-বিচক্ষণতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তিনি আব্দুল্লাহ বিন জুবাহির কর্তৃক দখলকৃত অঞ্চলে নিজ কর্তৃত সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আরবি ভাষা পাঠ সহজকরণ, আরবি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার রূপান্বান, আরবি মুদ্রার প্রচলন, রাজস্ব সংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি উমাইয়া শাসনকে সুসংগঠিত করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর রেখে যাওয়া সাম্রাজ্য পুনর্বৃত্তি, বহিশক্তির হাত হতে সাম্রাজ্য রক্ষা এবং শাসন সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে স্থায়ীকরণে ব্যাপক অবদান রাখেন। এমনিক পরবর্তী উমাইয়া বংশের দীর্ঘ শাসনের পিছনেও তার অবদান অপরিসীম। তাই বলা যায়, আব্দুল মালিককে উমাইয়া বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

প্রশ্ন ৪৭ ইন্দুরকানি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বশির মিয়া দীর্ঘ দিনের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত করে বংশানুক্রমিক শাসন কায়েম করেন। তিনি তার পরবর্তী প্রজন্মের শাসনব্যবস্থা বিপদ মুক্ত করতে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করেন। বংশানুক্রমিক শাসন কায়েম করলেও তিনি ছিলেন একজন প্রজাদরনি শাসক এবং তিনি তার এলাকার নিরাপত্তার জন্য বহু কাজ করেন। *(বিশেষ সরকারি মহিলা কলেজ)*

- ক. সিফকিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত সালে? ১
খ. খারেজি কারা ছিল? ২
গ. বশির মিয়ার সাথে কোন উমাইয়া খলিফার মিল পাওয়া যায়? তার শাসন সংস্কার আলোচনা করো। ৩
ঘ. উক্ত শাসক ইসলামে রাজতন্ত্র প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন- ব্যাখ্যা করো। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিফকিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে।

খ সৃজনশীল শুভ নং এর 'খ' নং প্রশ্নের দেখো।

গ বশির মিয়ার সাথে উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার মিল রয়েছে। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়া (রা)। যিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের গণতান্ত্রিক আদর্শ বর্জন করে জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীতি করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উত্তৰ করেছিলেন। সম্পূর্ণ শীঘ্রতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার মাধ্যমে তিনি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তবে শাসন সংস্কারে মুয়াবিয়া গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। উদ্দীপকে মুয়াবিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ইন্দুরকানি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বশির মিয়া দীর্ঘ দিনের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে বংশানুক্রমিক শাসন কায়েম করেন। অনুরূপভাবে মুয়াবিয়া ইসলামি খিলাফতের গণতান্ত্রিক ধারার অবসান করে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের উত্তৰ করেছিলেন। ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে মুয়াবিয়া ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলি (রা) এর সঙ্গে সিফকিনের প্রান্তরে যুদ্ধে অবজ্ঞার হন এবং কৃতকৌশলে বিজয়ী হন। হযরত আলি নিহত হলে মুয়াবিয়া কৌশলে ইমাম হাসানকে খিলাফতের ন্যায্য অধিকার থেকে বাস্তিত করে মুসলিম খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন এবং পরবর্তীতে স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীতি করার মাধ্যমে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের স্থচনা করেন। তবে তিনি নৌবাহিনী, ডাক বিভাগ, রেজিস্ট্রি বিভাগ প্রতিষ্ঠাসহ নানাবিধ শাসন সংস্কারের জন্য ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। উদ্দীপকের বশির মিয়ার মধ্যে মুয়াবিয়ার প্রতিজ্ঞবিহীন ফুটে উঠেছে।

ঘ উক্ত শাসক অর্থাৎ মুয়াবিয়া (রা) ইসলামে রাজতন্ত্র প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন— উক্তিটি যথার্থ। আমির মুয়াবিয়া ছিলেন পরিবর্তনশীল যুগের খলিফা। ইসলামের প্রাথমিক খিলাফতের প্রচলিত পন্থতিতে কতগুলো মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন। পূর্ববর্তী খুলাফায়ে রাশেদিনের কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক নীতিগুলোর পরিবর্তন করে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। পূর্বের উত্তরাধিকারী প্রথা তুলে দিয়ে উমাইয়া রাজবংশকে সুসংহত করার জন্য অযোগ্য ও অকর্মণ্য পুত্র ইয়াজিদকে ক্ষমতায় বসান। এভাবে তিনি রাজতন্ত্রের সূত্রপাত করেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, চেয়ারম্যান বশির মিয়া দীর্ঘ দিনের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। অনুরূপভাবে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ও পূর্ববর্তী খলিফা হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) দের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে নিজস্ব নিয়মে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বদলে রাজতান্ত্রিক "শাসনব্যবস্থা" কায়েম করেন। তিনি মজলিসে শুরূ বাতিল করেন। এমনকি খলিফা নির্বাচনের প্রথা বাতিল করে মনোনয়ন প্রথা চালু করে। যার ভিত্তিতে ৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে স্বীয় অযোগ্য পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকার মনোনীতি করেন। এর মাধ্যমে মুয়াবিয়া ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটান। যা পরবর্তীতে উমাইয়া শাসকগণ, আরবাসি বংশসহ বিভিন্ন রাজবংশ এ নীতি অনুসরণ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, মুয়াবিয়াই ইসলামের প্রথম রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রশ্ন ৪৮ ফখরুল সাহেব নূরপুর এলাকাবাসীর সর্দার নিযুক্ত হন। দায়িত্ব পালনে তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দেন। ঐ ইউনিয়নের সর্দার হিসেবে জনগণ তাকে সন্মান করতো। অবশ্য গণতান্ত্রিক পন্থতিতেই তিনি সর্দার হিসেবে মনোনীত হন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি এই গণতান্ত্রিক পন্থতি বাদ দিয়ে স্বীয় পুত্রকে সর্দার হিসেবে মনোনয়ন দেন। এতে করে প্রথমবারের মতো ঐ এলাকার সর্দার নির্বাচনে গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতান্ত্রিক পন্থতি প্রবর্তিত হয়।

- ক. কারবালার যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়? ১
খ. খারেজি দের পরিচয় দাও। ২
গ. উদ্দীপকের ফখরুল সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে উমাইয়া আমলের কোন খলিফার সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত খলিফার শাসনতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৪

৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কারবালার যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খ খারেজি বলতে সেই দলকে বোঝায় যারা আল্লাহর নামে অবিশ্বাসীদের পক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন।

'খারেজি' শব্দ 'খারাজ' বৃত্তবচনে 'খাওয়ারিজ' হতে এসেছে। যার অর্থ দলত্যাগী। হজরত আলি (রা) ও মুয়াবিয়ার মধ্যে 'নুমাতুল জন্দলের' বৈঠককে কেন্দ্র করে যে দলটি 'লা হুকমা, ইলালিলাহ, বা আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোনো বিধান নেই'-এ আওয়াজ তুলে আলির পক্ষ ত্যাগ করেছিল তারাই খারেজি নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে ফখরুল নামক সরদারের কর্মকাণ্ড উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়া কে নির্দেশ করে।

আমির মুয়াবিয়া ছিলেন পরিবর্তনশীল যুগের খলিফা। তিনি ইসলামের প্রাথমিক খিলাফতের প্রচলিত পন্থতিতে কতগুলো মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন। পূর্ববর্তী খুলাফায়ে রাশেদিনের কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক নীতিগুলোর পরিবর্তন করে তিনি রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। এছাড়া তিনি পূর্বের উত্তরাধিকারী প্রথা তুলে দিয়ে উমাইয়া রাজবংশকে সুসংহত করার জন্য অযোগ্য ও অকর্মণ্য পুত্র ইয়াজিদকে ক্ষমতায় বসান। উদ্দীপকে বর্ণিত ফখরুল সাহেবের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, ফখরুল নামক একজন সরদার পূর্ববর্তী আদর্শিক নীতি বিসর্জন দিয়ে নিজস্ব নিয়মে রাজ্য পরিচালনা করেন।

এমনকি ক্ষমতা আৰক্তে থাকাৰ জন্য তিনি অকর্মণ্য ও অযোগ্য পুত্রকে উত্তৱাধিকাৰ মনোনীত কৰেন। হয়ৱত মুয়াবিয়া (ৱা) ও পূৰ্বৰ্বতী খলিফা হয়ৱত আৰু বকৰ (ৱা), হয়ৱত ওমৰ (ৱা), হয়ৱত ওসমান (ৱা) ও হয়ৱত আলি (ৱা) দেৱ আদৰ্শ হতে বিচ্যুত হয়ে নিজৰ নিয়মে গণতান্ত্ৰিক শাসনব্যবস্থাৰ বদলে রাজতান্ত্ৰিক শাসনব্যবস্থা কায়েম কৰেন। তিনি মজলিস-উস-শুৱা বাতিল কৰেন। এমনকি খলিফা নিৰ্বাচনেৰ প্ৰথা বাতিল কৰে মনোনয়ন প্ৰথা চালু কৰে। যাৰ ভিত্তিতে ৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে স্বীয় অযোগ্য পুত্ৰ ইয়াজিদকে উত্তৱাধিকাৰ মনোনীত কৰলে সংঘৰ্ষেৰ সৃতপাত ঘটে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ফখৰুল এৰ সাথে আমিৰ মুয়াবিয়া-এৰ সাদৃশ্য রয়েছে।

৩ উদ্দীপকে খলিফা মুয়াবিয়া (ৱা)-এৰ শাসনব্যবস্থাৰ ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

খলিফা মুয়াবিয়া একজন সুদৃঢ় ও প্ৰতিভাৰান শাসক ছিলেন। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনেৰ আমলে প্ৰবৰ্তিত মজলিসে শুৱা বা পুরামৰ্শসভা বাতিল কৰে প্ৰচলিত ইসলামি রাষ্ট্ৰব্যবস্থায় কতকগুলো শাসনতান্ত্ৰিক পৰিবৰ্তন এনেছিলেন। এছাড়া তিনি ৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে স্বীয় পুত্ৰ ইয়াজিদকে খিলাফতেৰ পৰবৰ্তী উত্তৱাধিকাৰী মনোনীত কৰে উত্তৱাধিকাৰীৰ রাজতন্ত্ৰেৰ প্ৰবৰ্তন কৰেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষতাৰ সাথে প্ৰশাসনিক বিভিন্ন সংস্কাৰ সাধন কৰেন। উদ্দীপকেও এ বিষয়গুলো পৰিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে ফখৰুল সাহেব স্বীয় পুত্ৰকে পৰবৰ্তী উত্তৱাধিকাৰী মনোনয়নেৰ মাধ্যমে রাজতন্ত্ৰেৰ সূচনা কৰেন এবং এ রাজতন্ত্ৰকে সুদৃঢ় কৰাৰ জন্য বিশাল নৌবাহিনী গঠন কৰাসহ বিভিন্ন প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ সাধন কৰেন। অনুৱপভা৬ে হয়ৱত মুয়াবিয়া (ৱা) সৰ্বপ্ৰথম খিলাফতকে সালতানাতে বৃপ্তস্থৱিত কৰেন এবং নিজেকে রাজ মৰ্যাদায় ভূষিত কৰেন। তিনি ৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে তাৰ পুত্ৰ ইয়াজিদকে খিলাফতেৰ পৰবৰ্তী উত্তৱাধিকাৰী মনোনীত কৰে নিৰ্বাচনভিত্তিক খিলাফতকে উত্তৱাধিকাৰ ভিত্তিক রাজতন্ত্ৰে বৃপ্তস্থৱিত কৰেন। আৰ এ রাজতন্ত্ৰকে সুদৃঢ় কৰাৰ জন্য খুলাফায়ে রাশেদিনেৰ আমলে প্ৰবৰ্তিত মজলিসে শুৱা বা পুরামৰ্শসভা বাতিল কৰেন। তিনি একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন কৰে ভূমধ্যসাগৰে মুসলমানদেৱ কৰ্তৃত প্ৰতিষ্ঠা কৰেন। এছাড়া তিনি দিওয়ান উল খাতাম এবং দিওয়ান উল বারিদ বা ভাকবিভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰাসহ শাসনকাৰ্যেৰ সুবিধাৰ জন্য কেন্দ্ৰীয় ও প্ৰাদেশিক রাজধানীগুলোতে সেক্রেটাৰিয়েট প্ৰতিষ্ঠা কৰেন। সুতৰাং বলা যায়, উদ্দীপকে মুয়াবিয়াৰ শাসনব্যবস্থাৰ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পৰিলক্ষিত হয়।

প্ৰশ্ন ▶ ৪৯ আৰু নাসৈম একজন নায়পৰায়ণ রাজা ছিলেন। তিনি ধৰ্মিক ও নিষ্ঠাবান রাজা হিসেবেও সকলেৰ নিকট সুপ্ৰিচিত। তিনি তাৰ নিজেৰ খৱচেৰ জন্য রাষ্ট্ৰীয় কোষাগাৰ থেকে দৈনিক মাত্ৰ দুই দিৱহাম কৰে নিতেন। এ জন্য প্ৰজাৰা তাকে হয়ৱত ওমৰ (ৱা)-এৰ সাথে তুলনা কৰে 'স্বীয় ওমৰ' বলতো।

/জৈৱী সৱলকাৰি অলেজ/

ক. কোন উমাইয়া শাসককে রাজেন্দ্ৰ বলা হয়? ১

খ. ইসলামেৰ পঞ্চম খলিফা বলা হয় কাকে এবং কেন? ২

গ. উদ্দীপকেৰ রাজা আৰু নাসৈমেৰ চৰিত্ৰে কোন উমাইয়া খলিফাৰ চৰিত্ৰ ফুটে উঠেছে? বাখ্যা কৰ। ৩

ঘ. "উত্ত খলিফাৰ শাসন সংস্কাৰ উমাইয়া বংশেৰ পতনেৰ জন্য দায়ী" তুমি কি এ বক্তব্যেৰ সাথে একমত? তোমাৰ যতামত যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কৰ। ৪

৪৯ নং প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ

১ উমাইয়া শাসক আদুল মালিককে রাজেন্দ্ৰ বলা হয়।

২ সৃজনশীল ১৯ এৰ 'খ' নং প্ৰশ্নেৰ দেখো।

৩ উদ্দীপকে উল্লিখিত সুলতানেৰ সাথে উমাইয়া খলিফা ওমৰ-বিন-আদুল আজিজেৰ সাদৃশ্য রয়েছে।

ওমৰ বিন আদুল আজিজ একজন গোড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি প্ৰথমে মুসলমান, এৱপৰ আঞ্চলিক প্ৰতিনিধি, তাৰপৰ তিনি উমাইয়া খলিফা। তিনি নিজেকে খলিফাৰ চেয়ে মুসলমান ভাৰতে বেশি পছন্দ কৰতেন। ইসলাম প্ৰচাৰে তিনি ঘোষণা কৰেন, যে বাস্তি ইসলাম শৃহণ কৰবে তাকে খাৱাজ ও জিজিয়া থেকে অবাহতি দেওয়া হবে। এছাড়া তাকে আৱও পেনশন দেওয়া হবে। ফলে শুধু খোৱাসান, পাৰস্যাই নয়, বৰং

বাৰ্বার সম্প্ৰদায় থেকে শুৰু কৰে মিসৰ পৰ্যন্ত বহুলোক ধৰ্মান্তৰকৰণে উত্তৰ্য হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একজন ধৰ্মপ্ৰাণ শাসক তাৰ নিজেৰ খৱচেৰ জন্য রাষ্ট্ৰীয় কোষাগাৰ থেকে দৈনিক মাত্ৰ দুই দিৱহাম কৰে নিতেন। এজন্য প্ৰজাৰা তাকে হিতীয় ওমৰ বলত। অনুৱপভা৬ে উমাইয়া খলিফা ওমৰ বিন আদুল আজিজ ছিলেন অত্যন্ত ধৰ্মপ্ৰাণ। এজন্য তাকে ইসলামেৰ পঞ্চম খলিফা বলে আখ্যায়িত কৰা হয়। এসএম ইমাদুল্লাহ বলেন, "একজন গোড়া মুসলমান হিসেবে ওমৰ অমুসলিমদেৱ প্ৰতি প্ৰশাসনিক অবিচাৰ কৰেননি।" যদিও এ সময় নতুন গিৰ্জা, অংশ মন্দিৰ, নিৰ্মাণ নিষিদ্ধ ছিল তথাপি পুৱোনোগুলো কৰ্বৎ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। আইল, সাইপ্রাস ও নাজৰানেৰ প্রিস্টানদেৱ দেয় জিজিয়াৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰেন। নাজৰানেৰ প্রিস্টানদেৱ আৰ্থিক দুগতি বিবেচনা কৰে তাৰেৰ দেয় কৰ বাৰ্ষিক ২০০০ খণ্ডেৰ পৰিবৰ্তে ২০০ বৰ্ষ বাবে হ্ৰাস কৰেন।

৪ উত্ত শাসক অৰ্থাৎ ওমৰ বিন আদুল আজিজ তাৰ বংশেৰ পতনেৰ জন্য সম্পৰ্কৰূপে দায়ী ছিল না।

নিৰপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গ নিয়ে ওমৰ বিন আদুল আজিজেৰ শাসনকালেৰ প্ৰত্যেকটি দিক বিবেচনা কৰলে উমাইয়া বংশেৰ পতনেৰ জন্য তাৰে দায়ী কৰা যায় না। হিতীয় ওমৰ গৃহীত উদার ও সামা নীতিৰ ফলে উমাইয়া বংশেৰ প্ৰতি কেউ শত্ৰুভাৰাপৱ ছিল না। তিনি উমাইয়া, হাশেমি, আৱৰ-অনাৰ, হিমৰীয়-মুদাৰীয় হন্দ নিৰসন কৰাৰ চেষ্টা কৰেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্ৰে সফল হন।

হিতীয় ওমৰেৰ রাজতন্ত্ৰকে কোনো চাঙ্গল্যকৰ ঘটনা না থাকলেও আকৰ্ষণীয় ঘটনাৰ অভাৱ ছিল না, রক্তপাত, ষড়যন্ত্ৰ এবং বিশ্বাসঘাতকতাৰ বিভীষিকাৰ মধ্যে তাৰ শাসনকাল উপশমেৰ ভূমিকা পালন কৰেছে। তাৰ নিৰপেক্ষতাৰ জন্য উমাইয়া বংশেৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰীৰা তাৰ মৃত্যুকে দুৱাস্থিত কৰলে তাৰ জন্য তাৰ নীতি দায়ী নয়, ষড়যন্ত্ৰকাৰী দায়ী। তাৰ বিৰুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো সঠিক নয়। কাৰণ তাৰ তিৰোধানেৰ পৱ যদি তাৰ নীতিসমূহ অনুসৃত হতো তাহলে আলি (ৱা) এবং আৰোহাসীয় বংশধৰণা সহজেই কুস্থ হতো না এবং উমাইয়া বিৰোধী আন্দোলন জনপ্ৰিয়তাও পেতো না। তাৰেৰ আন্দোলনেৰ জন্য দায়ী পৰবৰ্তী দুৰ্বল শাসকৱা। খলিফা ওমৰ-বিন আদুল আজিজ নন।

উল্লিখিত আলোচনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতে বলা যায় যে, ওমৰ বিন আদুল আজিজকে উমাইয়া বংশেৰ পতনেৰ জন্য দায়ী কৰা যায় না।

প্ৰশ্ন ▶ ৫০ বাৰ্সেলোনা ও রিয়াস মাহিনেৰ মধ্যকাৰ খেলা দেখাৰ জন্য তাজভীন বাংলাদেশ থেকে স্পেনে গিয়েছিল। ওখানে গিয়ে সে জানতে পাৱে, স্পেন এক সময় মুসলমানদেৱ অধীনে ছিল। উমাইয়া বংশেৰ এক বিখ্যাত খলিফা (৭০৫ খি.-৭১৫ খি.) শাসনকালে স্পেন মুসলমানদেৱ অধিকাৰে আসে। শুধু স্পেন নয়, ভাৰতে মুসলমানদেৱ রাজনৈতিক অধিকাৰও এই বিখ্যাত খলিফাৰ নেতৃত্বেই প্ৰতিষ্ঠিত হয়। তিনি মহাদেশ বিজয়ী এ মহান বিজেতাৰ কথা প্ৰথমবাৰেৰ মতো তাজভীন জানতে পেৱে খুশি হলো।

/বৰ্তনা সৱলকাৰি অলেজ, বৰ্তনা/

ক. কাকে ইসলামেৰ তাৰ্ক বলা হয়? ১

খ. ভণ্ডনবিদেৱ পৰিচয় দাও। ২

গ. উদ্দীপকে তোমাৰ পাঠ্যবইয়েৰ কোন বিখ্যাত খলিফাৰ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কৰ। ৩

ঘ. স্পেনে উমাইয়া শাসন প্ৰতিষ্ঠা সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকেৰ আলোকে আলোচনা কৰ। ৪

৫০ নং প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ

১ হয়ৱত আৰু বকৰ (ৱা)-কে ইসলামেৰ তাৰ্ক বলা হয়।

২ যাৱা নৰ প্ৰতিষ্ঠিত ইসলাম এবং ইসলামি প্ৰজাতন্ত্ৰকে কৰ্বৎ কৰেছিল ইসলামেৰ ইতিহাসে তাৱাই ভণ্ড নবি হিসেবে পৰিচিত।

হয়ৱত মুহাম্মদ (স)-এৰ নবুয়তেৰ সাফল্য অনেকেৰ মনে নবুয়ত লাভেৰ আকাঙ্কা জাগিয়ে তোলে। নবি কৱিম (স)-এৰ প্ৰভাৱ-প্ৰতিপত্তি ও মৰ্যাদা বৃদ্ধিকে তৎকালীন কংগ্ৰেছজন গোত্ৰ প্ৰধান শাভজনক কাৰবাৰ বলে মনে কৱে এবং নবুয়ত দাবি কৰে। এই সব ভণ্ডনবিদেৱ মধ্যে ছিল

বানু আসাদ গোত্রের তোলায়হা, ইয়ামামার বানু হানিফ গোত্রের মুসায়লামা, দক্ষিণ ইয়েমেনের আসাদ আনসি এবং বানু তামিম গোত্রের মহিলা ডণ্ডনবি সাজাহ প্রমুখ। এরা ইসলামের ইতিহাসে একটি কলাত্তিকত অধ্যায় রচনা করেছে।

১) উদ্দীপকে আমার পাঠ্যবইয়ের খলিফা আল ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

গিয়ার অনুকরণে তিনি সাম্রাজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করে পূর্বাঞ্চলের শাসনভার হাজাজ বিন ইউসুফ এবং পশ্চিমাঞ্চলের শাসনভার মুসা বিন নুসায়েরের উপর ন্যস্ত করেন। খলিফা আব্দুল মালিকের রাজত্বকাল উমাইয়া বংশের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। সাম্রাজ্য বিস্তারে তার রাজ্যে অপরিসীম কৃতিত্ব। উদ্দীপকে তারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। উদ্দীপকে একজন বিখ্যাত উমাইয়া খলিফার কথা বলা হয়েছে। যার শাসনামলে স্পেন মুসলমানদের অধিকারে আসে। শুধু স্পেন নয়, ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকারও এই বিখ্যাত খলিফার নেতৃত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ঘটনাগুলোর মাধ্যমে মূলত উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। তাঁর সময়ে স্পেন ও ভারতের মুসলমানদের অধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর শাসনামলে ভারতে সিন্ধুর রাজা দাহীরের অবজ্ঞাসূচক মনোভাবের কারণে তাঁর পূর্বাঞ্চলীয় শাসনকর্তা হাজাজ বিন ইউসুফের আদেশে সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাশিম ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে সিন্ধু অধিকার করেন। এছাড়া আল ওয়ালিদ ইউরোপের স্পেন জয় করার জন্য মুসাকে প্রেরণ করেন। তাঁর সেনাপতি তারিক বিন জিয়াদ ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে স্পেনের রাজা রভারিককে পরাজিত ও হত্যা করে স্পেন জয় করেন। এভাবে তিনি তিনি মহাদেশে মুসলিম শাসন কায়েম করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকেও খলিফা আল ওয়ালিদের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২) খলিফা আল ওয়ালিদের রাজত্বকালে স্পেনে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

খলিফা ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে ৭১০ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া প্রশাসক মুসা বিন নুসাইর ৪০০ সৈন্য, ১০০ অশ্ব ও ৪টি রণতরী দিয়ে স্পেনের একটি পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করেন। দলটির অনুকূল রিপোর্টের ভিত্তিতে ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে ৭০০০ সেনাসহ তারিক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে মুসলমানদের স্পেন অভিযান শুরু হয়। চৃড়ান্ত লড়াইয়ের আগে মুসা আরও ৫০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গোয়াডিলেট নদীর তীরে মেজিলা-সিডেনিয়া রূপক্ষেত্রে ১,২০,০০০ সৈন্য নিয়ে স্পেনে রাজা রভারিক তারিকের মুখ্যমুখ্য হন। ডয়ানক যুদ্ধে রভারিক পরাজিত ও নিহত হন। স্পেনের মুসলিমদের বিজয় অর্জিত হয়। এ যুদ্ধের আগে তারিক তার সকল রংপুরী জ্বালিয়ে দেন এবং সেনাদেরকে উন্মুক্ত করার জন্য বলেন, তোমাদের পেছনে উন্তল সমূহ, সামনে শত্রুসেন। মৃত্যু দুইদিকেই, তোমরা যেকোনো একটি বেছে নাও।

মুসলমানদের স্পেন বিজয় ইতিহাসের একটি অন্যতম আকর্ষণীয় অধ্যায়। স্পেনের নিপীড়িত লোকদের আমন্ত্রণে মুসলিমগণ এ অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

গুরু ১৫) ইসলামের জনৈক খলিফা ধর্মপ্রাণ মুসলমান হলেও দেশ শাসন করতে গিয়ে তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিভ্রান্ত করে বংশানুকর্মিক রাজত্বের উত্তব করেন। তিনি তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করেন।

/সরকারি বজ্জন্ম জনেজ, ঢাকা/

- | | |
|--|---|
| ক. কতো খ্রিষ্টাব্দে কারবালার যুদ্ধ হয়? | ১ |
| খ. সিফফিনের যুদ্ধের বর্ণনা দাও। | ২ |
| গ. উদ্দীপকে কোন খলিফার কথা বলা হয়েছে-ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উক্ত খলিফার খিলাফত প্রতিষ্ঠার বর্ণনা দাও। | ৪ |

৫১ নং প্রশ্নের উত্তর

১) ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে কারবালার যুদ্ধ হয়।

২) কৃটকৌশলের বিবুল্দে ক্রোধ তৈরি হলে সিফফিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উক্তের যুদ্ধের পর খলিফা আলি (রা) ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ৫০,০০০ সৈন্য নিয়ে দামেস্কের দিকে অগ্রসর হলে মুয়াবিয়াও প্রস্তুতি নেন। যুদ্ধে মুয়াবিয়া পরাজয় অনিবার্য জেনে তার সেনাপতি ও উপদেষ্টার পরামর্শে যুদ্ধ সংঘটিত করে রাখার জন্য পতাকার শীর্ষে ও বর্ণার মাধ্যমে পবিত্র

কুরআন শরিফ উত্তোলন করে সন্ধির আহ্বান জানান। এরূপ পরিস্থিতিতে আলি (রা)-এর বাহিনী কুরআনের পরামর্শে আলি (রা) যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হন। খলিফা আলি আবু মুসা আল আশারি ও মুয়াবিয়া আমর-বিন-আল আসকে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করেন। কিন্তু ‘দুমাতুল জন্মালে’ সালিশি’ বৈঠকে অবমাননা করে মুয়াবিয়াকে খলিফা নিয়োগ করলে আলির (রা) সমর্থকরা ক্রোধে ফেঁটে পড়ে এবং যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৩) উদ্দীপকে উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার কথা বলা হয়েছে।

উমাইয়া খলিফা হয়রত মুয়াবিয়া (রা) ইসলামের ইতিহাসে প্রথম রাজত্বের প্রবর্তন করেন। খুলাফায়ে রাশেদিনের শেষ খলিফা হয়রত আলি (রা)-কে শঠতা ও কৃটকৌশলে পরাস্ত করে তিনি মুসলিম খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তীতে স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে তার উত্তরাধিকার মনোনীত করার মাধ্যমে বংশানুকর্মিক রাজত্বের অবতারণা করেন। উদ্দীপকেও মুয়াবিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৪) উদ্দীপকে দেখা যায় ইসলামের একজন ধর্মপ্রাণ খলিফা শাসন কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিভ্রান্ত করে বংশানুকর্মিক রাজত্বের উত্তব করেন। এর মাধ্যমে উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা মুয়াবিয়াকেই নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা তিনিই খুলাফায়ে রাশেদিনের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অবসান ঘটান। মুয়াবিয়া হয়রত ওসমান (রা)-এর হত্যাকাণ্ডের বিচারকে কেন্দ্র করে হয়রত আলি (রা)-এর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ৬৫৭ সালের সিফফিনের যুদ্ধে এবং পরবর্তীতে দুমাতুল জন্মালের সালিশে বৈঠকে কৃটকৌশলে হয়রত আলি (রা)-এর স্থলে নিজের পক্ষে খলিফার ঘোষণা আদায় করেন। অতঃপর ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে হয়রত আলি (রা) নিহত হলে ইমাম হাসানকে খিলাফতের ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দামেস্কে উমাইয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে খিলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী মনোনীত করার মাধ্যমে বংশানুকর্মিক রাজত্বের প্রবর্তন করে। উদ্দীপকেও মুয়াবিয়ার ঘটনারই প্রতিফলন ঘটেছে।

৫) উক্ত খলিফা অর্ধাং মুয়াবিয়া (রা) শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা। যিনি কৃটকৌশলে ইসলামের শেষ খলিফা হয়রত আলি (রা)-কে পরাস্ত করে মুসলিম খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন। তিনি খুলাফায়ে রাশেদিনের গণতান্ত্রিক আদর্শ বর্জন করে জ্যেষ্ঠ পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে বংশানুকর্মিক রাজত্বের উত্তব করেছিলেন। উদ্দীপকে মুয়াবিয়ার খিলাফত প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

উদ্দীপকে একজন ধর্মপ্রাণ খলিফার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বাতিল করে বংশানুকর্মিক রাজত্বে প্রতিষ্ঠার কথা বলার মাধ্যমে উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়াকেই নির্দেশ করা হয়েছে। যিনি হয়রত ওসমান (রা)-এর খিলাফত কালে সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং কর্মদক্ষতা, কর্তৃব্যনিষ্ঠা ও সাংগঠনিক ক্ষমতার বলে তিনি সমগ্র সিরিয়ায় সশাসন কায়েম করেন। নিষ্ঠাকর্তা ও সামরিক দক্ষতার সাথে মুয়াবিয়া সিরিয়াকে বাইজান্টাইন আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। খলিফা ওসমানের (রা) সময় তিনিই সর্বপ্রথম কুল আরব নৌবহর গঠন করে সাইপ্রাস ও রোডস দখল করেন। ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে হয়রত ওসমান (রা)-এর হত্যাকে কেন্দ্র করে খলিফা হয়রত আলি (রা) এবং মুয়াবিয়ার মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। ফলে ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিহাসিক সিফফিন প্রান্তরে উভয়ের মধ্যে এক রক্তকায়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আলি (রা) এর নৃশংস হত্যা ও তার জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াজ হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যার পর মুয়াবিয়া খিলাফত পাত করেন।

প্রশ্ন ১৬) অতীয়মান প্রতীয়মান হয়, মুয়াবিয়া দক্ষতা ও কৃটকৌশলের মাধ্যমে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ইসলামের ইতিহাস ও সংক্ষিপ্ত

অধ্যায়-৪: উমাইয়া খিলাফত

১৬৭. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী? (জ্ঞান)

- (ক) মুয়াবিয়া
- (খ) ইয়াজিদ
- (গ) আবদুল মালিক
- (ঘ) উমর-বিন-আবদুল-আজিজ

১৬৮. দুমাতুল অস্মালের রায় কার অন্য নৈতিক পরাজয় হিসে? (জ্ঞান)

- (ক) আলী (রা)-এর
- (খ) উসমান (রা)-এর
- (গ) মুয়াবিয়া (রা)-এর
- (ঘ) উমর (রা)-এর

১৬৯. মুয়াবিয়া তার রাজধানী কুফা ঘৃতে কোথায় স্থানান্তর করেন? (জ্ঞান)

- (ক) মিসরে
- (খ) আফগানিস্তানে
- (গ) পাকিস্তানে
- (ঘ) দামেস্কে

১৭০. হিমায়ীয়া বলা হতে কানের? (জ্ঞান)

- (ক) শামসের অনুসারীদের
- (খ) মুয়াবিয়ার অনুসারীদের
- (গ) শামসের পুত্রের অনুসারীদের
- (ঘ) উসমালের অনুসারীদের

১৭১. ইয়াজিদ কে ছিলেন? (জ্ঞান)

- (ক) মুয়াবিয়ার পুত্র
- (খ) মুয়াবিয়ার সৎ ভাই
- (গ) দাউদ-এর পুত্র
- (ঘ) মুগিরা-এর সৎ ভাই

১৭২. আরব রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (জ্ঞান)

- (ক) মুয়াবিয়া
- (খ) ইয়াজিদ
- (গ) আবু সুফিয়ান
- (ঘ) মারওয়ান

১৭৩. মুয়াবিয়ার মাজর নাম কী ছিল? (জ্ঞান) [পেশা]

- (ক) হাফ্ফা
- (খ) আন্না
- (গ) আবু হেনা
- (ঘ) হিন্দা

১৭৪. ইসলামের প্রথম নৌ অধিক ছিলেন- (জ্ঞান) বিএ

- এক শহীদ কলেজ, ঢেক্সাও, ঢাক্কা
- (ক) হাজাজ বিন ইউসুফ
- (খ) আব্দুল্লাহ বিন কায়েস
- (গ) আমর ইবনে আল আস
- (ঘ) হ্যারত মুয়াবিয়া

১৭৫. মুয়াবিয়ার সময় ভাক বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে কী কলা হতো? (জ্ঞান)

- (ক) দিওয়ান-উল-বারিদ
- (খ) মালিক-উল-বারিদ
- (গ) মিজান-উল-বারিদ

(ঘ) সাহিব-উল-বারিদ

১৭৬. মুয়াবিয়া (রা) কত বছর খলিফা ছিলেন? (জ্ঞান)

- (ক) ১০ বছর
- (খ) ১৫ বছর
- (গ) ১৯ বছর
- (ঘ) ২৫ বছর

১৭৭. আরব বিশ্বে কে সর্বপ্রথম সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞান) ইস্লামী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা।

- (ক) হ্যারত উমর (রা)
- (খ) মুয়াবিয়া
- (ঘ) ইয়াজিদ
- (ঘ) আবদুল মালিক

১৭৮. 'তিনি হেভাবেই খিলাফতে আসুন না কেন, তার যোগ্যতা সম্পর্কে কোন ঝিমত নেই'— এখানে কার কথা বলা হয়েছে? (প্রয়োগ) বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, সাতক্ষীরা।

- (ক) হ্যারত উমর (রা)
- (খ) হ্যারত মুয়াবিয়া
- (গ) আবুল আকবাস
- (ঘ) হিতীয় উমর

১৭৯. মুসলিমকে হত্যা করেন কে? (জ্ঞান)

- (ক) ওবায়দুল্লাহ-বিন-জিয়াদ
- (খ) আব্দুল্লাহ-বিন-জুবাইর
- (গ) আব্দুল্লাহ-বিন-উমর
- (ঘ) আবদুর রহমান

১৮০. 'কারবালা' কোথায় অবস্থিত? (জ্ঞান)

- (ক) আরবে
- (খ) ইরাকে
- (গ) সিরিয়ায়
- (ঘ) মিসরে

১৮১. কারবালার নিচৰ হজ্যাকাজের অন্য নাম কে? (জ্ঞান)

- (ক) মুয়াবিয়া
- (খ) ইয়াজিদ
- (গ) ওবায়দুল্লাহ-বিন-জিয়াদ
- (ঘ) সীমার

১৮২. ভারত উপমহাদেশে ভাকব্যবস্থা চালু করেন শেরশাহ। ঠিক তেমনিভাবে মুসলিম শাসকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ভাকব্যবস্থা চালু করেন কে? (প্রয়োগ) [নিউ গার্ড ডিপ্রি কলেজ, রাজশাহী]

- (ক) হিতীয় উমর
- (খ) আব্দুল্লাহ
- (গ) মুয়াবিয়া
- (ঘ) মারওয়ান

১৮৩. আবদুল মালিক মুখতারের বিবুন্দে কাকে প্রেরণ করেন? (জ্ঞান)

- (ক) উবায়দুল্লাহ-বিন-জিয়াদকে
- (খ) খালিদ-বিন-ইয়াজিদকে

১৮৪. 'মসজিদ-উল-আকসা' কে প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞান) ৩
 (১) আমর-বিন-সাঈদকে ১
 (২) আব্দুল্লাহ-বিন-উমরকে ১
১৮৫. আবদুল মালিক কত খ্রিস্টাব্দে দামেস্কের উমাইয়া সিংহসনে আরোহণ করেন? (জ্ঞান) ৩
 (১) আবদুল মালিক ১ (২) আল-ওয়ালিদ ১
 (৩) হিশাম ১ (৪) হিতীয় মারওয়ান ১
১৮৬. আবদুল মালিক কত খ্রিস্টাব্দে দামেস্কের উমাইয়া সিংহসনে আরোহণ করেন? (জ্ঞান) [গাইবান্ধা] ৩
 (১) ৬৮৫ ১ (২) ৬৮৭ ১
 (৩) ৬৮৯ ১ (৪) ৬৯১ ১
১৮৭. কোন খলিফা সর্বপ্রথম টাকশাল স্থাপন করেন? (জ্ঞান) [সকল বোর্ড ২০১৫] ৩
 (জ্ঞান) [সকল বোর্ড ২০১৫]
 (১) মুয়াবিয়া ১ (২) ইয়াজিদ ১
 (৩) আব্দুল মালিক ১ (৪) ওয়ালিদ ১
১৮৮. ইসলামের পঞ্চম খলিফা কাকে বলা হয়? (জ্ঞান) [সকল বোর্ড ২০১৫] ৩
 (জ্ঞান) [সকল বোর্ড ২০১৫]
 (১) মুয়াবিয়া (ৱা) ১ (২) আব্দুল মালিক ১
 (৩) আল ওয়ালিদ ১ (৪) হিতীয় উমর ১
১৮৯. খলিফা ওয়ালিদ কত খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞান) [জ্ঞান] ৩
 (জ্ঞান) [খ্রিস্টাব্দ আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
 (১) ৭১২ ১ (২) ৭১৩ ১ (৩) ৭১৪ ১ (৪) ৭১৫ ১
১৯০. আশীর্বাদের চাবি বলা হয় কোন উমাইয়া খলিফাকে? (জ্ঞান) [কৃষ্ণিয়া সরকারি কলেজ, কৃষ্ণিয়া] ৩
 (১) হিশাম ১ (২) ওয়ালিদ ১
 (৩) সুলায়মান ১ (৪) মুয়াবিয়া ১
১৯১. সুলায়মানকে 'আশীর্বাদের চাবি' বলা হয় কেন? (অনুধাবন) ৩
 (১) আইয়ুবকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করায় ১
 (২) আজিজকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করায় ১
 (৩) দাউদকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করায় ১
 (৪) রাজবন্দিদের মুক্তিদান করায় ১
১৯২. জনাব শফিকের চার পুত্র 'মেনহাজ গুপ্ত' পরিচালনা পর্যবেক্ষণের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় ৩
১৯৩. সকলে তাকে Father of directors বলে ডাকে। জনাব শফিক কোন উমাইয়া খলিফের চরিত্রকে ইঙ্গিত করেছেন? (প্রয়োগ) ৩
 (১) আব্দুল মালিক ১ (২) সুলায়মান ১
 (৩) ওমর-বিন-আব্দুল আজিজ ১ (৪) ওয়ালিদ ১
১৯৪. সীমাত্ত নামে একটি রাজ্যে অন্য রাজ্য থেকে বিদ্রোহীরা আসলে তাদেরকে আপ্রায় প্রদান করেন এবং বন্দর দিয়ে আবাস চলার সময় জলদস্যরা আবাস লুটন করলে অপর রাজ্যের ইস্থাক নামের এক ঘোষ্য সীমাত্ত রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা ইস্থাকের সাথে কার মিল রয়েছে? (প্রয়োগ) ৩
 (১) মুহাম্মদ বিন কাসিমের ১
 (২) রাজা দাহিরের ১
 (৩) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের ১
 (৪) আব্দুল্লাহ বিন উমরের ১
১৯৫. খলিফা ওয়ালিদের শাসনামলের সর্বাপেক্ষা পৌরবন্ধন ও গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য জয় কোনটি? (অনুধাবন) ৩
 (১) হিসর জয় ১ (২) আশ্রিকা জয় ১
 (৩) সিন্ধু জয় ১ (৪) স্পেন জয় ১
১৯৬. ওমর-বিন-আব্দুল আজিজ কত হিজরি সনে সিংহসনে আরোহণ করেন? (জ্ঞান) ৩
 (১) ১৬৮ হিজরি ১ (২) ১৯ হিজরি ১
 (৩) ১০০ হিজরি ১ (৪) ১০১ হিজরি ১
১৯৭. কোন খলিফা সর্বপ্রথম 'আমিনুল মুমেনীন' উপাধি ধারণ করেন? (জ্ঞান) ৩
 (১) হযরত উমর (বা) ১
 (২) হযরত আলী (বা) ১
 (৩) হযরত মুয়াবিয়া (বা) ১
 (৪) হযরত উমর-বিন আব্দুল আজিজ (বা) ১
১৯৮. হিশাম বেন বন্থের পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন? (জ্ঞান) ৩
 (১) হিমারীয় ১ (২) কৃশন ১
 (৩) মুদারীয় ১ (৪) খারেজি ১
১৯৯. খাজান সম্প্রদায় আমেনিয়া ও মেসোপটেমিয়ার আক্রমণ করে কত খ্রিস্টাব্দে? (জ্ঞান) ৩
 (১) ৭২৫ ১ (২) ৭২৬ ১
 (৩) ৭৩১ ১ (৪) ৭২৮ ১

১৯৯. মারওয়ান কত ত্রিস্টাদ পর্যন্ত আমেনিয়া ও
মেসোপটেমিয়ার সফল শাসক হিসেবে? (জ্ঞান)
 ① ৭৪৬ ② ৭৪৩
 ③ ৭৪৪ ④ ৭৪৫
২০০. সেনাপতি আবদুর রহমান কীভাবে মৃত্যুবরণ
করেন? (অনুধাবন)
 ① ব্রাতাবিকভাবে ② যুদ্ধের মাধ্যমে
 ③ বিষপানের মাধ্যমে ④ অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিয়ে
২০১. ছিতীয় ওয়ালিদের শাসনকাল কোনটি? (জ্ঞান)
 ① ৭৪২-৭৪৩ ত্রিস্টাদ
 ② ৭৪৩-৭৪৪ ত্রিস্টাদ
 ③ ৭৪৪-৭৪৫ ত্রিস্টাদ
 ④ ৭৪৫-৭৪৬ ত্রিস্টাদ
২০২. কোন যুদ্ধে পরাজয়ের পর উমাইয়াদের পতন ঘটে?
 (জ্ঞান) [আলিমেট পার্যাক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
 ① কুফার যুদ্ধ ② বসরার যুদ্ধ
 ③ টুরসের যুদ্ধ ④ জাবের যুদ্ধ
২০৩. উমাইয়া যুগের শিল্পকলার প্রেরণ নির্দেশন
কোনটি? (অনুধাবন) [আনন্দমোহন কলেজ,
মুরমনসিংহ]
 ① আল-আকসা মসজিদ
 ② সবুজ রাজপ্রাসাদ
 ③ কুববাতুস সাখারা
 ④ শেখ মসজিদ
২০৪. উমাইয়া বংশের সর্বশেষ খলিফার নাম কী?
 (জ্ঞান) [সরকারি কে.সি. কলেজ বিনাইদহ]
 ① ছিতীয় মারওয়ান ② তৃতীয় ইয়াজিদ
 ③ ইবরাহিম ④ ছিতীয় ওয়ালিদ
২০৫. উমাইয়া খিলাফতের রাজধানী কোথায় ছিল?
 (জ্ঞান) [বিএন কলেজ, ঢাকা]
 ① মদিনা ② মক্কা
 ③ দামেস্ক ④ কুফা
২০৬. উমাইয়া আমলে সর্বপ্রথম আরবি ব্যাকরণ রচনা
করেন কে? (জ্ঞান)
 ① হাজ্জাজ বিন ইউসুফ
 ② হাসান আল বসরী
 ③ আবুল আসওয়াদ দুআলী
 ④ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ
২০৭. আরব জাতীয়তাবাদের উৎপন্ন ঘটে কোন
বংশের শাসনামলে? (জ্ঞান)
২০৮. উমাইয়া যুগে মুসলিম সভ্যতার কেন্দ্র হিসেবে
স্থান করেছিল কোনটি? (অনুধাবন)
 ① সিরিয়া ② তিউনিসিয়া
 ③ দামেস্ক ④ স্পেন
২০৯. উমাইয়া বংশের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য কী
হিল? (অনুধাবন)
 ① বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
 ② প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
 ③ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
 ④ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
২১০. সর্বপ্রথম মুসলিম নৌ-বাহিনীর নির্মাণ কে?
 (জ্ঞান)
 ① মুয়াবিয়া ② মারওয়ান
 ③ আবদুল আজিজ ④ ইয়াজিদ
২১১. মুয়াবিয়া কত ত্রিস্টাদে সম্মত মুসলিম জাহানের
একজন্ন অধিপতি হন? (জ্ঞান) [সরকারি শীঘ্ৰ কলেজ, মুসীগঞ্জ]
 ① ৬৬০ ② ৬৬১
 ③ ৬৬২ ④ ৬৬৩
২১২. সিল্কবিনের যুদ্ধ সংঘটিত হয় কাদের মধ্যে?
 (জ্ঞান)
 ① মুয়াবিয়া ও আলী (রা)-এর
 ② মুয়াবিয়া ও ওসমান (রা)-এর
 ③ ওসমান (রা) ও আলী (রা)-এর
 ④ উমর (রা) ও মুয়াবিয়া-এর
২১৩. রাজা দাখিলের পত্নী রানীবাটী কীভাবে মৃত্যুবরণ
করেন? (অনুধাবন)
 ① ব্রাতাবিকভাবে ② পুঁচর কর্তৃক
 ③ বিষপান করে ④ অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিয়ে
২১৪. 'অক্তিম ধর্মানুরাগ, তীক্ষ্ণ ন্যায়দর্শিতা, অবিচল
নীতিবোধ, সহিংসতা এবং প্রিয় আদিম সরলতা
তাঁর চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল।'—উত্তি কার
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? (প্রয়োগ)
 ① ইয়াজিদের
 ② সুলায়মানের
 ③ আবদুল মালিকের
 ④ ছিতীয় উমরের

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

২১৫. নিচের কোন ব্যক্তি উমাইয়াদের রাজধানী
দামেস্ক থেকে হারবানে স্থানান্তরিত করেন?
(জ্ঞান)
 ① ইবরাহিম ② তৃতীয় ইয়াজিদ
 ③ দ্বিতীয় মারওয়ান ④ দ্বিতীয় ইয়াজিদ ৩
২১৬. জিপিএ নামে পরিচিতদের জিপিয়া কর প্রদান করতে
হয় কেন? (অনুধাবন)
 ① তারা সেনাবাহিনীতে যোগদান থেকে বিরত
থাকতো বলে
 ② তারা আগ্রিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে
 ③ তারা অন্য সম্প্রদায় থেকে আগত বলে
 ④ তারা জাতিতে নিম্নবর্ণের ছিল বলে ৪
২১৭. মুয়াবিয়া খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রবর্তন
করেন— (অনুধাবন) [কৃষ্ণিয়া সরকারি কলেজ,
কুষ্টিয়া]
 i. রাজতন্ত্র
 ii. সমাজতন্ত্র
 iii. একনায়কতন্ত্র
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii
 ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii ৫
২১৮. খলিফা ওয়ালিদের শাসনকালকে উমাইয়া
বংশের বৃদ্ধিমুখ্য বলে অভিহিত করেন
ঐতিহাসিক— (অনুধাবন) [বিএএফ শাঈন কলেজ,
কুমিটোলা, ঢাকা]
 i. পি কে হিটি
 ii. মুর
 iii. গীবন
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② ii ও iii
 ③ i ও iii ④ i, ii ও iii ৬
২১৯. আরববাসীগণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা
করার জ্ঞান লাভ করেন— (অনুধাবন)
 i. প্রাকদের নিকট থেকে
 ii. মিসরীয়দের নিকট থেকে
 iii. পারসিকদের নিকট থেকে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② ii ও iii
 ③ i ও iii ④ i, ii ও iii ৭
- অনুচ্ছেদটি পঠে ২৪২ ও ২৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সাহস তার কলেজে 'কারবালার যুদ্ধ' বিষয়ক
সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে উপস্থিত
বন্দোরা বললেন যে, কারবালার যুদ্ধকে মূলত একপক্ষীয়া
যুদ্ধ বলা যায়, কারণ এ যুদ্ধে হুসাইন শাহুলজকে শাহী
প্রজ্ঞাব দেন নিম্নু তারা তা গ্রহণ না করে শিশু ও নিরীক
নারীদের উপর নির্মম হত্যাকাণ্ড পটায় এবং হুসাইনের
মাথা ছিন করে খলিফা ইয়াজিদের নিকট নিয়ে যায়।

২২০. সাহস সেমিনার থেকে কোন বিষয়টি জানতে
পারে? (অনুধাবন)

- ① কারবালার যুদ্ধ হয়েছিল ১৮০ খ্রিস্টাব্দে
 ② যুদ্ধ হয় হুসাইন ও ইয়াজিদের মধ্যে
 ③ যুদ্ধ হয় মুয়াবিয়া ও হুসাইনের মধ্যে
 ④ যুদ্ধে ইয়াজিদ পরাজিত হয়েছিল ৮

২২১. উলিষিত শাস্তিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত— (উচ্চতর দফতা)
 i. হুসাইনকে মদিনায় ফিরে যেতে দেয়া হোক
 ii. তাকে তুর্কি সীমাত্তের দুর্গে অবস্থান করতে
দেয়া হোক
 iii. ইয়াজিদের সাথে আলোচনা জন্মে
দারমস্কে প্রেরণ করা হোক

- নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② ii ও iii
 ③ i ও iii ④ i, ii ও iii ৯

উলীপক্তি পঠে ২৪৪ ও ২৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
উমাইয়া বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে
সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৭২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত
রাজত্ব করেন। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হয়েরত ওমরের
সঙ্গে চারিত্বিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য থাকায় তাকে দ্বিতীয়া
ওমর বলা হয়। ইসলামের ইতিহাসে তিনি ৫ম খলিফা
হিসেবে স্থীরূপ।

২২২. উলীপক্তে কোন খলিফার কথা বলা হয়েছে?
(প্রয়োগ)
 ① আবুল-আল-রশিদ ② আল মনসুর
 ③ আল ওয়ালিদ
 ④ ওমর-বিন-আব্দুল আজিজ ১০

২২৩. উলীপক্তে বর্ণিত খলিফা— (উচ্চতর দফতা)
 i. মাত্র তিন বছর রাজত্ব করেন
 ii. ইসলামের পঞ্চম খলিফা
 iii. সাম্রাজ্য বিস্তারে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন

- নিচের কোনটি সঠিক?
 ① i ও ii ② i ও iii
 ③ ii ও iii ④ i, ii ও iii ১১